সম্বৎ ১৯২৭ অব্দে আশ্বিন মাসের অষ্ট বিংশতি দিবসে প্রাতঃকালে আমরা যাত্রা করিয়া আজিমগঞ্জ ষ্টেশনে উপনীত হইলাম। আজিমগঞ্জ নলহাটী শাখা-রেলওয়ের পুর্ব্ব সীমান্ত ষ্টেশন এবং ইহা বঙ্গদেশের ভুতপুর্ব্ব রাজধানী মুরশিদাবাদ নগরীর তিন ক্রোশ উত্তরে ভাগীরথীর পশ্চিম কূলে অবস্থিত। সচরাচর যেরূপ যাত্রী সংখ্যা হয় তদ্ব্যতীত তদ্দিবস শ্রীযুক্ত রায় ধনপৎসিংহ বাহাদুরের সমভিব্যাহারে আত্মীয় পরিজন ও দাস দাসী সিপাহী ইত্যাদি প্রায় সার্দ্ধ শত লোক থাকায় এবং আজিমগঞ্জ ও বালুচর বাসী রায় বাহাদুরের স্বজাতীয় বান্ধবগণ তাঁহাকে মঙ্গলাচরণ পূর্ব্বক বিদায় করণার্থে সসজ্জভাবে সমবেত হওয়ায় ষ্টেশনে ভয়ানক জনতা হইল। কুলিদিগের কলরব, ভিক্ষার্থী ভোজক (১) ভোজিকা দলের চিৎকার পুরঃসর মঙ্গলধ্বনি, সিপাহি দিগের লৌহকোষ নিহিত তরবারির ঝনৎকার ও বাবুদিগের হাস্যালাপ এবং বিদায় করিবার

"(১) ইহারা জৈন দিগের দান গ্রহণে পতিত এক প্রকার পশ্চিম দেশীয় ব্রাহ্মণ"

সময়ে কেশর চন্দন ও আতপ তণ্ডুল প্রভৃতি কল্যাণ কর দ্রব্য দ্বারা টিকাপ্রদান পূর্ব্বক জয় উচ্চারণ, ইত্যাদি কারণে মহা কোলাহল হইতে লাগিল। এদিকে বাষ্পীয় যান চালাইবার সময় ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল। যাত্রীগণ টিকিট লইতে আরম্ভ করিল। এবং লৌহ ঘোটক কেও জলপান করাইয়া বিশ্রাম স্থান হইতে লইয়া আসিয়া শকট শ্রেণির সহিত সংযোজিত করা হইল। অনন্তর গাড়ী ছাড়িবার সময় উপস্থিত যাঁহারা সাক্ষাৎ করিতে ও বিদায় দিতে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন এবং কেহ কেহ কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর করিয়া আসিবার অভিপ্রায়ে গাড়িতে আরোহণ করিলেন। তখন শ্বেতাঙ্গ সারথী উত্থান পূর্ব্বক অশ্ব চালাইয়া দিল। ঘোটক প্রথমত সকম্প দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে সকলকে সাবধান ও জ্ঞাত করিবার নিমিত্ত একতান বংশীনাদ সদৃশ শব্দ নির্গত করিয়া স্তুপ স্তুপ ধূম উদ্গার করিতে করিতে চলিতে লাগিল। কিয়দ্দূর আম্র উদ্যানের মধ্য দিয়া গমন করিয়াই আজিমগঞ্জ অদৃশ্য হইল। কেবল মাত্র দুই একটী মন্দিরের ও অট্টালিকার শিখর দেশ নয়ন গোচর

হইতে থাকিল ; তাহাও শীঘ্র দৃষ্টি বহির্ভূত হইয়া গেল। তদনন্তর বাষ্পীয় জান ক্রমাগত প্রান্তর মধ্য দিয়া ধাবিত হইতে লাগিল। এই প্রান্তরের অধিকাংশ ভাগই কৃষিকার্য্যের অনুপযোগী কণ্টকাকীর্ণ মরুভূমি,। তিন ক্রোশ গমন করিয়াই অশ্ব তৃষিত হইয়া পড়িল ; সুতরাং, জলপান করাইতে হইল। এই শাখা বর্ত্মের অশ্ব গুলি অপরাপর রেলওয়ের হইতে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল ; আবার রথ্যাও তাদৃশ সমতল নহে! এই হেতু ইহা শকট সকল লইয়া অধিক বেগে ধাবমান হইতে পারে না; তাহাতে আমাদের কলিকাতা অঞ্চলের অনেক নবানুরাগ প্রফুল্ল চঞ্চল স্বভাব যুবকেরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন এবং নিতান্ত অধীর হইয়া এই বাষ্পীয় যানকে সামান্য শকটের সহিত তুলনা করতঃ উপহাস করেন। আশার কি শোষিকা শক্তি! তাহার আবেশে মনুষ্যের মন নিয়তই অতৃপ্ত থাকে ; কোন অবস্থাতেই সন্তুষ্ট হয় না। প্রত্যুত এই আশাই উন্নতির সোপান।

অনন্তর বাষ্পীয় যান সাগর দিঘি নামক ষ্টেসনে উপস্থিত হইল। তথা হইতে নিকটে একটী অতি বৃহৎ দীর্ঘিকা দৃষ্টি গোচর হয়। এইরূপ কিংবদন্তি আছে, যে, পূর্ব্ব কালে কোন মহীপতি

মহিষী সমভিব্যাহারে এই প্রদেশে বিহার করিতে আসিয়া ছিলেন। তাঁহারা এই স্থানে সমাগত হইয়া একান্ত তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া পড়েন এবং জলাভাবে যৎপরোনাস্তি দুঃখ পান। তাহাতে করুণ হৃদয়া ভূপাল ললনা তৎস্থানে একটি জলাশয় খনন করণার্থে রাজাকে অনুরোধ করিলেন; এবং কথায় কথায় তাঁহারা এইপ্রকার সঙ্কল্প করিলেন যে তাঁহারা উভয়ে অক্লান্ত ভাবে যতদূর চলিয়া যাইতে পারিবেন তত দূর দীর্ঘ ও প্রশস্ত করিয়া ঐ বাপী খনন করা হইবে। তদনুসারে এই বৃহৎ দীর্ঘিকা পরিখাত হইল এবং সাগরনামাভিহিত এক কুম্ভকার কর্ত্তৃক ইহা সম্পন্ন হওয়ায় তন্নামে খ্যাত হইয়াছে।

এই রূপে চলিতে চলিতে আর দুই তিন ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া, যখন দিনকর মস্তকোপরি তদীয় প্রখর কিরণ বিকীরণ করতঃ পশ্চমাভিমুখে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এমন সময়ে লৌহ অশ্ব যেন ক্লান্ত হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে এবং মহা চিৎকার পূর্ব্বক শব্দ করিতে করিতে নলহাটিতে আগত হইল। এই স্থানে শাখা রেলওয়ে সমাপ্ত হইয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের সহিত মিলিত হইয়াছে। ষ্টেশনের

পশ্চিমে একটী ক্ষুদ্র প্রান্তরের ব্যবধানে নলহাটী গ্রাম। গ্রামের প্রান্তে একটী সামান্য উপগিরি আছে তাহার পূর্ব্ব পার্শ্বে পীঠ স্থান। তথায় ভবানীর ললাট পতিত হয়, এই নিমিত্ত উহা ললাটীশ্বরী নামে প্রসিদ্ধা, গ্রামের নাম তদনুসারে ললাটী, এবং ক্রমশঃ অপভ্রষ্ট হইয়া নলাহাটী রূপে পরিণত হইয়াছে। গ্রামস্থ লোকেরা বলে যে ঐই স্থানে নল রাজার নৈষদ নগর ছিল, আর পূর্ব্বোক্ত উপগিরিকে তাঁহার দুর্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করে। কিন্তু তাদৃশ অনুমান করিবার বিশেষ কোন নিদর্শন পাওযা যায় না। যাহা হউক এ পর্য্যন্ত অনুভব করিতে পারা যায় যে, এই স্থানে প্রাচীন কালে কোন নগর ছিল, যে হেতুক মৃত্তিকার নিম্নে বিস্তর বৃহৎ বৃহৎ ইষ্টক পাওয়া যায় এবং অপরাপর অনেক লক্ষণও লক্ষিত হয়। আবার নল রাজার উপাখ্যান অধ্যয়ন দ্বারাও ইহা প্রতিপন্ন হয় যে তিনি ভারতবর্ষের কোন পূর্ব্বদেশের অধীশ্বর ছিলেন।

নলহাটীতে পৌঁছিয়া আমরা শাখা রেলওয়ের গাড়ি হইতে অবতরণ করিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলও-য়ের গাড়িতে আরোহণ পূর্ব্বক পশ্চিমাভিমুখী মন্দ গতি বাষ্পীয় যানের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। ঘণ্টা দুই কাল অতিবাহিত না হইতেই, মন্দগতি

বাষ্পীয়যান দৃষ্টি গোচর হইল। দেখিতে দেখিতে উহা ষ্টেশনের অভ্যান্তরে প্রবেশ করিল। যাত্রীগণ স্ব স্ব গন্তব্য স্থানানুসারে অবতরণ বা আরোহণ করিলে পর সারথী বাষ্পীয়যান লইয়া আসিয়া আমাদের গাড়ি সকল শকট শ্রেণীর সহিত সং- যোগ করিয়া অশ্ব চালাইয়া দিল। কিয়দ্দূর ধীরে ধীরে গমন করিয়া বাষ্পীয়যান ধাবমান হইল। আমাদিগের প্রথম প্রথম সম্পূর্ণ উৎসাহ থাকায় অনিমিষ লোচনে অক্লান্তভাবে লৌহ বর্ত্মের উভয় পার্শ্বস্থ দোদুল্যমান্ ধান্যক্ষেত্র সকল অবলোক- ন করিতে লাগিলাম। এই স্থান হইতেই বঙ্গদে- শের সীমান্ত স্থিত পর্ব্বত শ্রেণী সকল মেঘ মালা রূপে পরিদৃশ্যমান্ হইতে আরম্ভ হইল। বঙ্গ- দেশের ভিতরে কুত্রাপি পাহাড় পর্ব্বত নাই; এমন কি কোথাও উচ্চ ভূমি কিম্বা প্রস্তর খণ্ডও দৃষ্টি গোচর হওয়া দুর্লভ। সমগ্র বঙ্গভূমি যেন একখা- নি অখণ্ড সমতল শস্যক্ষেত্র স্বরূপ প্রতীয়মান হয়। তদপেক্ষা ইহাকে এক অতি উৎকৃষ্ট উদ্যান বলিলে অধিকতর সুসঙ্গত বোধ হয়। যেমন উদ্যানের কোন স্থানে সুমিষ্ট ফলোৎপাদক বৃক্ষ রাজি, কোথায় মনোহর সুসৌরভ পুষ্প পটল, কোন স্থানে বিবিধ শস্য সমাকীর্ণ ক্ষেত্র

নিকর এবং স্থানে স্থানে প্রচুর জলাশয় থাকে; তদ্রূপ এই কাঞ্চন ভূমি বঙ্গদেশে তৎসমুদায়ই অপর্য্যাপ্ত ও অতুল্যরূপে বিরাজিত রহিয়াছে। কেবল যথেষ্ট কৃষির অভাবে দুই এক পার্শ্বে বন্য বৃক্ষ সকল উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু ইহার মৃত্তিকা এতাদৃশ উর্ব্বরা এবং রসাল হওয়ায় এবং বায়ু উষ্ণ ও বাষ্পপূর্ণ হওয়ায় যেমন বঙ্গবাসীকে অশেষ বিভব সুখে সুখী করিয়াছে; তদ্রূপ জল বায়ু দূষিত করিয়া এবং তাহাকে নিতান্ত নির্ব্বীর্য্য ও নিশ্চেষ্ট ও তাহার চরিত্রকে বিবিধ বিধায়ে কলুষিত করিয়া ভয়ানক অনিষ্ট করিতেছে। বঙ্গ দেশের জল বায়ু এমনই কদর্য্য যে নিদ্রা, তন্দ্রা, ভয়, ক্রোধ, আলস্য, দীর্ঘ সূত্রতা এই ষড় দোষ যাহা বুধগণ কাপুরুষের লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তৎসমুদায়কে সমূহ উদ্দীপিত করিয়া বঙ্গ বাসীকে মনুষ্যের মধ্যে গণনীয় হইতে দিতেছে না। যাহা হউক এই সকল কথা এক্ষণে আন্দোলন করিলে অনধিকার চর্চ্চা করা হয়।

আমরা ইতস্ততঃ নৈসর্গিক শোভা সন্দর্শন ও পরস্পর বাক্যালাপ করিতে করিতে যাইতে লাগিলাম। কিয়ৎ ক্ষণের মধ্যেই বাষ্পীয়যান অনেক ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া গেল। দিবারজনী

হইবার পূর্ব্বেই আমরা বঙ্গদেশ উত্তীর্ণ হইয়া হিন্দুস্থানে প্রবেশ করিলাম। সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে বাষ্পীয়যান তালঝারি হইয়া তিন পাহাড়ে উপণীত হইল। তাল ঝারির প্রকৃত নাম তেলিয়া গড়ি। হিন্দুস্থান হইতে বঙ্গদেশে প্রবেশের এই স্থান দিয়া একটী পার্ব্বতীয় পথ আছে। হুমায়ুন বাদসাহের সহিত শের সার পুত্রের এই স্থানে এক ঘোর সংগ্রাম হইয়াছিল। প্রথিত আছে ইহার সন্নিধানে জনক রাজার একটী দুর্গ ছিল। এখানে অনেক পৌরাণিক চিহ্ন উপলক্ষিত হয়। লৌহ বর্ত্ম প্রস্তুত করিবার সময় এখানে একটী বিশাল সিংহদ্বার বাহির হইয়াছিল। তিন পাহাড় হইতে একটি শাখারথ্যা রাজমহল পর্য্যন্ত প্রসারিত আছে। রাজ মহলও একটি পুরাণ নগর। পূর্ব্বে ইহার নাম আগমহল ছিল। তদনন্তর যখন জয়পুর-পতি মান সিংহ বঙ্গদেশের শাসন কর্ত্তা হন, তখন তিনি এই স্থানটী মনোনীত করিয়া নগর নির্ম্মাণ করতঃ রাজমহল নামাভিধান পুরঃসর ইহাকে রাজধানী করিয়া ছিলেন। প্রাচীন কালে হিন্দু অধিরাজ দিগের সময়ে ইহা রাজগিরি নামে অভিহিত ছিল।

তদনন্তর ক্রমশঃ আলোকের তিরোভাব, ও

তিমির তাহার স্থলাভিষিক্ত হইতে লাগিল। আমরা যখন মহারাজপুরে পৌঁছিলাম, তখন বিলক্ষণ ঘোর হইয়া আসিয়াছে। এই স্থানের জল বায়ু এমন চমৎকার যে শুনিতে পাওয়া যায়, রেল ওয়ে কর্ত্তৃ পক্ষীয়েরা কোন কর্ম্মচারিকে দণ্ড দিবার প্রয়োজন হইলে, তাহাকে কিয়দ্দিন তথা কর্ম্ম করিতে প্রেরণ করেন, তাহা হইলেই সে উত্তম রূপ শাসিত হইয়া আইসে। মহারাজপুব পরি-ত্যাগ করিয়া সাহেবগঞ্জে উপনীত হওয়া গেল প্রায় সকলেই অবগত আছেন আমাদের বঙ্গদেশের বড় সাহেবেরা এই স্থান দিয়া উত্তাল হিমাচলের কক্ষ-দেশ স্থিত দার্জিলিং পর্ব্বতে আরাম করিতে গমন করেন।

অতঃপর প্রায় সার্দ্ধ দুই ঘণ্টা কাল ধাবিত হইয়া বাষ্পীয় যান ভাগলপুরে পৌঁছিল। এই স্থানে তদ্দিবস রায় বাহাদুরের বিশ্রাম করিবার কথা থাকায় তদীয় নির্ব্বিশিষ্ট গাড়ি সকল শকট শ্রেণী হইতে বিযুক্ত করিয়া সতন্ত্র রাখিয়া, সারথী স্বীয় পন্থা গ্রহণ করিল। রায় বাহাদুর স্বজন সম-ভিব্যাহারে আপনাদিগের কুঠিতে গিয়া অবস্থিতি করিলেন। পরদিন প্রত্যুষে সকলে চম্পাপুরী দর্শন করিতে গেলেন। ঐ স্থান ষ্টেশন হইতে

ক্রোশ দ্বয় হইবে। তথা জৈন দিগের এক ভগবান মোক্ষ প্রাপ্ত হন। তন্নিমিত্ত উহা পুণ্য ভুমি বলিয়া খ্যাত ও তীর্থ স্থান বলিয়া পরিগণিত।

ভাগলপুর প্রদেশ বেহার দেশের অন্তর্গত, এবং ইহার পূর্ব্ব সীমায় অবস্থিত। এই প্রদেশে প্রধানতঃ তিন প্রকার লোকের বসতি। প্রথমতঃ বিশুদ্ধ হিন্দু; দ্বিতীয়তঃ এক প্রকার লোক তাহারা হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেয় কিন্তু আদৌ হিন্দু এই প্রকার বোধ হয় না, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি পাহাড়িয়া নামে খ্যাত, তৃতীয়ঃ পর্ব্বতবাসী শাঁওতাল। বিশুদ্ধ হিন্দুরা উর্ব্বরা সমভূমি ও উত্তম উত্তম স্থানে বাস করে। ইহাদিগেরই সংখ্যা অধিক। ইহাদের আকাব, প্রকার, আচার ব্যবহার আহার পরিচ্ছদ এবং রীতি চরিত্র বাঙ্গালী দিগের হইতে অনেকাংশে পৃথক। ইহারা নিরবচ্ছিন্ন তণ্ডুল সিদ্ধ ভোজন করিয়া নিতান্ত শ্রম কাতর, অশক্ত আলস্য প্রিয় এবং সুকুমার কায় হইয়া শরীরকে দুঃসহ ভার স্বরূপ বহন করে না। ইহারা শান্তিপুরের সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক সুকুঞ্চিত কোঁচা হস্তে ধারণ করতঃ গাত্রে ফুৎকার লাগায় না। ইহারা নিতান্ত ভীরু প্রকৃতিও নহে। আর ইহাদের বালক বালিকা গণকেও রজনি কালে

অপদেবতারা তাদৃশ বিভীষিকা প্রদর্শন করিতে পারে না। কিন্তু ইহারা বাঙ্গালিদের ন্যায় কৃত বদ্য ও সভ্য হইয়া উঠিতে পারে নাই, এবং ইহারা আর্য্যাবর্ত্তের পুরোভাগ বাসী হিন্দুদিগের ন্যায় বিশুদ্ধ চারী ও তেজস্বী নহে। সে যাহাহউক আমাদিগের যে, হিন্দুস্থানী দিগকে ছাতুখোর বলিয়া বিদ্রূপ করা যে প্রথা দাড়াইয়াছে, তাহা বস্তুতঃ বড় অকারণেও নহে।

দ্বিতীয় লোকেরা পাটনার নিকট হইতে এ দিকে চুটীয়া নাগপুর হাজারিবাগ পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া বাস করে। ইহারা বিবিধ শ্রেণীতে বিভিন্ন। কাহার, ঘাটোয়াল প্রভৃতি তন্মধ্যে প্রধান। ইহাদের আদি নির্ণয় করা সহজ নহে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে ইহারা বাহক স্বরূপে পশ্চিম দেশ হইতে আসিয়া এই স্থানে উপনিবেশ সংস্থাপন করে। কিন্তু তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। সর্ব্বাপেক্ষা ইহাই অধিকতর প্রামাণ্যরূপে প্রতীয়মান হয় যে, হিন্দু ও শাঁওতালের বর্ণসঙ্কর হইয়া এই জাতির উদ্ভব হইয়াছিল। ইহাদের অবয়ব বিশুদ্ধ হিন্দুদিগের ন্যায় নহে, এবং শাঁওতালের মত ও নহে। পরন্তু ইহাদিগকে চিনিতে গেলে অন্য কোন পরিচয়ের প্রয়োজন

হয় না, কেবল কথোপকথনের প্রতি মনোযোগ করিলেই জানিতে পারা যায়, যে হেতুক ইহারা বারম্বার এথি শব্দ প্রয়োগ না করিয়া কথা কহিতে পারে না।

শাঁওতালেরা বীরভুম ও রাজ মহলের পাহাড় সকলে বাস করে। তাহাদের বর্ণ চিক্কন কাল। দুর্গোৎসবের সময় যে অসুরের প্রতিমা নির্ম্মাণ করে, তাহার বর্ণের সহিত কিছু ভেদ নাই। তাহারা অত্যন্ত সরল কিন্তু বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী দিগের শঠতায় ক্রমাগত প্রবঞ্চিত হইয়া আসায় এক্ষণে কিছু কিছু চাতুরিও মিথ্যা কথা অপর্য্যমাণে শিখিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা ভীরু এবং পরস্পর বিদ্বেষী নহে। আপনাদিগের মধ্যে বিলক্ষণ একতা ও সদ্ভাব আছে। তাহারা কখন ঐশ্বর্য্য ও বিলাসের আস্বাদন পায় নাই সুতরাং তাহারা অন্তর্দাহিক ক্ষোভের জ্বালা জানে না।

শাঁওতালেরা নিতান্ত নিষ্ঠুর ও দুরাকাঙ্ক্ষ উত্তমর্ণ দিগের চাতুর্য্যে যৎপরোনাস্তি উৎপীড়িত ও উত্ত্যক্ত হওয়ায় ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে একবার উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল।*

এবং তাহাদের উৎপীড়ক বাঙ্গালী দিগকে বিলক্ষণ শাসিত করিয়াছিল। যেমন শঠ উত্তমর্ণেরা

তাহাদের যথা সর্ব্বস্ব অপাহরণ করিত তদ্রূপ তাহারা মহাকোপের সহিত বৈর নির্য্যাতনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে ছদ্দু ও বদ্দু নামে দুই জন শাঁওতাল প্রধান হইয়া স্বনামে টাকা পর্য্যন্ত মুদ্রিত করিয়াছিল। সেই টাকাতে নিম্ন লিখিত শ্লোক অঙ্কিত করে।

"সেকন্দা জব্বর পোশ্ত শেরে মুল্ক গিরী কোম্পানি,
"সাহা ছদ্দু আহেলে বদ্দু কোওম শাওতাল গনি।,

এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, শাঁওতাল জাতীয় সাহা ছদ্দু ও বদ্দু শার্দ্দুল বাহন দিগ্বিজয়ী কোম্পানির উপর আঘাত করিয়াছে। কিন্তু অবোধ শাঁওতাল, বনে বাস করে; তাহারা কোম্পানি যে কি বস্তু তাহা জানিতে পারে নাই। নিয়ত ক্ষীণ জীবী ভীরু স্বভাব বাঙ্গালী দিগকে দেখিয়া আসায় মনে করিয়াছিল, দুই চারি তীর নিক্ষেপ করিলেই কার্য্য সমাধা হইতে পারিবে। এই ভ্রমে প্রমত্ত হইয়া বিশ্রান্ত কেশরির আরাম ভঙ্গ করিয়াছিল। ইহাতে পরিণামে এই ঘটিল যে মদমত্ত হস্তী যূথ যেমন নলিনী দল দলন করে, তদ্রূপ ইংরাজ বাহাদুরেরা শাঁওতাল দিগকে মর্দ্দন করিল।

শাঁওতাল দিগের লিখিত ভাষাও নাই এবং

লেখাপড়ার সহিত কোন সম্বন্ধও নাই। পরমেশ্বর মনুষ্যকে যে ভাবে সৃজন করিয়াছেন, ইহারা প্রায় সেই ভাবেই আছে। তবে এক্ষণে ক্রমে ক্রমে চোক্ কান্ ফুটিয়া আসিতেছে! উভয় পার্শ্বে রেলওয়ে হইয়াছে। এবং বিদ্যালোকবিকীরণ কল্প হিতৈষী গভর্ণমেণ্ট ইহাদের মূর্খতা নাশ ও সভ্যতা বর্দ্ধন করিবার নিমিত্ত না না স্থানে বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন।

শাঁওতালদিগের সমজাতীয় আর তিনটী জাতি আছে, কোল ভিল এবং গোণ্ড। কোলেরা* চুটীয়া নাগপুর, হাজারিবাগ, লোহারডাগা, সিংভূম ও সম্ভলপুরে বাসকরে। ইহাদের অবয়ব শাঁওতালদিগের সদৃশ, কিন্তু তাহাদিগের অপেক্ষাও অসভ্য। কেবলকিচমিচ রবে কথঞ্চিৎ আপনাদিগের মধ্যে ক্ষুধাতৃষ্ণাদি সম্বন্ধীয় যৎসামান্য মনোগত ভাব ব্যক্ত করিতে পারে মাত্র, না হয় ঊর্দ্ধ পক্ষে শ্রম হরণ ও পরস্পর মনোরঞ্জন এবং আমোদ করণার্থে যৎ সামান্য সঙ্গীত করিতে পারে। বোধ হয় কিছুকাল পূর্ব্বে ইহারা সম্পূর্ণই উলঙ্গ ছিল। এক্ষণে কেবল চুটীয়া নাগপুর ইত্যাদি

* আমি ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে কোন কার্য্য বশতঃ চুটিয়া নাগপুর গিয়াছিলাম। সেই উপলক্ষে এই সকল স্থান দর্শন করিয়াছিলাম।

নগরের নিকট বাসী স্ত্রীলোকেরা কটিও বক্ষ আচ্ছাদিত করে, আর পুরুষেরাও কটি বেষ্টন করিয়া ধুতি পরিধান করে। কিন্তু কিয়দ্দূর গমন করিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে স্ত্রী লোকেরা ঊর্দ্ধ কল্পে এক হস্ত প্রশস্ত বস্ত্র খণ্ড দিয়া কেবল মাত্র কটি দশ বেষ্টন করে, অপরাপর সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ রূপে নগ্ন থাকে। আর পুরুষেরা কেবল কৌপিন ধারণ করে। পরন্তু ইহাদের মধ্যে যাহারা কিছু সম্পন্ন বা বিলাসাসক্ত, তাহারা বোধ করি শোভা সম্বর্দ্ধনার্থ একখানি বস্ত্র আকুঞ্চিত করিয়া কিয়দংশ কটির উপর বন্ধন করে। ও অপরাংশে কৌপিনের উপর শ্লথ এবং আলম্বিত ভাবে একটী কাছা দিন্ধন করে। আবার চঁই বাঁশা অঞ্চলে, কোলেরা এতাদৃশ বস্ত্র ভারও বহন করে না। সেখানে কেবল দিগম্বর পরিধান করে বলিলেই হয়। কি নর কি নারী উভয়েরই কৌপিন ব্যতীত আর কিছুই আচ্ছাদন নাই। যদিও কোলেরা নিতান্ত অসভ্য বটে, তত্রাচ তাহাদের অনেক গুলি অতি মহৎগুণ আছে। তাহাদের বিবাহ প্রণালী মন্দ নয়, প্রায় বিলাতীয় ধরণেই বটে; তবে বিলাতীরা এতৎ সম্বন্ধে যতদূর অনুচিত রূপে স্বাধীন ও যথেচ্ছাচারী তাহারা তাদৃশ নহে। আমাদিগের ন্যায়

তাহারা নিতান্ত অবগণ্ড এবং একান্ত অর্ব্বাচীন বালক বালিকাদিগকে সমারোহ পূর্ব্বক উদ্বাহ সূত্রে বন্ধন করাকে কীর্ত্তি বলিয়া বোধ করে না। অথবা এতাদৃশ নীচ, লোভী ও দুর্ব্বোধও নহে যে যৎকিঞ্চিৎ অর্থলালসায় আপনার প্রাণাধিকা প্রিয়তমা সুকুমারী কন্যাকে এক ষষ্টি বর্ষীয় ললিত মাংশ শুভ্রকেশ মুমুর্ষুর হস্তে সমর্পণ করিয়া অপার দুঃখার্ণবে বিসর্জ্জন দেয়। আর তাহাদের মধ্যে একাধিক দার পরিগ্রহ করিবার পাপজনক কুরীতি নাই। অতএব এই সকল অসভ্য জাতি যদিও পশুর সঙ্গে অরণ্য মধ্যে বাস করে, এবং যদিও তাহাদের বাহ্যিক সভ্যতা কিছু মাত্র নাই বটে, তথাপি তাহাদের মধ্যে অনেক গুলি অতি উৎকৃষ্ট সামাজিক নিয়ম ও রীতি চলিত আছে; এবং তাহাদের পূর্ব্ব-দেশ বাসী অসার অভিমানী জাতিকে তাহারা অনেক বিষয়ে সৎউপদেশ প্রদান করিতে পারে।

কোলেরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, ওরাউ ও মুণ্ডা এই দুই শ্রেণীর মধ্যে বিস্তর প্রভেদ আছে, কিন্তু সাধারণতঃ তাহা বড় লক্ষিত হয় না। পালকোটের নাগ বংশীয় রাজারা কোলদিগের উপর বহুকালা-বধি রাজত্ব করিয়াছিল।

সংপ্রতি গভর্ণমেণ্ট এবং মিসনরিরা বিশেষ

আগ্রহ সহকারে ইহাদিগকে সভ্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। মিশনরি মহাশয়দিগের তাদৃশ যত্ন-করিবার প্রধান উদ্দেশ্য এইযে, তাহাদিগকে অন্ধ-কার হইতে আলোকে আনয়নকরেন এবং বিস্তর নর নারীকে সুসমাচার মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছেন। কোলেরা যেপ্রকার হৃষ্ট স্বভাব তাহাতে তাহারা বিলক্ষণসুখী এইরূপ প্রতীত হয়। যাবতীয় কোল গ্রামে প্রায় প্রত্যহ সন্ধ্যার পর নৃত্য গীতাদি আমোদ প্রমোদ এতাদৃশ উৎসাহপূর্ব্বক হইয়া থাকে যে এতদনভিজ্ঞ আগন্তুক ব্যক্তির নিশ্চয় অনুমান্ হইবে যেন মহোৎসবের অনুষ্ঠান হই-তেছে।

গোণ্ড। উত্তরে বিন্ধ্য গিরি এবং মগধ দেশ দক্ষিণে তৈলঙ্গ এবং হায়দ্রাবাদ পূর্ব্বে উৎকল সিংভূম এবং পালামো পশ্চিমে ইন্দোর রাজ্য এবং খানদেশ; এই সীমা চতুষ্টয়ের অন্তঃপাতী প্রদেশে গোণ্ডদিগের বাস। গোণ্ডরা সামান্যতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথমতঃ কতকগুলি পর্ব্বতে ও অরণ্যে হিংস্র পশুদিগের সহ বাস করে। এবং তাহাদের ন্যায় প্রায় স্বীকার দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ইহাদের মধ্যে অনেকে নরমাং

সভুক্ এবং শাঁওতাল ও কোলদিগের অপেক্ষাও অত্যন্ত অসভ্য ও ভয়ানক। দ্বিতীয়তঃ অপর কতক গুলি গৃহস্থ ভাবে সমভূমিতে গ্রামে বাস করে। তাহারা কৃষিকার্য্য চালনা পূর্ব্বক জীবন যাপন করে এবং অপেক্ষাকৃত দান্ত ও সভ্য। গোণ্ডরা বহুকা-লাবধি সময়ে সময়ে হিন্দুদিগের দ্বারা পরাজিত ও তাহাদের অধীনস্থ হইয়াছিল। কিন্তু কদাপি একেবারে বশীভূত হয় নাই। সুযোগ পাইলে অমনই স্বাধীনতা অবলম্বন করিত। অতি অল্পদিন পূর্ব্বপর্য্যন্ত গোণ্ডদিগের স্বাধীন এবং অতি পরাক্রান্ত রাজ্য সকল বিদ্যমান ছিল। গারা রাজ্য কেবল আকবরের সময়ে তাঁহার প্রভূত বীর্য্য সম্পন্ন সেনা নিচয়ের দ্বারা অতি কষ্টে উৎসন্ন হয়। এবং মণ্ডালা রাজ্য অনেক দিন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল। এক্ষণে কেবল ইংরেজদিগের অনুপম রণ পাণ্ডিত্যে এবং সম্মার্জ্জিত বুদ্ধি কৌশলে যেমন সকল রাজ্যই উচ্ছিন্ন হইয়া তাহাদের সাম্রাজ্য সম্মুক্ত হইয়াছে, তদ্রূপ গোণ্ড দেশও তাহাদের শাসন বিপিনে শান্তিপাদপের নিবিড় ছায়ায় সুশীতল সমীরণ উপভোগ করিতেছে।

১ রামায়ণে পঞ্চবটীর বনে রামচন্দ্রের সহিত যে রাক্ষসদিগের যুদ্ধের কথা উল্লিখিত আছে, কোলও

গোণ্ডরা যে সেই রাক্ষস তাহা স্পষ্টই অনুমান্ হয়। পঞ্চ বটীর বন দণ্ডকারণ্যের উত্তর ভাগে অবস্থিত ও বহুদূর বিস্তৃত ছিলং। পশ্চিমে আরব্য সমুদ্র এবং উৎকলের প্রান্ত পর্য্যন্ত এই মহারণ্য ব্যাপ্ত ছিল। যৎকালে রামচন্দ্র বনে গমন করিয়া পঞ্চবটী প্রবেশ করেন। তিনি গোদাবরী তীরে একস্থানে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থিতি করিয়া ছিলেন। অধুনাতন বম্বে প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত এবং বম্বে রেলওয়ের নিকটবর্ত্তী নাসিক নামক নগর আছে, ঐ স্থান তাহার নিকট। অদ্যাপি তথায় রামচন্দ্রের প্রকাণ্ড মূর্ত্তি আছে, এবং তাহা পঞ্চ-বটী বলিয়া আখ্যাত ও তীর্থক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। ঐ স্থানে সূর্পনখা, রামলক্ষ্মণের অবস্থিতি কালে বন বিহার করিতে করিতে উপস্থিত হয়, এবং ঐ ভ্রাতৃদ্বয়ের অলৌকিক রূপ লাবণ্য দর্শনে বিমোহিত হইয়া তাঁহাদের নিকট পাণিগ্রহণের প্রার্থনা করায় শেষে নাশা কর্ণ হীন হইয়া প্রস্থান করে। তদনন্তর তদুপলক্ষে রাবণ ভ্রাতা ও তাহার নিয়োজিত শাসনকর্ত্তা খরদূষণ বধ ও পরিশেষে রাবণ কর্ত্তৃক কৌশল পূর্ব্বক সীতা হরণ হয়।

এই খরদূষণ যে এককালে এই দেশে রাজত্ব করিয়াছিল তৎসম্বন্ধে আরও নিদর্শন

পাওয়া যায়, তাহা যথাস্থানে বর্ণন করিব। কোল ও গোণ্ড দিগকে রাক্ষস বলিয়া পরিচয় দেওয়া অসম্ভব নহে। তাহারা তৎকালে যে নরমাংসভোক্তা ছিল ইহা কোন ক্রমেই বিচিত্র বোধ হইতে পারে না। এখন পর্য্যন্ত তাহাদের মধ্যে অনেক বন্য লোকে মহা পরিতোষ পূর্ব্বক নরমাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে। আবার তাহাদের রূপও অতিশয় বিকট ও ভয়ঙ্কর। শরীরের বর্ণ তৈল যুক্ত মসির ন্যায়। এবং তদুপরি সকলেই সম্পূর্ণ রূপ উলঙ্গ। এতদবস্থায় তাহারা বিলক্ষণ রাক্ষস তাহাতে সংশয় কি? তাহারা এক্ষণে পর্ব্বতে ও কাননে বাস করে বটে, কিন্তু পূর্ব্বেও যে তাদৃশ ছিল এমন বোধ হয় না। অনুমান হয় যে আদৌ তাহারা ভারতবর্ষের সমভূমিতে বাস করিত। তদনন্তর ক্রমশঃ আর্য্যাবর্ত্ত হইতে হিন্দুরা যেমন ব্যাপ্ত হইতে লাগিল, তেমনই তাহারাও ইহাদের আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রমে ক্রমে পর্ব্বতে ও অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। রামায়ণ পাঠে ইহাও উপলব্ধি হয় যে রামচন্দ্রের সময়ে দাক্ষিণাত্য প্রধানতঃ দুই বিক্রান্ত রাজ্যে বিভক্ত ছিল। প্রথম রাবণ রাজ্য ও দ্বিতীয় বালী রাজ্য। রাবণ রাজ্য লঙ্কা, জনস্থান অর্থাৎ হিন্দুস্থানের সর্ব্ব দক্ষিণভাগ

এবং উত্তরে শোণ ও বিন্ধ্যাচল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এবং বোধ হয় ইদানিন্তন যে দেশ হায়দ্রাবাদ ও মৈসুর রাজ্য নামে বিখ্যাত তাহাই বলী রাজ্য ছিল। আর ইহাও প্রতিপন্ন হইতেছে যে দাক্ষিণাত্যে দুই স্বতন্ত্র জাতির বাস ছিল। রাক্ষস নামে পরিচিত গোণ্ড প্রভৃতি এক, এবং বানর নামে আখ্যাত অপর এক জাতি। বানরেরা হিন্দুদিগের সহিত সখ্যতা করায় ত্বরায় হিন্দূকৃত হইয়া যায়; কিন্তু রাক্ষসেরা তদ্বিপরীত আচরণ করায় তাহারা ঘৃণ্য এবং স্বতন্ত্র রহিয়া গিয়াছে। ভরত বর্ষের দক্ষিণ ভাগে কুর্গ প্রভৃতি পার্ব্বতীয় প্রদেশে যে সকল কদাচারী অসভ্য লোক আছে তাহারাও রাক্ষস জাতীয় হইতে পারে।

ভিল। ভিল এবং মিনারা * মারবাড়, মেবাড়, মালব এবং পালানপুর প্রদেশে বাস করে। অর্ব্বলি পর্ব্বত তাহাদের প্রধান নিবাস স্থান। শাঁওতাল এবং কোলেরা যেরূপ অপেক্ষাকৃত বিনীত ও নিরুপদ্রবী, তাহারা তদ্রূপ নহে। এবং তাহাদের বল বিক্রম ও সাহস ও অধিক। ইংরাজদিগের প্রতাপে ও শাসনে তাহারা এক্ষণে অনেক শান্ত হইয়া

* আমি কোন কার্য্য উপলক্ষে ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে আবুপর্ব্বতে গমন করায় এই সকল প্রদেশ দর্শন করিয়াছিলাম।

আসিয়াছে, নতুবা তাহাদের ভয়ানক দৌরাত্ম্য হইত। অদ্যাপি পাথিক গণকে বিশেষ রূপ সাবধান হইয়া এই সকল প্রদেশে পর্য্যটন করিতে হয়, সুযোগ পাইলে তাহারা কখনই অবাধে যাইতে দেয় না। তাহাদের সন্ধানও চমৎকার, যদি দেখিল কোন ব্যক্তি সম্পন্ন ভাবে যাইতেছে তবে তাহাকে আক্রমণ ও সর্ব্বস্ব অপহরণ করিবে। কিন্তু এতাদৃশ দুর্বৃত্ততাতেও তাহাদের অনেক মহদাচরণ আছে তাহারা সহসা কাহারও প্রাণ নাশ করে না। আক্রান্ত ব্যক্তি যদি তাহাদের বাঞ্ছামত কার্য্য করে, তাহা হইলে কোন আশঙ্কাই নাই। কিন্তু প্রতিপক্ষতা করিতে গেলে মহানর্থ ঘটিয়া উঠে। তখন ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হয়। যাহাহউক ভিল ও মিনা দিগকে কিছু কিছু কর না দিয়া কোন পথিকেরই পরিত্রাণ নাই। এই বিষয়ে গভর্ণমেন্ট একটী নিয়ম করিয়া দিয়াছেন। যখন পান্থ ভিলদেশে প্রবিষ্ট হয়, তখন তাহাকে আপন রক্ষক স্বরূপ একজন ভিলকে সঙ্গে লওয়া আবশ্যক। ঐ ভিলকে ক্রোশ প্রতি এক পয়সা হিসাবে ভৃতি প্রদান করিলেই যথেষ্ট। ভিলের দেশে ভিল ও মিনার দেশে মিনা সঙ্গে থাকিলে আর আক্রমণের আশঙ্কা নাই। আর যদিস্যাৎ আক্রমণ করে তবে

সমভিব্যাহারী ভিল বা মিনা প্রাণপনে যুদ্ধ করিয়া হত বা আহত না হইলে পথিকের লুট হইবার সম্ভবনা নাই। এই দুই জাতির বৈর নির্য্যাতন প্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল এবং যতদিন শত্রুর প্রতিহিংসা করিতে না পারে, ততদিন কোন ক্রমেই নিবৃত্ত হয় না। এমন কি যদি স্বয়ং না পারে, তবে পুত্র পৌত্রাদি জ্ঞাতি কুটুম্ব আত্মীয় বন্ধু প্রভৃতি মিলিয়াও বৈরনির্য্যাতন করিবে, তবে ক্ষান্ত। এই কারণে, ভিল, মিনা সঙ্গে থাকিলে পথিককে অপরাপর ভিল মিনা আক্রমণ করিতে সাহস করে না।

ভিল ও মিনা একই জাতি, এবং পরস্পরের মধ্যে অতি সামান্য প্রভেদ আছে। তাহারা তেজীয়ান্ হিন্দু দিগের দ্বারা পরিবেষ্ঠিত ও তাহাদের সহিত সর্ব্বদা গতি বিধি থাকায় হিন্দু দেব দেবীকেও নমস্কার করে। তাহাদের প্রকৃত উপাস্য দেবতা বন্য ভূতাদি। তাহারা মনুষ্য ব্যতীত সকল জীবেরই মাংস ভক্ষণ করে। তাহাদের বিবাহ প্রণালী অতি চমৎকার। পাত্র পাত্রী স্থির হইলে আত্মীয়গণের সহিত বনে গমন করে। তখন বড় এক বৃক্ষের উপর আরোহণ পূর্ব্বক হস্ত পদ শিথিল করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে থাকে " আমি পড়ি,

আমি পড়ি" এই কথা শুনিয়া কন্যা উত্তর করিবে "তুমি পড়িবে। কেন আমি তোমাকে শ্রম করিয়া ভরণ পোষণ করিব"। তদনন্তর শাতবার প্রদক্ষিণ করা হইলেই উক্ত কার্য্য সমাধা হইয়া যায়।

যদ্রূপ পূর্ব্বে অনুমান করা গিয়াছে যে গোণ্ড প্রভৃতি দাক্ষিণাত্য বাসী জাতিকে প্রাচীন হিন্দু রাক্ষস বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, তদ্রূপ ইহাও স্পষ্টরূপে প্রতীত হয় যে, ভিল ওমিনা দিগকে অসুর অথবা দৈত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সংকালীন হিন্দুরা উত্তরাখণ্ড হইতে ব্যাপ্ত হইতে আরম্ভ করেন, তখন এই সকল বিকটাকার ভীষণ ভাবাপন্ন অসভ্য এবং দুর্দ্দান্ত ও রূঢ়স্বভাব লোক দিগের সহিত তাহাদের বিষম বিরোধ উপস্থিত হয়। বোধহয় ইহাদিগকে বিশিষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিবার নিমিত্ত অসুর নামে খ্যাত করিয়াছিল। অনেক দিন পর্য্যন্ত তুমূল সংগ্রাম হইয়া পরিশেষে অসুরেরা পরাভূত হয়, এবং যদিও ক্রমশঃ অল্পে অল্পে ইহারা হিন্দুদের বশীভূত হইয়া পড়িয়াছিল, তথাপি ইহারা কখনও সম্পূর্ণরূপে অধীনস্থ হয় নাই। স্থানে স্থানে অসুরেরা ক্রমাগতই স্বাধীন ছিল। শুম্ভ নিশুম্ভ প্রভৃতি দৈত্যগণ এই জাতীয় বলিয়াই বোধ হয়। মথুরা নগর দৈত্য

দিগের একটী প্রধান রাজধানী, রাম রাবণের সময়ে মধুনামে একজন প্রবল দৈত্যরাজ ছিল। এমন যে দুর্দ্ধর্ষ ও প্রচণ্ড প্রতাপ রাবণ, তাহারও ভগ্নীকে ঐ অসুরপতি হরণ করিয়া আনিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের মাতুলও একজন ভয়ানক দুর্দ্দান্ত অসুর ছিল। কংশাসুরের কথা সকলেরই বিদিত আছে। যাহাহউক ইহাদ্বারা আরও প্রতিপন্ন হইতেছে যে পূর্ব্বকালে এই সুরাসুরদিগের মধ্যে বিবাহাদি চলিত ছিল। কংশ রাজার সহিত মগধাধিপতি জরাসন্ধের কন্যার পরিণয়, হয় এবং কংশ ভগ্নী দেবকীর সহিত বসুদেবের বিবাহ হয়। রাজা যুধিষ্ঠিরের সময়েও অনুশাল্ল; নামে এক জন মহা বিক্রমশালী দৈত্যপতি হইয়াছিল। কিয়দ্দিন পূর্ব্বে যখন যবনেরা আমাদের দেশ অধিকার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল তখন পর্য্যন্ত দৈত্য অর্থাৎ ভিল এবং মিনা দিগের রাজ্য স্থানে স্থানে বর্ত্তমান ছিল। এক্ষণ যদিও রাজপুত্রদিগের অধীন হইয়াছে। তথাপি ইহাদের স্বাতন্ত্র্য ভাব লুপ্ত হয় নাই কিন্তু বিবেচনা হয়, যে রাক্ষস এবং অসুর দিগকে বশীভূত এবং হিন্দুদিগের সহিত একত্রীভূত করিতে দেবতারা ও সমর্থ হন নাই এবং যাহারা এতাবৎ

কাল হিন্দুদিগের পুরোভাগে থাকিয়া সর্ব্বতো ভাবে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছে, বুঝি ইংরেজ বাহাদুরেরা তাহাদিগকে হিন্দু করিয়া দিয়া যান।

শাঁওতাল, কোল, গোণ্ড, ভিল ও মিনা, এই সকল আরণ্য জাতি যে সমবংশীয়, আর পূর্ব্বকালে যে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে মিল ও গতিবিধি ছিল তাহা বিলক্ষণ অনুভব হয়। যদিও ইহারা এক্ষণে বহু দূরে পরস্পর সম্পূর্ণরূপ বিচ্ছিন্ন ভাবে বিক্ষিপ্ত আছে, তথাচ ইহাদের আচার ব্যবহার ও ভাষার অনেক ঐক্যতা দেখা যায়। 'মাঝি' এই মর্য্যাদা বাচক পদটী সাধারণতঃ প্রযোজ্য। ব্যবসায় এবং বৃত্তি সকলেরই সমান। শরীরের অবয়ব এবং বর্ণ অভেদ। উপরান্ত সকলেই ধনুর্দ্ধারী। অতএব পুরাকালে ইহারা যে এক জাতীয় ছিল তাহা নিঃসংশয় অনুমান করিতে পারা যায়

ইহারা পশুবৎ অসভ্য বটে এবং নিতান্ত অজ্ঞানাচ্ছন্ন বিমূঢ়ও বটে, তথাপি ইহাদের মধ্যে এমন অনেক প্রকৃত মনুষ্যোচিত উৎকৃষ্ট গুণ আছে, যাহা সভ্যতাভিমানী প্রগল্‌ভ স্বভাব গর্ব্বিত জাতিদিগের মধ্যে দৃষ্টি গোচর হওয়া সমূহ দুর্লভ। শঠতা, অনৃতবাদ, বিদ্বেষ, অনৈক্যতা বিশ্বাসঘাতকতা, কৃতঘ্নতা প্রভৃতি যাবতীয় সভ্য জাতির অলঙ্কার

স্বরূপ, নিকৃষ্ট বৃত্তি ইহাদের মধ্যে অত্যন্ত বিরল. ইহাদের স্বভাবগত আর একটী অনন্যসাধারণ গুণ আছে অর্থাৎ ইহাদেব রাজভক্তি অতি প্রগাঢ়। রাজার প্রতি অনুরাগের কারণ অনুসন্ধান করিলে এইপ্রকার অনুভব হয়। যাঁহারা ইহাদের উপর আধিপত্য করিয়া আসিয়াছেন তাঁহারা ইহাদের বহুদিনের অধীশ্বর। দ্বিতীয়তঃ সকল রাজাই ইহাদের প্রতি বাৎসল্য প্রদর্শন করিয়াছেন। যে হেতুক এই দুঃখী অথচ সাহসী প্রজাদিগকে নিষ্পীড়ন করিলে ক্ষতি ব্যতীত লাভের কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিলনা। প্রত্যুত ইহাদের প্রতি প্রীতিকর ব্যবহার দ্বারা অনুকূল রাখিলে রাজ্য রক্ষার পক্ষে বিশেষ উপকার দর্শিত এবং ইহাদের সহায়তায় অন্যান্য অনেক কার্য্যও সাধিত হইত। এই রূপে রাজার প্রতি বদ্ধমূল মমতা জন্মিয়া তাহা ভক্তি রূপে পরিণত হইয়াছে।

এক্ষণে আমাদিগের প্রকৃত প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হই। শুক্রবার তাবৎ দিবাভাগ ভাগলপুরে অবস্থিতি করা হইল। ভাগলপুর একটী সামান্য নগর। তন্মধ্যে চারুদর্শন অট্টালিকাও নাই অথবা বাণিজ্য বহুল আপন শ্রেণী ও নাই, রথ্যাগুলি ভয়ানক ধূসর সমাকীর্ণ। তাবৎ গৃহই অতি সঙ্কীর্ণ, দেখিবারও

সৌষ্ঠব নাই এবং বাস করিবারও সুখোপযোগী নহে জৈন ধর্ম্মাবলম্বী লোকেরা নিশা কালে আহারাদি করেনা, যেহেতুক অন্ধকারে কীটাদি জীব ভক্ষ দ্রব্যে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিবার এবং উদরস্থ হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই সকলেরই ভোজন সমাপন হইল। তদনন্তর সকলে ক্রমশঃ ষ্টেসনে আসিয়া গাড়িতে আরোহণ করিতে লাগিল। রাত্রি দশটার পর পশ্চিম গামী মন্দ গতি বাষ্পীয়যান আসিয়া আমাদিগকে লইয়া ধাবিত হইল। তখন ভগবতী রজনীকান্ত বিরহে ম্লানভাবে তমসাচ্ছন্ন হইয়া ছিলেন না। নিশানাথ উদয় হইয়া তদীয় শুধাংশু বিকীরণ করিতে ছিলেন। কিন্তু প্রিয়তমের বিলম্ব সমাগমে যামিনী অভিমান ভরে স্বীয় কমনীয় কান্তির সুচারু শোভা সম্যক্‌রূপে ধারণ করিলেননা, কিঞ্চিৎ ম্রিয়মাণা রহিলেন। তাহাঁর তাদৃশ মালিন্য বশতঃ আমরাও প্রকৃতির প্রিয়দর্শন সৌন্দর্য্য সুস্পষ্টরূপে অবলোকন করিতে অসক্ত হওয়ায় দৃষ্টি সুখে বঞ্চিত হইলাম, এবং কিয়ৎক্ষণ গাড়ির অলিন্দে দণ্ডায়মান্ থাকিয়া ক্ষুণ্ণ চিত্তে অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া উপবেশন করিলাম। গাড়ি খানি আমাদিগের সমভিব্যাহারী লোকে পরিপূর্ণ সুতরাং আরাম পূর্ব্বক শয়ন

করিব এমন স্থলাভাব। তদবস্থায় নিদ্রার গাঢ় আবেশে বিহ্বল না হইলে আর শয়ন করিবার ইচ্ছাও হয়না। পরন্তু লোক দিগের কলরব এবং উদ্ধত স্বভাব, সিপাহিদিগের গোল যোগ ইত্যাদি কারণে নিদ্রা বেশও হইলনা। বসিয়া বসিয়া বাবু দিগের সহিত কথোপকথন করিতে ও সিপাহি দিগের দোহা আলোচনা শুনিতে লাগিলাম। ঘণ্টা ক্ষণেক কাল ভ্রমণ করিয়া আমরা ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের প্রসিদ্ধ ষ্টেশন জামাল পুরের সমীপ-বর্ত্তী হইলাম। এপর্য্যন্ত লৌহ বর্ত্ম ক্রমাগত সমভূমির উপর দিয়া আসিয়াছে। কেবল মধ্যে মধ্যে নদীর উপর সেতু নির্ম্মাণ করিতে হইয়াছে। কিন্তু এই স্থানে আর একটা নূতন অদ্ভুত কার্য্য সমাধা করিয়া রাস্তা লইয়া যাইতে হইয়াছে। একটা পাহাড়ের ভিতর দিয়া সুড়ঙ্গ কাটিয়া তন্মধ্য দিয়া রথ্যানির্গত করিতে হইয়াছে। এই সুড়ঙ্গ পার হইয়া কিয়ৎক্ষণ পরে বাষ্পীয় যান জামালপুরে উপস্থিত হইল। তখন রজনী দ্বিতীয় যাম বিগত হইয়া তৃতীয়েতে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। জামাল পুর একটী প্রধান এবং প্রকাণ্ড ষ্টেসন। এই স্থানে রেলও-য়ের বানিজ্যাধ্যক্ষ, কলাধ্যক্ষ প্রভৃতি বড় বড় কর্ম্ম চারীগণ অবস্থিতি করেন। তৎকালে জামালপুরে

যাত্রীগণকে টিকিট পরিবর্ত্তন করিতে হইত। সুতরাং বাষ্পীয়যান অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তথায় অবস্থিতি করিত। আমরা গাড়ি হইতে অবরোহণ করিয়া প্লাটফরমে বিচরণ করিতে লাগিলাম। তখন, একে শরদিন্দুর মরীচি মালায়, দিঙ্মণ্ডল বিকশিত, তদুপরি ষ্টেশনের অভ্যন্তরে রেলওয়ের তেজঃপুঞ্জ দীপাবলি প্রজ্জ্বলিত থাকায় সেই স্থানটী বিমলপ্রভায় প্রতিভাত হইতেছিল। এবং তৎকালে যখন মেদিনী সর্ব্বত্র সুষুপ্ত এবং মৃত প্রায় নিবিড় নিস্তব্ধ, তখন এই স্থানে সিত এবং অসিত উভয় বিধ লোকই মহা ব্যস্ত হইয়া আপন আপন কর্ম্ম একান্ত সত্বর হইয়া সমাধা করিতেছে। কেহ বেগে চলিয়া যাইতেছে, কেহ ব্যগ্র ভাবে আপন দ্রব্য সামগ্রী লইয়া আসিতেছে, কেহ টিকিট লইবার নিমিত্ত ঊর্দ্ধ শ্বাসে ধাব মান্ হই-তেছে; কুলিগণ হস্তাকৃষ্ট গাড়িযোগে ঘর ঘর শব্দে যাত্রীদিগের সিন্দুক মঞ্জুষাদি লইয়া আসিতেছে; এতৎসমুদায় কর্ম্মিষ্ঠতা পূর্ণ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিলে হৃদয় কন্দর শোণিতাধার উচ্ছলিত হইয়া উঠে, এবং নিতান্ত দীর্ঘ সূত্র আলস্য পরবশ শয়ন প্রিয় বিলাসী ব্যক্তিরও হস্ত পদ চেষ্টাবান হইয়া উদ্ধর্ষিত হইতে থাকে।

কিয়ৎক্ষণ পরে অশ্ব ও সারথী পরিবর্ত্তিত হইল। নূতন সারথী তুরঙ্গ যোজনা পূর্ব্বক যথা সময়ে রথ চালাইয়া দিল। সেই নিশীথ সময়ে যখন সকল প্রাণী সুষুপ্তিগত এবং নিখিল ভূমণ্ডল জীবশূন্যের ন্যায় নিস্তব্ধ, যখন কেবল নির্ঝর জলপ্রপাত ও স্রোত স্বতীর শব্দ মাত্র কর্ণগোচর হয় তখন মন্দ মন্দ বেগে রথ ধাবিত হইল, এবং তাহার লৌহময় চক্র চয় ঘর্ষণে দূরশ্রুত নিরবচ্ছিন্ন ঘোরমেঘনাদসদৃশ নিবিড় নির্ঘোষ উৎপাদিত হইতে লাগিল।

ক্রমে রজনী প্রভাতা হইলেন, এবং দিনমণি স্বীয় প্রভা বিকীরণ করিয়া পৃথিবীকে জ্যোতির্ম্ময় করিলেন। আমরা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক মুখ প্রক্ষালন করিয়া গাড়ির অলিন্দে দণ্ডায়মান হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলাম। তদনন্তর অনতি বিলম্বে বাষ্পীয়যান বানিজ্য প্রধান পাটনা নগরে উপনীত হইল। এই স্থানে আমরা সকলে অবরোহণ করিলাম। যাহারা জৈন ধর্ম্মাবলম্বী তাঁহারা সকলেই পাওয়াপুরি দর্শন করিতে গেলেন। পাওয়াপুরি পাটনা নগর হইতে প্রায় দুই ক্রোশ ব্যবধানে স্থিত। ঐ স্থানে জৈন দিগের চতুর্ব্বিংশ তীর্থঙ্কর মহাবীরস্বামী জন্ম ও দীক্ষা গ্রহণ করেন

এবং দেহ ত্যাগ করিয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হন। এতন্নি-বন্ধন ইহা মহাপুণ্যধাম বলিয়া পরিগণিত; এবং বর্ষে বর্ষে শত সহস্র যাত্রী আসিয়া দর্শন করিয়া যায়।

পাটনা নগর বেহার দেশের রাজধানী। অনেকে অনুমান করেন যে প্রসিদ্ধ পাটলি পুত্র নগর এই স্থানে অথবা ইহার সন্নিধানে অবস্থিত ছিল। বেহার পূর্ব্বতন কালে মগধ দেশ নামে অভিহিত ছিল। মগধ অতীব প্রাচীন রাজ্য। রামায়ণে উক্ত আছে সুমাগধি নাম্নী নদী হইতে এইদেশের নাম মগধ হইয়াছিল। কথিত আছে এই দেশে পাঁচটী পর্ব্বত আছে এবং ঐ সুমাগধি নদী সেই পাঁচ পর্ব্বতকে বেষ্টন করিয়া আসিয়াছে। কোন নদীকে উদ্দেশ করিয়া ঐ নামে উক্ত হইয়াছে তাহার নিশ্চয় নির্দ্ধারণ করা কঠিন। অনুমান হয় শোণভদ্র নদীকে লক্ষ্য করিয়া ঐ কথা বলিয়া থাকিবে। অতিপুরাকাল অবধি মগধ রাজ্যে তিন প্রধান বংশীয় রাজারা রাজত্ব করিয়াছিলেন। প্রথমে চন্দ্রবংশীয়, তদনন্তর নন্দবংশীয় এবং পরিশেষে অন্ধ্রক বংশীয়। চন্দ্রবংশীয় রাজাদিগের সময়ে কোথা রাজধানী ছিল তাহার স্থিরতা নাই। বোধহয় মুঙ্গের অথবা তৎ সন্নিকর্ষে ছিল। শেষোক্ত দুই

রাজ বংশের অধিকার কালে পাটলি পুত্র নগরের রাজধানী ছিল। চন্দ্রবংশের মধ্যে রাজা জরাসীন্ধই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকবিখ্যাত। জরাসিন্ধ মহা দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ এবং প্রবল পরাক্রান্ত ছিল। নন্দ বংশের মধ্যে চন্দ্রগুপ্ত এবং অশোক সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ নীতি কুশল, চাণক্য পণ্ডিত চন্দ্রগুপ্তের প্রধান অমাত্য ছিলেন এবং তাঁহার কৌশলেই চন্দ্রগুপ্ত রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র জন সাধারণের স্মৃতি ক্ষেত্রে চানক্যের নাম বিরাজিত রহিয়াছে, এবং কখন ও যে লুপ্ত হইবে এমন বোধ হয়না। চন্দ্রগুপ্তের সময়ে তাবৎ আর্য্যাবর্ত্ত তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল।

অশোক চন্দ্রগুপ্তের দুই পুরুষ অন্তর। তাঁহার অন্যতর নাম প্রিয়দর্শী। তিনি বোধ করি সমগ্র ভারত ভূমির সর্ব্বভৌম অধীশ্বর হইয়াছিলেন। সমুদায় আর্য্যাবর্ত্তে এবং উৎকল ও তৈলঙ্গ দেশে তাঁহার যে একাধিপত্য ছিল।, তদ্বিষয়ে ভুরি ভুরি প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। তিনি প্রথমে হিন্দুধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন এবং বিবিধ উপচারে বহু সংখ্যক জীব বলী উৎসর্গ পূর্ব্বক দেবী পূজা করিতেন। তদনন্তর রাজ্যাভিষেকের পর চতুর্থ বৎসরে

হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ পুরঃসর বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করেন এবং তাহা প্রচারার্থে যৎপরোনাস্তি প্রয়াস পান। তাঁহার কর্ত্তৃক বৌদ্ধধর্ম্মের সূত্র সকল সঙ্কলিত হয় এবং ধর্ম্ম শাসন সমস্ত যথা নিয়ম প্রতি পালিত হয়। ইয়ুরোপীয় লোকে যেমন ধর্ম্ম প্রচারার্থে মিশনরি প্রেরণ করেন তিনিও তদ্রূপ নানা দিগ্‌দেশে প্রচারক প্রেরণ করিয়া বহু জনপদ বৌদ্ধ ধর্ম্মাক্রান্ত করিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় পুত্র মহেন্দ্রকে সিংহলে প্রেরণ করেন এবং অপরাপর প্রচারককে চিন, তাতার ও অন্যান্য পশ্চিম দেশে পাঠাইয়া দেন। বিলক্ষণ বোধ হয় মিসর, গ্রিস এবং রোম রাজ্যেও বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইয়া ছিল। পাইথাগোরাশ, এরিষ্টটল প্রভৃতি প্রদর্শিত ধর্ম্মনীতি বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের সহিত অনেকাংশে একবিধ। সিদ্ধ পুরী নামে যে তীর্থ স্থানের কথা উল্লিখিত আছে, তাহা আলেক্‌জণ্ড্রিয়া, এই রূপ কেহ কেহ অনুমান করেন। বাস্তবিক এ কথাটী বড় অসঙ্গত নহে। এণ্টিয়োকাশ, টলমি, মাগাসে আলেক্‌জণ্ডর (এই আলেক্‌জণ্ডর মহাবীর আলেক্‌জণ্ডর নহে) এবং এণ্টিগোনাস্, এই সকল পশ্চিম দেশীয় ভূপতির সহিত অশোক রাজার মিত্রতা ছিল। তিনি আপন প্রজাদিগকে

ধর্ম্মোপদেশ প্রদান এবং তৎপালনে দৃঢ়ীকৃত করিবার নিমিত্ত নানা স্থানে পর্ব্বতেও কীর্ত্তিস্তম্ভে অনুশাসন পত্র উৎকীরণ পূর্ব্বক ধর্ম্মের মূল সূত্র সকল এবং তদনুসঙ্গে রাজ শাসন ও লিপি বদ্ধ করিয়াছিলেন। সেই সমস্ত অনুশাসন পত্রের অনেক অদ্যাপি বিদ্যমান্ আছে। এসিয়াটিক্ সোসাইটী এবং অপরাপর লোকের অনুসন্ধান দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছে যে অশোকরাজা প্রয়াগ মথুরা, দিল্লি, মাটিয়া, রাঢ়ীয়া, অযোধ্যার উত্তর খালসী, কটকের নিকট ধবলী, গির্ণার, এবং কাবুলের নিকট কপুরদিগিরি হইতে কিয়দ্দূরে এক স্থানে অনুশাসন পত্র উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন। অধিকন্তু এই সমস্ত অনুশাসন পত্র পর্য্যালোচনা দ্বারা ইহাও অনুভব হয় যে তৎকালে তাবৎ আর্য্যাবর্ত্তে প্রাকৃত ভাষা চলিত ছিল।

নন্দ বংশের উচ্ছেদের পর অন্ধ্র বংশীয় শূদ্রক নামা নরপতি বিখ্যাত হইয়া উঠেন। তদনন্তর ক্রমশঃ ভারতবর্ষের সকল হিন্দু রাজ্যই হীনপ্রভ এবং একে একে লয় পাইতে থাকে। বঙ্গদেশীয় পালবংশীয় রাজা কিয়দ্দিন মগধরাজ্যে আধিপত্য করিয়াছিলেন। ইহার কিছুকাল পরেই মুসলমান্ অধিকার আরম্ভ হয়।

সকলে পাওয়াপুরী হইতে প্রত্যাগমন করিলেন এবং স্নান ভোজনাদি সমাপন হইলে তদ্দিবসেই যাত্রা করা হইল। কিয়দ্দূর ভ্রমণ করিয়া আমরা ভোজপুরে প্রবেশ করিলাম। ভোজপুরিয়া দিগকে সকলেই দেখিয়াছেন এবং তাহাদের বিবরণ বিবৃত করা বাহুল্য মাত্র। ভোজপুরিয়ারা শক্ত ও দৃঢ় কায় কিন্তু মনীষাদি মানসিক বৃত্তিতে তাদৃশ তীক্ষ্ণ নহে। বদ্ধ পরিকর হইয়া লাঠি ধরিতেই বিশেষ রূপে দক্ষ। ক্রিয়ার অন্তে 'বা' শব্দ প্রয়োগ করা তাহাদের একটী প্রধান পরিচয়।

ভোজপুরের মধ্যে রেলওয়ে সংক্রান্ত ইংরাজদিগের শিল্প নৈপুন্যের এক অসাধারণ কীর্ত্তি সংস্থাপিত হইয়াছে। শোন ভদ্র নদীর উপর যে সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছেন তাহা আমাদের দেশের কথা দূরে থাকুক ইয়ুরোপ এবং আমেরিকার মধ্যেও একটী অসামান্য শিল্পকার্য্য বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য। সেতুটী যে কেবল অত্যন্ত দীর্ঘ এবং প্রকাণ্ড বলিয়াই গৌরব সূচক হইয়াছে, এমন নহে। শোণ ভদ্র নদীর কূল এবং গর্ভ অগাধ সিকতাময়। আমাদিগের বাঙ্গালী অথবা হিন্দুস্থানী শিল্প নৈপুন্যের সহায়তায় সহস্র বৎসর

অবিশ্রান্ত চেষ্টা করিলেও তাহার উপর একটী দৃঢ় সংলগ্ন স্তম্ভ সাধারণ নির্ম্মিত হইতে পারে না। ঢেঁকি, কুলো, চরকা প্রভৃতি অপূর্ব্ব যন্ত্র নির্ম্মাণ করা যাহাদের শিল্প বিদ্যার সীমা, অতলস্পর্শ বালির উপর এবং অপ্রতিহত বেগবতী স্রোতস্বতীতে ঈদৃশ দীর্ঘ এবং ভারসহ সেতু নির্ম্মাণ করা বিলাতী বুদ্ধির নিরপেক্ষ হইয়া কেবল দেশী বুদ্ধির একান্ত অনায়ত্ত ও অগোচর। সেতুটি যেমন বৃহৎ এবং কঠিন, তদনুরূপ গঠনাও অতি চমৎকার হইয়াছে। আমাদের দেশ বিপ্লুত হইয়া পুনর্ব্বার যদি অধোগত এবং অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন হয়, তবে এই সকল আশ্চর্য্য কাণ্ড অলৌকিক দেব কীর্ত্তি বলিয়া বিখ্যাত হইবে সন্দেহ নাই। যখন জগন্নাথ দেবের মুর্ত্তী এবং মন্দির বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত হইতে পারিয়াছে, তখন এমন অদ্ভুত কাণ্ড সকল তাহার প্রপিতামহের নির্ম্মিত বলিলেও সঙ্গত হইবে না।

শোণ নদী পার হইয়া আমরা যে প্রদেশে প্রবেশ করিলাম, তাহা প্রাচীন কালে সিদ্ধাশ্রম নামে প্রসিদ্ধ ছিল। বামন দেব তথা সিদ্ধ হন এই কারণে তাহা সিদ্ধাশ্রম নামে অভিহিত হইয়াছিল। প্রচণ্ড তপা রাজর্ষি বিশ্বামিত্র এই

স্থানে তপশ্চর্য্যা করিতেন। তৎকালে তাড়কা রাক্ষসী তথা বাস করিত এবং মুনিগণের যজ্ঞাদিতে বিঘ্ন পূর্ব্বক ভয়ানক উৎপাত করিত। তাহার নিপাত সাধনের মানসে বিশ্বামিত্র রাম ও লক্ষ্মণকে লইয়া আইসেন। এবং এই স্থান হইতেই তিনি স্বশিষ্য রাম লক্ষ্মণকে সমভিব্যাহারে লইয়া শোণ ও ভাগিরথী অতিক্রম করিয়া মিথিলায় সীতার স্বয়ম্বর সভায় গমন করেন। অদ্যাপি বগ্‌শরের নিকট একটী স্থান তাড়কা রাক্ষসীর অবস্থিতি স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে।

আমরা তদনন্তর কএকটী ষ্টেশন পশ্চাৎ করিয়া মোগল শরাইয়ে উপনীত হইলাম। এখান হইতে তিন ক্রোশ অন্তরে গঙ্গা পারে কাশীধাম। বারাণসী অতি প্রাচীন নগর এবং বহু জনাকীর্ণ। ইহা মহাতীর্থস্থান। প্রসিদ্ধ বাবা বিশ্বেশ্বর এই স্থানে অধিষ্ঠিত আছেন। চর্ম্ম চক্ষে দৃষ্টিগোচর হয় যে বারানসী ভূপৃষ্ঠে সংস্থিত এবং পৃথিবীর অন্যতর স্থানের সহিত ইহার কোন প্রভেদ নাই। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, ইহা মহেশ্বরের ত্রিশূ-লের উপর স্থাপিত। কাশীধামের কথা আমাদের দেশের প্রায়কাহার অবিদিত নাই সুতরাং তৎসম্ব-ন্ধে অনর্থক ব্যাপকতার প্রয়োজন নাই। কিন্তু

একটি কথা না বলিলে মনের ক্ষোভ নিবারণ হয় না। কাশীর মধ্যে মান মন্দির নামে যে অট্টালিকা আছে তাহা দৃষ্টি করা ভ্রমণকারী দিগের নিতান্ত কর্ত্তব্য। এই যন্ত্রশালা জয়পুর পতি মান সিংহের প্রতিষ্ঠিত। ইহার মধ্যে জ্যোতিষ গণনোপযোগী অঙ্কিত চক্র এবং অর্দ্ধচক্র প্রভৃতি অত্যদ্ভুত শিল্প কৌশল এবং জ্ঞান সমন্বিত যন্ত্রাদি আছে। শুদ্ধ কেবল তৎসমুদায় নিরীক্ষণ করিলেই বিলক্ষণ হৃদ্বোধ হইবে যে ভারতবর্ষে পুরাকালে বিজ্ঞান শাস্ত্রের কতদূর আলোচনা হইয়াছিল।

আমরা মোগল সরাই পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাবৎ রাত্রি পর্য্যটন করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে প্রয়াগ ধামে উত্তরিলাম। এলাহাবাদে যমুনার উপর যে সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে তাহা শোণভদ্রের সেতুর কনিষ্ঠ বলিতে হইবে। কিন্তু ইহার গঠন সৌষ্ঠব ও স্থানের সৌন্দর্য্য বশতঃ এবং ইহা বিবিধ রাগে রঞ্জিত করায় দেখিতে অতি চমৎকার এবং পরম রমণীয় হইয়াছে। সায়ংকালের পূর্ব্বে যখন দিনকরের প্রখর করের সমতা হইয়া যায়, সেই সময়ে ঐ সেতুর উপর বিচরণ করিলে, যমুনার জীবন স্পৃষ্ট সুশীতল সমীরণ সেবনে এবং সেতুর অপূর্ব্ব শোভা, নদীর জলহিল্লোল ও ইতস্ততঃ

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বিলোকনে, শরীর পুলকিত ও চিত্ত প্রসন্ন হয় এবং হৃৎকমল বিকসিত হইয়া অন্তঃকরণ প্রফুল্ল ও প্রশান্ত ভাব ধারণ করে।

তীর্থ সম্বন্ধে প্রয়াগ অন্য কোন স্থান হইতে অধঃকক্ষ নহে। গঙ্গা এবং যমুনার সংযোগ স্থানে অবগাহন করা মহা ফলোপধায়ক বলিয়া গণ্য। শাস্ত্রমতে বিবেচনা করিলে প্রয়াগ স্নান মাহাত্ম্যের পরিসীমা নাই। ঐ জলে নিমজ্জন করিলে অমনই সকল পাপ প্রক্ষালিত হইয়া যায়। যাহা হউক এমন অদ্ভুত ধর্ম্ম এমন অবোধ বিশ্বাস এবং এমন দৃঢ় সংস্কার ভূমণ্ডলের আর কোন দেশে কোন লোকের মধ্যে নাই। এই অজ্ঞান বিমুগ্ধ কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া ভারত বর্ষের একান্ত সীমা হইতে শত সহস্র হিন্দু প্রাণপনে, যৎপরোনাস্তি কষ্ট সহ্য করিয়া এবং অনেকে যথাসর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়াও এই স্থানে উপস্থিত হয়। ভাল! এত ক্লেশ এত ব্যয় এবং এমন যে অপুনঃপ্রাপণীয় জীবন রত্ন তাহাও হয়ত অপঘাতে এবং অকালে কৃতান্ত তস্কর অপহরণ করিয়া লয়, ভাল, এবম্বিধ দুঃখ ও ক্ষতি সহ্য করিবার বাস্তবিক কারণ কি? কারণ ত আর কিছুই দেখা যায় না কেবল কেশ মুণ্ডণ করিয়া নদী বিশেষে স্নান করা। ধন্য এই

দেশের লোক। ধন্য দুই প্রকারে; প্রথমতঃ যাহারা এই রূপ স্পষ্ট ভ্রমাত্মক সংস্কার সমূহ সৃষ্টি করিয়া তদ্দ্বারা কোটি কোটি লোককে মোহ শৃঙ্খলে অচ্ছেদ্যরূপ বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে তাহারা ধন্য এবং দ্বিতীয়তঃ এই যে কোটি কোটি লোক চিরন্তন কালাবধি ঐ প্রকার ভ্রান্তি নিগড়ে আবদ্ধ থাকিয়া সহস্র বিধায়ে অসুখ ও দুঃখ পাইতেছে, অথচ তাদৃশ সংস্কার হইতে অদ্যাপি মুক্ত হইতে পারিল না, সুতরাং তাহারা আরাও ধন্য।

ত্রিবেণীর উপরেই এলাহাবাদের দুর্গ। ইহা আকবর বাদসাহ কর্ত্তৃক রচিত হয়। দুর্গমধ্যে চালিশ সাতুন, নামে একটি রমণীয় প্রাসাদ নির্ম্মিত আছে তাহা চল্লিষটী স্তম্ভের উপর সংস্থাপিত, তন্নিবন্ধন চালিশ সাতুন নামে বিখ্যাত। এই উত্তুঙ্গ অট্টালিকা বায়ু সেবনার্থ এবং তদুপরি হইতে কালিন্দিজল কল্লোল বিলোকনার্থে নির্ম্মিত হয়। এলাহাবাদের দুর্গ দ্বারা গঙ্গা ও যমুনার পথ উত্তম রূপে রক্ষিত হইতেছে।

রবিবার প্রাতঃকালে আমরা জবলপুরের গাড়িতে আরোহণ পূর্ব্বক এলাহাবাদ হইতে প্রস্থান করিলাম। এলাহাবাদ হইতে জবলপুর

পর্য্যন্ত লৌহ মার্গ ক্রমাগত প্রান্তর মধ্য দিয়া প্রসারিত হইয়াছে। ইহার পার্শ্বে কোন স্থানে প্রায় একটীও নগর কিম্বা গণ্ড গ্রাম নাই। দুই দিকেই কেবল নিরবচ্ছিন্ন মাঠ তাহার অধিকাংশই অকৃষ্ট পর্ব্বত ময় এবং আরণ্য বৃক্ষব্যাপ্ত মরুভূমি, জলাভাবে নিবিড় বনও হইতে পারে নাই। এইবর্ম অনেক দূর পর্য্যন্ত বান্দেল খণ্ড এবং বাঘেল খণ্ডে পড়িয়াছে। রেলওয়ের উভয় পার্শ্বস্থ প্রকৃতি এমনই কুরূপা ও বন্ধুরাকৃত যে নয়ন যুগল কৌতূহলাক্রান্ত মানস কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইলেও দর্শন কার্য্যে বিরত হইতে লাগিল। কেবল স্থানে স্থানে সমুদ্রোত্থিত উত্তাল তরঙ্গ মালার আকারে নীরস অনুচ্ছেদ পরিশোভিত শৈল রাজি, লোল স্বভাব লোচন যুগ্মের পলকান্তর বিচলন হেতুক দৃষ্টি গোচর হওয়ায় সেই এক প্রকার রৌদ্র ভাবাপন্ন নৈসর্গিক শোভায় উন্মাদিনা কৌতুহলির কথঞ্চিৎ তৃপ্তি হইল। কিন্তু এই দেশ নানা পৌরাণিক ঘটনার কার্য্য ভূমি। বন্দেল খণ্ড মধ্যে প্রাচীন কালে চণ্ডাল রাজা ছিল। মহা বিখ্যাত কালিঞ্জর নগর এই রাজ্যের রাজধানী! প্রাচীন হিন্দুরা এই দেশটীকে অত্যন্ত ঘৃণ্য বোধ করিতেন। পুরাণের অনেক স্থানে নির্দ্দিষ্ট আছে যে কালিঞ্জরের

রাজা হওয়া মহা পাতকের দণ্ড স্বরূপ। কালিঞ্জরের পার্ব্বতীয় দুর্গ অতিশয় দৃঢ়। এখানে সময়ে সময়ে মহা তুমুল সংগ্রাম হইয়া গিয়াছে। আদিম কালাবধি পৃথিবীতে যত নগর সংস্থাপিত হইয়াছে বোধ হয় তন্মধ্যে কোন নগর কালিঞ্জরের তুল্য দীর্ঘ কাল এক রাজ্যের রাজধানী স্বরূপ অবস্থিতি করিতে পারে নাই। অতি প্রাচীনকালাবধি কিয়দ্দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইহা অবছিন্ন ভাবে এক পরাক্রান্ত রাষ্ট্রের রাজধানী ছিল। রামচন্দ্রের সময়ে চণ্ডাল রাজ্য বহু দূর বিস্তৃত ছিল। গুহক চণ্ডাল গঙ্গার উত্তর কূলে রাজত্ব করিত রামচন্দ্রের সহিত তাঁহার মিত্রতা হয়। এবং বনে গমন ও তথা হইতে প্রত্যাগমন কালে তাঁহার আলয়ে অবস্থিতি ও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছিলেন। গিজনী পতি মহম্মদের সময়েও কালিঞ্জর নগরে একজন মহা বিক্রমশালী ভূপতি ছিলেন। অধিকন্তু ইহাও অনুমান হয় যে ভারতবর্ষের মধ্যে কালিঞ্জর কাণ্যকুব্জ, মাহেশ্বরী এবং অযোধ্যার ন্যায় প্রাচীন নগর ভূমণ্ডলে আর অতি অল্পই বিদ্যমান আছে।

এই প্রদেশে যে অরণ্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা পূর্ব্ব কালে অধিকতর নিবিড় ছিল। এবং

বোধ হয় জলাশয়েরও অপেক্ষাকৃত প্রাচুর্য্য ছিল যেহেতুক পৌরাণিক গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে এই সকল কানন মধ্যে হস্ত্যাদি বৃহৎ বৃহৎ জীব জন্তু অপর্য্যাপ্ত রূপে থাকিত। এই অরণ্য গঙ্গা ও যমুনার তট পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পুরাকালে বিস্তর মুনি ঋষি এই স্থানে তপস্যা করিতেন প্রয়াগে ভারদ্বাজ মুনির আশ্রম ছিল। এই তপোবন মুনি পুঙ্গব কবি কুলপতি ভগবান বাল্মীকির শাসনাধীন ছিল তথা রামচন্দ্র তদীয় অন্তর্বত্নী মহিলা মৈথীলিকে বন বাসে প্রেরণ করেন, এবং তিনি ও তাঁহার পুত্র দ্বয় ঐ বাল্মীকির আশ্রমে আশ্রিতও প্রতি পালিত হন। কিয়দ্দুরেই চিত্রকুট পর্ব্বত। তাহা মাকুণ্ডি নামক ষ্টেশন হইতে অনতিদূরে অবস্থিত এই স্থানে বাল্মীকি ও অন্যান্য মুনি ঋষগণ তপস্যা করিতেন। প্রথিত আছে এখানেও রাক্ষস দিগের দৌরাত্ম্য ছিল রামচন্দ্র বনে গমন কালে চিত্রকুট পর্ব্বতে কএক দিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন; এবং তথায় ভারত আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং পিতৃ বিয়োগ বার্ত্তা শ্রবণ করাইয়া প্রত্যাগমনের নিমিত্ত বিস্তর অনুরোধ করেন। তদনন্তর রামচন্দ্র চিত্রকুটের পার্শ্বস্থিত ফাল্গু নদীর তটে পিতৃ শ্রাদ্ধ সমাপন করেন.

এই সমস্ত বিবরণ রামায়ণের জগদ্বিখ্যাত সুধাসিক্ত কাব্যে অতি সুললিত এবং অবিনশ্বর রূপে কীর্ত্তিত আছে।

চিত্র কুট পর্ব্বতের নিকটে টংসা নামে একটী নদী আছে। কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন যে ঐ নদীই পূর্ব্ব কালে তমসা নামে আখ্যাত ছিল। এবং তত্তীরেই আদি কবির কবিত্বশক্তি সমুদ্ভূত হয়। অত্যন্ত কৌতুকাবিষ্ট হওয়ায় রামায়ণের সেই স্থানটী উদ্ধৃত করিলাম।

আদিকাণ্ড ২য় সর্গ।

সমুহূর্ত্তং গতে তস্মিন্ দেব লোকায় নারদে।
জগাম তমসা তীরং বাল্মীকি মুনি সত্তমঃ॥
সপূতং তীর্থমাসাদ্য তমসায়া মহামুনিঃ।
শিষ্যমাহ স্থিতং পার্শ্বে দৃষ্ট্বা তীর্থ মকর্দ্দমং॥
নিঃশর্করমিদং তীর্থং ভারদ্বাজ নিশাময়।
পুন্যং চৈব প্রসন্নংচ সজ্জনানাং যথা মনঃ॥
ইদং তীর্থং সমং সৌম্যং সুজলং সূক্ষ্ম বালুকং।
অস্মিন্নে বাবগাহিষ্যে তীর্থেঽহং তমসাজলং।
বল্কলং ত্বমিহাদায় শীঘ্র মেহ্যাশ্রমাৎ পুনঃ।
যথা কালাত্যয়ো নস্যাৎ তথা সাধু বিধিয়তাং।
স গুরোর্ব্বচনা চ্ছিত্ত্র মাগম্য পুনরাশ্রমাৎ।
আনীয় বল্কলং তস্মৈ গুরবেপ্রং বেদয়ৎ।

স শিষ্য হস্তাদাদায় পরিধায়চ বল্কলং।
অবগাহ্য জলং স্নাত্বা জপ্যং জপ্যংচ বাগ্যতঃ।
তর্পয়িত্বাচ বিধিবৎ তোয়েন পিতৃ দেবতাঃ।
নিরীক্ষমাণো বাচরৎ সর্ব্বতস্তমসা বনং।
ততঃস তমসা তীরে বিচরন্ত মভীতবৎ।
দদর্শ ক্রৌঞ্চয়োস্তত্র মিথুনং চারুদর্শনং॥
তস্মাচ্চ মিথুনাদেক মাগত্যানুপলক্ষিতঃ।
জঘ্ন বদ্ধানুশয়ো নিষাদোমুনি সন্নিধৌ॥
তং শোণিত পরিতাঙ্গং চেষ্টমানং মহীতলে।
দৃষ্টা ক্রৌঞ্চরু রোদার্ত্তা করুণং খে পরিভ্রম॥
তং তথা নিহতং দৃষ্টা নিষাদেনাণ্ডজং বনে।
মুনেঃ শিষ্য সহাস্য কারুণ্যং সমজায়ত॥
ততঃ করুণ বেদিত্বাদ্ধর্ম্মাত্মাস দ্বিজোত্তম।
নিশম্য করুণং ক্রৌঞ্চীং রুদন্তীং তাংক্ষগাবিদ॥
"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাস্ত মগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
"যং ক্রৌঞ্চ মিথুনাদেক মবধীঃ কামমোহিতং॥

নিষাদ কর্ত্তৃক ক্রৌঞ্চ মিথুনের পুমান্‌টী হত হওয়ায় ক্রৌঞ্চীকে অত্যন্ত আর্ত্তনাদ করিতে দেখিয়া করুণ হৃদয় বাল্মীকি মুনি সমবেদনায় ব্যথিত হইলেন এবং সহসা তাঁহার কাব্যসুধা নিধান রসনা হইতে ঐসর্ব্ব পরিশিষ্ট শ্লোকটী বিগলিত হইল। কথিত আছে যে এই তাঁহার কবিত্ব শক্তির সম্ভব এবং শ্লোকের সৃষ্টি।

লৌহ বর্ত্মের পুর্ব্বদিকে রিমা। ইহাপুর্ব্বকালে চেদি রাজ্য বলিয়া বিখ্যাত ছিল। আবাল বৃদ্ধ বণিতা জ্ঞাত দামঘোষ নন্দন শিশুপাল এই দেশের অধীশ্বর ছিলেন। তিনি নন্দদুলাল কানাই লালের পিতৃস্বশৃয়। কিন্তু পরস্পরের কিছু মাত্র সম্প্রীতি ছিল না। বিশেষতঃ রুক্মিণীর পাণিগ্রহণার্থে উভয়ে প্রতিদ্বন্দী হইয়া শিশুপাল অকৃতকার্য্য হওয়ায় তিনি যাদব দিগের প্রতি জাতক্রোধ হইয়াছিলেন।

চেদি দেশে আর একটী অতি প্রসিদ্ধ পৌরাণিক ঘটনা ঘটিয়াছিল। নৈষধাধীশ্বর পুণ্যশ্লোক নল রাজা অক্ষ ক্রীড়ায় পরাস্ত হইয়া প্রতিজ্ঞানুসারে রাজ্য দেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনে গমন করেন। তদীয় ললনা স্বধর্ম্মপরায়ণা পতিপ্রাণা দময়ন্তী তাঁহার অনুসারিণী হন তাহারা বনে বনে পর্য্যটন করিতে করিতে ক্রমে চেদি দেশের সমীপবর্ত্তী হন। এমন সময়ে নলরাজা নিরুপায়া দময়ন্তীকে বিজন মধ্যে একাকিনী পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করেন। তখন কান্ত বিযোগ বিধুরা শোক ভয় বিহবলা সেই অন্তঃপুর বাসিনী রাজবালা গহন কাননে আর্ত্তনাদ পূর্ব্বক হৃদয় বল্লভের অন্বেষণে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে এক বণিক সম্প্রদা

য়ের সমীপে উপনীত হন, এবং তাহাদের আশ্রয়ে ও সমভিব্যাহারে চেদি নগরে উপনীত হইয়া ভূপতির ভবনে সৈরিন্ধ্রী রূপে বাস করেন। তৎকালে এই দেশে সুবাহু নামে রাজা ছিলেন। তন্নিমিত্ত চেদিপুর সুবাহু নগর নামে উক্ত আছে। রাজমাতা দময়ন্তীর মাতৃস্বসা ছিলেন, কিন্তু পরস্পর পরিচিত ছিলেন না এই সমস্ত বিবিরণ নল উপাখ্যানে অতি মধুর ভাবে পরিভাষিত আছে

বন্দেলখণ্ড এবং বাঘেলখণ্ড দেশের ভূমি যেমন শিলাময় ও নীরস তদ্রূপ অধিবাসী মনুষ্যগণও অতিশয় দৃঢ়কায়। তাহারা মেদস্পূরিত শরীর ভারে পীড়ত নহে। বিলক্ষণ সাহসী সমরানুরাগী এবং তেজস্বী। তাহাদের আকার এবং বেশ ভূষা অনুগঙ্গ দেশীয় লোকদিগের হইতে অনেক বিভিন্ন। বন্দেলখণ্ডের কিয়দংশ ইংরেজ রাজ্য সংযুক্ত। এবং অপরাংশ কএকটি ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত বাঘেল খণ্ডের অধিকাংশ রিমারাজ্যের অধীন। সুপ্রসিদ্ধ হীরক রত্নাকর পান্না নগর বন্দেল খণ্ডের মধ্যে অধিষ্ঠিত।

অনন্তর আমরা দুরব্যবহিত কুটীর সমন্বিত ক্ষুদ্র পল্লী বিক্ষিপ্ত বিজন মধ্যে দিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। মধ্যাহ্ন কালে যখন আদিত্য দেব

রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভয়োৎকণ্ঠিতা বসুধার প্রতি কোপ দৃষ্টির সহিত নিরীক্ষণ করিতে ছিলেন, সেই সময়ে বাষ্পীয় রথ সাটনা নামক ষ্টেসনে উপনীত হইল, এই স্থানে আরোহী গণের জলপান ইত্যাদি নিমিত্ত এবং সারথী অশ্ব পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত রথ কিয়ৎক্ষণ অবস্থিতি করে। আমরাও সেই অবসরে যান হইতে নামিয়া তাড়াতাড়ি আহারাদি করিয়া লইলাম। তদনন্তর নব নায়ক নবাশ্ব যোজনাপূর্ব্বক রথ চালাইয়া দিল। রথ অপূর্ব্বনির্ব্বিশেষ প্রান্তর মধ্য দিয়া প্রধাবিত হইল। তাবদ্দিবস ভ্রমণ করিয়া কেবল মাইহিয়ার নামে একটী অতিক্ষুদ্র নগর প্রত্যক্ষীভূত হইল। রাত্রি ৮ টার সময় আমরা জব্বল পুরে উপনীত হইলাম। পূর্ব্বে সংবাদ থাকায়, জব্বলপুর দেশীয় প্রধান প্রধান বণিক গণ রায় বাহাদুরকে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত ষ্টেসনে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা সকলকে যথোচিত সম্মাদর পূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট আবাসে লইয়া গেলেন। কোন বিশেষ কার্য্যনিবন্ধন আমাকে ষ্টেশনের সন্নিহিত পান্থশালায় অবস্থিতি করিতে হইল। পান্থনিবাসের রূপ ও অবস্থা দেখিয়া একেবারে চিত্ত স্থির হইয়াগেল। আহা! তাহার কি অপরূপ

গঠন আর কতইবা পরিষ্কার। গো মহিষ ও তথা থাকিতে বিতৃষ্ণ হয়। তাহা যে মনুষ্যাবাসোপযোগী এবং সেই উদ্দেশেই নির্ম্মিত হইয়াছে; তাহা বোধ গম্য হওয়া কঠিন। পান্থশালার তাদৃশ জঘন্য দশা আলোচনা করাতে মনের একটী অভিমানে নির্ঘাত আঘাত লাগিল। আত্মনীচতা স্বীকার করিতে অন্তঃকরণের কদাচ ইচ্ছাহয় না। আমরা যে অতি অসভ্য কুৎসিত কদাচারী এবং সুখস্বচ্ছন্দতানভিজ্ঞ অশ্রদ্ধেয় জীব তাহা বাস্তবিক সহস্র বিধায়ে প্রত্যক্ষীভূত হইলেও মন মানেনা। অহঙ্কার মনকে অলীক তোষামোদ দ্বারা এমন ভ্রান্ত করিয়া রাখে যে কোন মতেই তাহার যথার্থ স্বরূপ দৃষ্টি হয় না। কিন্তু আমি পাটনা হইতে অনবচ্ছেদে দিবারাত্রি ভ্রমণ করিয়া আসায় এবং গাড়িতে স্বভাবের অবশ্যম্ভূত ব্যতিক্রম ঘটায় শরীর নিতান্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া ছিল, সুতরাং একটু আরাম করিবার নিমিত্ত বড়ই ইচ্ছা হইতে লাগিল। তাদৃশ কাতরতাবস্থায় পান্থনিবাসের তদ্রূপ অপরিষ্কার অপকৃষ্ট দশা বশতঃ আরাম করিতে না পারায় অন্তঃকরণ এমন বিরক্ত হইয়া উঠিল যে আত্মশ্লাঘার চাটু চাতুর্য্যে অবজ্ঞা পূর্ব্বক স্বজাতির সর্ব্বাঙ্গীন হীনাবস্থা সর্ব্বতোভাবে প্রতীত

হইল এবং ইহাও উত্তমরূপে হৃদ্বোধ হইল যে বিলাতীয় লোকেরা নিতান্ত অকারণে আমাদিগকে তাদৃশ কটু ভাষায় সম্ভাষণ করেনা। এইপ্রকার অনুধাবন করিতে করিতে রাত্রি গভীর হইল; এবং সর্ব্বসন্তাপহারিণী করুণাময়ী নিদ্রা আসিয়া আমাকে ক্রোড়ে লইলেন। দুঃখীজনের পক্ষে নিদ্রা গর্ভধারিণী জননী অপেক্ষাও অধিকতর উপকারিণী। তাঁহার স্নেহময় প্রভাবে আমি সকল অসুখ বিস্মৃত হইলাম। তখন এমন যে শারীরিক ক্লেশ এবং মানসিক চিন্তা ও তজ্জনিত অন্তর্দাহিকা পরিবেদনা তৎসমুদায় অপনীত হইল এবং মহাপ্রাণী বিরাম পাইয়া প্রশান্ত ও সুষুপ্ত হইল। ক্রমশঃ রজনী স্বীয় পর্য্যয়ণ কাল সমাপ্ত হইলে প্রস্থান করিলেন এবং দিবা আসিয়া উদয় হইলেন। তখন গাত্রোত্থান করিয়া দেখি যে সেই গবশ্ব পূরিশ সমন্বিত পান্থনিবাসের অপর পার্শ্বে দুই তিন জন বিলাতী ভিক্ষুক পড়িয়া রহিয়াছে। তাহারাও আমারই ন্যায় সৌভাগ্যশালী।

যে প্রয়োজন বশতঃ আমাকে এই স্থানে অবস্থিতি করিতে হইয়াছিল প্রাতঃকালে তাহা সমাধা পূর্ব্বক রায়বাহাদূরের বাসাভিমুখে নগরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম। এই স্থান হইতে একটী নূতন

কৌতুক জনক প্রথা দৃষ্টিগোচর হইল। এদেশীয় স্ত্রীলোকেরা অস্মদ্দেশের পুরুষদিগের ন্যায় কাছাদিয়া বস্ত্র পরিধান করে। যদিও ইহাদেখিতে অতি অশোভন, এবং অরস সম্মিত তথাচ আমাদিগের বাঙ্গালী যোষিদ্বর্গের বস্ত্রপরিধান প্রণালী অপেক্ষা অন্যূন লক্ষগুণে উৎকৃষ্ট। বঙ্গবাসিনী সীমন্তিনীগণ যে রূপ পরিচ্ছদ যে প্রণালীতে পরিধান করেন তাহা কেবল নির্লজ্জ বাঙ্গালী ব্যতীত ভূমণ্ডলস্থ তাবৎ জনপদবাসীলোকের নিকটেই অতিশয় নিন্দনীয় এবং যৎপরোনাস্তি অশ্রদ্ধেয়। আমাদের এইপ্রকার বিস্তর কুপ্রথা আছে তাহা কোনক্রমেই নিরাকৃত হইতেছেনা। বঙ্গমহিলাগণ যে রূপ কাপড় পরেন, তাহাতে প্রথমতঃ বস্ত্র ধারণের প্রকৃত উদ্দেশ্যই সাধিত হয়না। অধিকন্তু তাহাদিগকে নিতান্ত অসামাল থাকিতে হয়। একটু, নিম্নস্থান হইতে উচ্চে উঠিতে হইলে কিম্বা বেগবান্, পবনসঞ্চার সময়ে চলিতে হইলে অথবা দৈবাৎ ধাবমান্ হইতে হইলে, তাহাদিগকে প্রায় বিবসনা হইয়া পড়িতে হয়। তখন লজ্জা রক্ষাপাওয়া ভার। দেখ, সামান্যতঃ বসিতে হইলে তাহাদিগকে কিপর্য্যন্ত না বিব্রত হইতে হয়। তখন তাঁহারা এতদূর সাবধান হন যে

বোধহয় যেন গাত্রাচ্ছাদন সংযত রাখিবার নিমিত্ত দুই হস্তেও সম্পূর্ণরূপ সঙ্কুলন হইতেছে না।

জব্বলপুর নগর নর্ম্মদা নদীর উত্তরে সংস্থিত। ইহা পূর্ব্বকালেও বিলক্ষণ সমৃদ্ধিশালী ছিল এমন অনেক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরাজ অধিকার হইয়া অবধি বিশেষত ইহা ভারতবর্ষের উত্তর দক্ষিণ প্রদেশীয় লৌহবর্ত্মের সংক্রম স্থান হওয়ায়, ইহার উত্তরোত্তর সমধিক শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। আর কিছু কালের মধ্যেই জব্বলপুর একটী বহুজনাকীর্ণ বিপুল নগর হইয়া উঠিবে।

জব্বলপুরের অধিষ্ঠানে, নর্ম্মদা কূলে পূর্ব্বতন গারা নগর সংস্থাপিত ছিল। ইহা এককালে একটী বৃহৎ এবং পরাক্রান্ত গোণ্ড রাজ্যের রাজধানী ছিল। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে দুর্গাবতী নাম্নী এক মহিষী এই দেশের অধীশ্বরী ছিলেন। তিনি মাহব দেশের রাজপুত্র বংশসম্ভূত চণ্ডাল রাজের কন্যা। গারারাজ্যেশ্বর গোণ্ডপতি তাঁহার রূপ লাবণ্য এবং গুণগ্রামের পরিচয় অবগত হইয়া তদীয়পাণি গ্রহণার্থী হইলেন। দুর্গাবতীর পিতা জাতি নষ্ট এবং হতাভিমান হইবার আশঙ্কায় অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন। কিন্তু পরিশেষে গোণ্ড অধিরাজের বল ও বিক্রম এবং ঐশ্বর্য্য দেখিয়া, ভয়, লোভ, অথবা

ঔদার্য্য বশতঃ কন্যাদানে সম্মত হন। পরন্তু সাধ্যমত কলঙ্কাপনয়নের নিমিত্ত গাড়াপতিকে এইরূপ নির্দ্দেশ করিলেন, যে তিনি যেন সৈন্যসামন্ত লইয়া সসজ্জভাবে তদীয় কন্যাকে লইয়া যান, তাহা হইলে সকলে এইরূপ বুঝিবে যে গোণ্ড রাজ বলপূর্ব্বক নৃপকুমারীকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছেন।

স্বামীর পরলোক-যাত্রার পর, দুর্গাবতী স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করেন এবং শাসন গুণে প্রজাদিগের নিকট অনুপম খ্যাতি, ও ভক্তি লাভ করেন। অনন্তর ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে আকবর সম্রাটের সেনানী আজফ খাঁ তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাত্রা করেন। দুর্গাবতী স্বয়ং সেনাধিনায়িকা হইয়া সমরক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হন। এবং দুইবার শত্রুদিগকে দূরীকৃত করিয়া দেন। কিন্তু তৃতীয়বার আক্রমণে তাঁহার সেনানিচয় অকস্মাৎ ভীত হইয়া রণভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়নপর হইল। তখন অনুপায় দেখিয়া দুর্গাবতী পাছে অরিহস্তে পতিত হন, এই আশঙ্কায় স্বহস্তে ছুরিকা দ্বারা উরোভেদ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে ঈদৃশ স্ত্রী শৌর্য্যের ভূরি২ নিদর্শন পাওয়া যায়। এইসমস্ত ইতিবৃত্ত পর্য্যালোচনা করিলে অন্তঃকরণ একবারে হর্ষবিষাদে অভিভূত হয়। যে ভারতবর্ষীয় রমণীগণের-

বিক্রমে মহাবীর সম্রাটেরাও ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতেন; ইদানীন্তনকালে সেই ভারতবর্ষের তাবৎ রাজন্য বর্গ এবং বিংশতি কোটি লোক পৃথিবীর যথা তথা বাসী জনগণ কর্ত্তৃক দলিত হইতেছেন।

আমরা তদ্দিবস জব্বলপুরে অবস্থিতি করিয়া পরদিন বেলা প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় বম্বেগামী গাড়ীতে আরোহণ করিলাম। এককালীন বম্বে যাওয়া আমাদিগের উদ্দেশ্য ছিল না। নাগপুর রাজ্যের অন্তর্গত য়াকল্য নগরের সমীপবর্ত্তী সের পুর গ্রামে এক জাগ্রত জৈন দেবতা অধিষ্ঠিত আছেন। বম্বে গমনের পুর্ব্বে তদ্দর্শন করা রায়-বাহাদুরের অভিপ্রেত ছিল। গাড়ীতে আরোহণ করিয়াই স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইল যেন বম্বে প্রদেশে রাজশাসন অপেক্ষাকৃত কঠিন এবং সাধারণতঃ বিলাতীয় লোক দিগের অধিকতর প্রাদুর্ভাব। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীগুলি যেমন সুরাগরঞ্জিত ও সুশোভন তদ্রূপ শয়ন উপবেশনের পক্ষেও পরম সুখকর। দেখিলেই নয়ন আকৃষ্ট ও চিত্ত প্রসন্ন হয়; কিন্তু ভাবিলে ভাবান্তর হয়। আবার নিদাঘ কালের গ্রীষ্মাতি শয্য নিবারণের নিমিত্ত কত সাহেব কত উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন। প্রত্যুত তৃতীয় শ্রেণীর

শকটগুলি যেন সঙ্কীর্ণ পশুশালা; তন্মধ্যে দেশীয় লোকদিগেকে অহিংস্র মেষপালের ন্যায় পরিপূরণ পূর্ব্বক প্রবিষ্ট করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেয়। তখন দুর্ভাগা আরোহীদিগের যন্ত্রণার পরিসীমা থাকেনা। বসিবার বেঞ্চগুলি পরস্পর এত সন্নিহিত যে সম্মুখবর্ত্তী উপবেষ্টাদিগের জানু ঘর্ষণ হইতে থাকে। পর্য্যাপ্তসংখ্যক তৃতীয় শ্রেণীর শকট বাস্পীয়যানের সহিত সংযো-জিত থাকে না, সুতরাং প্রায়ই ভয়ানক জনতা হয়। আবার যদি ঐগাড়ির উভয় পার্শ্বের বাতায়ন স্বরূপ কাষ্টফলকগুলি খুলিয়া দেয় তবে ধুলায়আছন্ন ও রৌদ্রে দগ্ধ হইয়া পড়ে; আর যদি বদ্ধ করিয়া রাখিবে, তবে দিবসের পূর্ণ জ্যোতিতে ঘোর অন্ধতমসে শ্বাসরুদ্ধ ও গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া ওষ্ঠাগত প্রাণ হইতে হইবে উপরন্ত গার্ড প্রভৃতি বিলাতীয় এবং সামি বিলাতীয় কর্ম্মচারীগণ দারুণ শার্দ্দূলের ন্যায়। রেলওয়ের অপরাপর বন্দোবস্ত গুলি ও অতি চমৎকার। সাধ্যানুমত্ত যত দূর হইতে পারে, সিত কলেবরদিগের নিমিত্ত সকল সুবিধায়ই করা হইয়াছে; কিন্তু কৃষ্ণ বর্ণদিগের পদে পদে মরণ। কাল লোকেরা যদিপিপাসায় শুষ্ক কণ্ঠ

হইয়া ত্রাহি 'ত্রাহি' করিতে থাকে, তথাপি কোথাও গণ্ডূষমাত্র জল পাইবার যো নাই। কেবল বড় বড় ষ্টেশন গুলিতে জল বিক্রয় করিতে আইসে বটে কিন্তু কুত্রাপি অনায়াসে এবং পর্য্যাপ্ত পরিমাণে লব্ধ হয় না। মল মূত্র ত্যাগ ইত্যাদি বিবিধ অনিবার্য্য শারীরিক কার্য্য সম্পাদনে ও সমূহ অসুবিধা। আবার অতি প্রধান প্রধান ষ্টেশনেও প্রায়ই এমন যথেষ্ট স্থান নাই যথা তৃতীয় শ্রেণীর আরোহীগণ বর্ষা, শীত বাতাতপ হইতে আশ্রয় পাইতে পারে। এই সকল অযথা আচরণ দ্বারা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে যে দেশীয় লোকের উপর সাহেব দিগের কিছুমাত্র আস্থা নাই, এবং গবর্ণমেণ্টেরও কৃষ্ণ বর্ণ প্রজাদিগের প্রাণ রক্ষা এবং সুখ স্বচ্ছন্দতা বিধানে নিতান্ত ঔদাসিন্য প্রকাশ করেন। এস্থলে উপরোক্ত পর্য্যালোচনার প্রতিবাদে এই কথা উত্থাপিত হইতে পারে, যে ডাকবাহি বাষ্পীযান অতিশয় বেগে চলে, ষ্টেশন সকলে ইহার স্থিতিও অতি অল্পক্ষণ, সুতরাং এতদবস্থায় তৃতীয় শ্রেণীর শকটারোহী সাধারণতঃ মূর্খ লোক দিগকে যথেচ্ছামত নামিতে উঠিতে দিলে অনেক দুর্দ্দৈব ঘটি-

বার সম্ভাবনা। এই হেতু ঐ সকল যাত্রীদিগের প্রতি কিঞ্চিৎ কঠিন ব্যবহার করা প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। এ কথা স্বীকার্য্য বটে, কিন্তু মনে করিলে বাষ্পীয় যানের বেগবত্তা ও দুর্দ্দৈব নিবারণের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া অনায়াসে বিস্তর সুবিধা করা যাইতে পারে এবং তাহা হইলে এই দুর্ভাগা যাত্রীদিগের কখনই এতাদৃশ কষ্ট হয়না। আমরা অনেক সময়ে ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ের বন্দোবস্তে অসন্তুষ্ট হই, কিন্তু তাহা বম্বে রেলওয়ের অপেক্ষা সহস্র গুণে উৎকৃষ্ট। আমাদের দেশেও সাহেব দিগের প্রাদুর্ভাব কিছু কম নহে কিন্তু দেশীয় লোকে তাদৃশ উপেক্ষিত নহে। সাহেবেরা আমাদিগের অধীশ্বর অবশ্য তাঁহাদিগের কিছু না কিছু প্রাধান্য থাকিবেই থাকিবে। মানব প্রকৃতি যখন নির্ব্বিকার এবং নিরঞ্জন নহে, আর মোহ মদ মাৎসর্য্য প্রভৃতি যখন তাহার অপরিহার্য্য ধর্ম্ম, তখন এমন কদাচ প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না যে জেতা এবং বিজিত, যাহারা আবার ভিন্ন জাতি, ভিন্ন রূপ, ভিন্ন স্বভাব ভিন্ন ধর্ম্ম এবং বহু প্রকারে বিষম তাহারা উভয়ে সর্ব্বতোভাবে সমান হইবে। জেতার অভিমান এবং প্রাধান্য অবশ্যই থাকিবে আমরা তন্নিমিত্ত বিশেষ মনঃ ক্ষুণ্ণ নহি। আমাদে-

র এই মাত্র অভিলাষ যে কেবল স্বার্থপর না হইয়া কৃষ্ণবর্ণ দিগের প্রতি ও কিঞ্চিৎ কটাক্ষ পাত করা উচিত। সে যাহা হউক আজ কাল আবার আমাদের দেশে সাহেবদিগের পুরো বিপরীত ভাব দাঁড়াইয়াছে। ইতি পূর্ব্বে সাহেব গণ বীর প্রকৃত কৃপানিধান] কেশরীর ন্যায় আমাদিগের প্রতি বাৎসল্য ভাবে ব্যবহার করিতেন কিন্তু এক্ষণে যেন ভীষণ শার্দ্দুলের তুল্য হইতেছেন।

আমরা বিন্ধ্যাচল পার হইয়া অবধিই দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ করিয়াছি। এই খণ্ডের যে প্রদেশ দিয়া রেলওয়ে গিয়াছে, তাহাতে তাদৃশ নিবিড় বসতি নাই এবং নগরও বাণিজ্য স্থানও বিরল। সুতরাং ষ্টেসন গুলি বহুদূর ব্যবহিত। আমরা ভ্রমণ করিতে করিতে ক্রমশঃ খাণ্ডুয়া ও তথা হইতে আশিরগড়ে উপনীত হইলাম। খাণ্ডুয়া হইতে একটী রেলওয়ে শাখা ইণ্ডোর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইতেছে। তদনন্তর আমরা বুরহানপুরের নিকট হইয়া বোশোয়ালে উপনীত হইলাম। তখন রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। এই স্থান হইতে নাগপুর শাখা রেলওয়ে নির্গত হইয়াছে। আমাদিগের গন্তব্য ষ্টেশন ঐ শাখা রেলওয়ের মধ্যে।

কিয়ৎক্ষণ পরে শাখা রেলওয়ের বাষ্পীয় যান প্রস্তুত হইল। তদ্যোগে আমরা পরদিন বেলা ৭টার সময় রাকলা নামক ষ্টেসনে পৌছিলাম। এক্ষণে আমরা নাগপুর রাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছি। এই প্রদেশ মহাত্মা ডাল হাউসীর রাজত্ব কালে ইংরাজ রাজ্য সম্ভুক্ত হয়। তৎপুর্ব্বে ইহা একটী মহারাষ্ট্রীয়দিগের সামন্ত রাষ্ট্র ছিল। ভুন্‌সলা ঔপাধিক রাজারা এই দেশের অধিপতি ছিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা যেপ্রকার প্রাদুর্ভূত ও উপদ্রবী হইয়া উঠিয়া ছিল, যদি ইংরাজেরা আমাদিগের দেশে না আসিত তাহা হইলে আমাদের দেশের এত দিনে যে কি দুর্গতি হইত তাহা মনেও অবধারণ করা যায়না। ভারতবর্ষে অতি অল্প মাত্র প্রদেশ আছে যাহা তাহাদের দ্বারা দলিত এবং লুণ্ঠিত হয় নাই। তাহাদের উৎপাতে যাবতীয় ভারতবর্ষবাসী জর্জ্জরিত হইয়াছিল। অন্যান্য প্রদেশে এমন কোন রাজা ছিলনা, যে তাহাদিগকে প্রতিঘাত করে। তাহারা পঙ্গপালের ন্যায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া অবলীলাক্রমে এবং অবাধে আশা পুরিয়া লুঠ, করিয়া চলিয়া যাইত। দিল্লির সিংহাসনও তাহাদিগের করস্থ হইয়া ছিল। যাহা হউক ঐ সময়ে আমাদের বঙ্গদেশের সৌভাগ্যের আর পরি-

সীমা ছিলেন। একে সিরাজোদ্দৌলা প্রভৃতি করুণা কর গুণধর নবাবেরা চমৎকার রূপে প্রজা পালন ও রাজ্য শাসন করিতে ছিলেন, আবার উপরান্ত দেশ হিতৈষী শুভানুধ্যায়ী মহারাষ্ট্রীয়েরা নিয়ত আসিয়া লোকের উপর যৎপরোনাস্তি উৎপীড়ন ও তাহাদের যথা সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া লইয়া যাইত। অদ্যাপি অস্মদ্দেশে বর্গীদিগের উপদ্রবের গল্প কথা বিলক্ষণ চলিত আছে। শুনিতে পাওয়া যায় বর্গী আসিয়াছে এই সংবাদ পাইলেই সকলে স্ব স্ব স্ত্রী পরিবার লইয়া কোন নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে অথবা মৃত্তিকার মধ্যে সুড়ঙ্গ কাটিয়া তদভ্যন্তরে গুপ্তভাবে অবস্থিতি করিত আর যাহারা গঙ্গার পশ্চিম কূলের সমীপে বাস করিত তাহারা পূর্ব্বপারে পলায়ন করিত। বাঙ্গালিরা যে মহাবীর তাহাতে কাযে কাযেই তাহাদের পরিত্রাণের অন্য উপায় ছিলনা। আমাদের দেশে সাধারণতঃ নাগপুর বাসী বর্গীরাই আসিত। ইদানিং ডারবিং প্রভৃতি ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা নির্দ্ধারণ করিতেছেন যে মনুষ্য আদৌ স্বতন্ত্র রূপে সৃষ্ট হয় নাই, ইতর প্রাণী প্রাকৃতিক অবস্থা বিশেষ পরম্পরায় উন্নতি প্রাপ্ত হইয়া মানব রূপে পরিণত হইয়াছে। যদি এই রূপ উর্দ্ধগামী প্রক্রিয়া সম্ভব হয়, তবে

অধোগামী প্রক্রিয়াও সম্ভব হইতে পারে। এমন স্থলে ঈদৃশ অনুমান করা বিচিত্র নহে, যে যদি আর কিছুকাল ঐরূপ সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান ধর্ম্ম স্বরূপ নবাব দিগের রাজত্ব থাকিত এবং বর্গীবাও যদি ঐরূপ শিষ্টাচার করিতে ক্রমাগত আসিত, তাহা হইলে আমাদিগের সকল বুদ্ধি শুদ্ধি জ্ঞান গোচর লোপ পাইয়া, আমরা পুনশ্চ কোন জন্তু বিশেষে রূপান্তরিত হইতাম। একে নিরীহ স্বভাব নির্ব্বিরোধী ক্ষীণজীবা, তাহাতে তুসিদ্ধ অন্নগত প্রাণ, সুতরাং আমরা কাহারও সহিত বিরোধে অগ্রসর হইতে পারিতামনা। যাঁহার যে অভিলাষ হইত তিনি তাহাই নির্ব্বিঘ্নে সমাধা করিতে পারিতেন। কাযে কাযেই আমাদের দুঃখের ও দুর্দ্দশার আর পরিসীমা থাকিতনা। ভাগ্যে ভাগ্যে বিধাতা রক্ষা করিয়াছেন। কোথা পৃথিবীর এক প্রান্তস্থিত সাগরাঙ্ক হইতে কতকগুলি শুভ্র কান্তি লোক আনিয়া দিয়াছেন। ইহারা অজা মণ্ডলীর মধ্যে কেশরী সদৃশ দুই এক হুহুঙ্কার ও চপেটাঘাত দ্বারা সকলকে সশঙ্ক এবং নীরব করিয়া রাখিয়াছেন। চির দুঃখী প্রজা পুঞ্জ ইহাদের প্রশস্ত আশ্রয়ে শ্বাস ছাড়িয়া পরম সুখে কৃতজ্ঞ চিত্তে কাল যাপন করিতেছে।

আমরা ষ্টেশনের সন্নিধানে সরকারী পান্থশালায় বাসা গ্রহণ করিলাম। পান্থ নিবাসের প্রতি দৃষ্টি করিয়াই যেন মানষ নেত্রে অবলোকন করিলাম যে তাহাতে অধুনাতন রাজস্ব ব্যবস্থাপক আয়কর প্রসিদ্ধ সচিব প্রধান সর রিচার্ড টেম্পালের নাম স্পষ্টাক্ষরে অঙ্কিত রহিয়াছে। যৎকালে টেম্পল সাহেব মধ্য ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তা ছিলেণ, সেই সময়ে এই সকল কল্যানকর কীর্ত্তি সংস্থাপিত হয়।

য়াকলা একটী প্রধান শাসনাধিকরণ স্থান। এখানে ডেপুটী কমিশনর প্রভৃতি অনেক রাজকর্ম্মচারী আছেন এবং সেনা নিবাস বারিকও আছে। সুতরাং স্থানটী বিলক্ষণ সমারোহান্বিত। ষ্টেশন হইতে প্রায় এক ক্রোশ অন্তরে নদীপারে য়াকলা নগর। এতদ্দেশে তাবৎ নগর ও গণ্ড গ্রাম দৃঢ় এবং প্রশস্ত প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। প্রাচীরের মধ্যে মধ্যে এক একটী অতি বৃহৎ শূন্যগর্ভ স্তম্ভাকার গম্বূজ নির্ম্মিত আছে। তাহাতে তোপ সন্নিবিষ্ট থাকে; তন্মধ্য হইতে বন্দুক ছাড়িবারও উত্তম সুবিধা আছে। বড় বড় নগরের প্রাচীর অত্যন্ত প্রশস্ত এবং তাহা ঊর্দ্ধে দশপনের হাত পর্য্যন্ত সমভাবে তুলিয়া তদুপরি পুনশ্চ তাহার বহিষ্পার্শ্ব

হইতে অল্প পরিসরে মানুষ সমান করিয়া উত্তো-লিত আছে এবং তন্মধ্যে এমন ছিদ্র আছে যে সেনাগণ অন্তরালে দণ্ডায়মান হইয়া আক্রমণ কারীর প্রতি বন্দুক ছুড়িতে পারে। এই প্রকারে নগর ও গ্রাম সকল প্রাচীর বেষ্টিত করিবার তাৎপর্য্য অনায়াসে উপলক্ষিত হইতেছে। একত পূর্ব্ব-কালাবধি ঐ রূপে নগর দুর্গবন্ধী করিবার রীতি আছে। অধিকন্তু এই সমস্ত দেশে সর্ব্বদা যুদ্ধ বিগ্রহ এবং লুঠ পাট হইত। আমাদের দেশের ন্যায় অরক্ষিত ভাবে থাকিলে নিতান্ত অরাজক হইয়া পড়িত এবং লোকে বাস করিতে পারিত না যে কোন ব্যক্তির কিছু বল বিক্রম হইত; সেই অমনই তৎক্ষণাৎ জিগীষা পরবশ হইয়া লুট করিতে ও দিগ্বিজয় করিতে প্রবৃত্ত হইত। সৌভাগ্য ক্রমে এক্ষণে ইংরেজ দিগের সার্ব্বভৌম প্রভুত্ব সংস্থাপিত হওয়াতে ঐ সকল অবোধ দুরাচারের বিষদন্ত ভাঙ্গিয়াছে ও সকলে শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে।

য়াকলা তাদৃশ বিস্তীর্ণ নগর নহে। এক্ষণে উত্তর উত্তর ত্বরিত ক্রমে ইহার শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে এমন

স্পষ্টই লক্ষিত হয়। অধিবাসী মাত্রেই প্রায় দক্ষিণী কেবল দুই একটী মারবাড়ি দৃষ্টিগোচর হয়। দক্ষিণীরা সাধারণতঃ কিছু খর্ব্বাকৃতি। তাহাদের মুখশ্রীও আর্য্যাবর্ত্ত বাসী হিন্দুদের হইতে ঈষৎ বিভিন্ন। বদন মণ্ডল কিছু স্বতন্ত্র ভাবাপন্ন, কিন্তু বেশ ভূষা বিশেষ না থাকিলে তাহা বোধ গম্য হইতনা। দাক্ষিণীদিগের শরীর শক্ত সমর্থ এবং শ্রমদক্ষ, তাহারা অলস স্বভাব নহে। অনু- গঙ্গ দেশে মুসলমান দিগের অপেক্ষাকৃত ব্যাপক কাল পর্য্যন্ত প্রাদুর্ভাব থাকায় তদ্দেশীয় লোক দিগের যাদৃশ স্বভাব চরিত্র বিকৃত হইয়া তাহাদের অনুকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে, দাক্ষিণাত্যে তাদৃশ হয় নাই। সুতরাং দক্ষিণীরা তত আড়ম্বর প্রিয় নহে এবং মুসলমান সংক্রম প্রবর্ত্তিত অন্যান্য দোষেও দূষিত নহে। দক্ষিণীরা বিলক্ষণ সাহস সম্পন্ন তীক্ষ্ণ প্রতিভ এবং চেষ্টাবান। কিন্তু বোধ হয় যেন ঈষৎ দাম্ভিক এবং তাদৃশ প্রিয়ম্বদ বা আলাপী

* পশ্চিমে আরবা, সাগর পূর্ব্বে তৈলঙ্গ দেশ উত্তরে সৌরাষ্ট্র এবং নর্ম্মদা নদী এবং দক্ষিণে কৃষ্ণা নদী ও মালবার, এই চতুঃসীমান্ত দেশের লোকেরা দক্ষিণী নামে খ্যাত।

ও নহে। তাহারা নিতান্ত বিলাস পরবশ, অথবা যুদ্ধ বিগ্রহে একান্ত পরাঙ্মুখ নহে, আর বষ্টি দেখিলেই যে প্রাণ ভয়ে আকুলিত বা মূর্চ্ছিত হওয়া তাও হয় না। দক্ষিণীরা বিদ্যানুশীলনেও বিশেষ রূপ অনুরক্ত। এক্ষণে ইংরাজি বিদ্যার আলোচনা প্রবর্ত্তিত হওয়ায়, তাহাতে তাহারা উত্তমরূপ ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিয়াছে, এবং স্বদেশীয় মহারাষ্ট্র ভাষারও বিশেষ রূপ উৎকর্ষ সাধন করিয়াছে। তাহাদের দেশে ভারতবর্ষের প্রাচীন ভাষা সকলের চর্চ্চাও লুপ্ত হয়নাই। আর্য্যাবর্ত্তের মধ্যে কাশী যেমন বিদ্যালোচনার একটি প্রধান স্থান দাক্ষিণাত্যের মধ্যে তদ্রূপ পুনা। পুনা নগর সামাজিক অন্যান্য সম্বন্ধেও ন্যূন প্রসিদ্ধ নহে। ইহা বহুকাল পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল।

দক্ষিণীদিগের পরিচ্ছদ প্রণালী ও অনুগঙ্গ দেশীয় লোক দিগের হইতে অনেক অংশে বিসদৃশ পুরুষ দিগের পরিধান ধুতি বটে, কিন্তু এই ধুতির পরিসরের প্রায় অর্দ্ধাংশ ভাগ কেবল পাইড় ইহা কাছাও কোচা দিয়া পরিহিত কিন্তু কাছাটী বড় শ্লথ ভাবে সম্বদ্ধ করা হয়। তদনন্তর উরস্থুপরি বন্ধন যুক্ত চাপকান দ্বারা শরীর আবৃত করা হয়।

পদ যুগলে কটকীয় ধরণের উপানৎ ধারণ। এবং সর্ব্বোপরি মস্তকের বেশ অতি চমৎকার। একটী রঞ্জিত উষ্ণীষ বদ্ধ। উষ্ণীষটী দীর্ঘে প্রস্থে বড় মন্দ নয়। ইহা চক্রাকারে আবর্ত্তিত থাকে; এবং ইহার পরিধি মস্তক হইতে এত দূর পর্য্যন্ত আয়ত যে দ্বিতীয় এক খণ্ড বস্ত্র দ্বারা আবদ্ধ করিয়া না রাখিলে স্খলিত হয়। বৃহত্ত্ব অনুসারে ভারেরও বিলক্ষণ আধিক্য আছে। অনুমান হয় যে যদি ঐ উষ্ণীষ আমাদিগের তেমন একজন সুকুমার কায় বাঙ্গালী বাবুর শিরোদেশে স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে অবশ্যই শীর্ষক ভারে গল ভগ্ন হইয়া তাহাকে মানবলীলা সংবরণ করিতে হয়। যাহা হউক তাদৃশ গুরুভার বহনে যে কি শোভা ধারণ বা সম্ভ্রম রক্ষা হয়, কিছুই বলিতে পারা যায় না। দেশাচারের এবং বদ্ধ সংস্কারের কি প্রবল প্রভাব! সহস্র জ্ঞানোন্নতি হইলেও, তাহাদিগকে অপনীত করা সুকঠিন। সত্য বটে ঐ উষ্ণীষ দ্বারা মুখ মণ্ডল কিয়দংশে সূর্য্য রশ্মি হইতে রক্ষিত হয় কিন্তু শুদ্ধ সেই কারণে তাদৃশ ভার বহন করা কোন ক্রমে সঙ্গত হইতে পারে না। বিবেচনা করিয়া দেখিলাম যে তদ্দারা কদাচ আর একটী উপকার সাধিত হইতে পারে, যথা, এতদ্দেশে

মহা জল কষ্ট, নদী সরসী প্রভৃতি প্রায় নাই। কূপ হইতে জল উত্তোলন করিতে হয়। অতএব কদাপি যদি কূপ রজ্জুর অসদ্ভাব হয় তবে ঐ পাগড়ীর দ্বারা কার্য্য উদ্ধার হইতে পারে।

দক্ষিণী স্ত্রীলোকেরা কাছা দিয়া শাটী পরিধান করে। শাটীখানি আমাদের দেশীয় অপেক্ষা অধিকতর দীর্ঘ। কঞ্চুলিকা দ্বারা বক্ষাবরণ করে। ভারতবর্ষীয়া রমণীগণ যাদৃশী অলঙ্কার প্রিয়া ভূমণ্ডলে আর কোন দেশীয়া যোষিদ্‌গণ তাদৃশী নহে। দক্ষিণী দিগের, কি কনিষ্ঠা কি জ্যায়সী সকলেরই নাসাগ্রে মতি যুক্ত নলক ধারণ। তদ্দ্বারা শোভোক্তদিগকে অত্যন্ত বিশ্রী দেখায়। কবরী ও শিরোভূষণ ও তাদৃশ কদর্য্য। কিয়দ্দিন পূর্ব্বে আমাদের দেশেও তদ্রূপই ছিল, এবং অদ্যাপি বীরভূম বাসী ইতর লোকদিগের মধ্যে তাহার স্বরূপ আদর্শ জাজ্বল্যমান্ রহিয়াছে।

দক্ষিণীদিগের বেশ—ভূষা দেখিতে অতি কৌতুক জনক বটে, কিন্তু বাঙ্গালি দিগের অপেক্ষা অতুল্যরূপে উৎকৃষ্ট। আমাদের পরিচ্ছদ দেখিলে যেমন অন্যদেশীয় লোকের যুগপৎ ঘৃণা বোধ এবং লজ্জার উদয় হয়, উঁহাদের তেমন নয়। উঁহাদের পরিচ্ছদ যতই কুরূপ হউকনা কেন,

তদ্বারা বস্ত্রাচ্ছাদনের মুখ্যতাৎপর্য্য সিদ্ধ হয়। আমাদিগকে যেমন বস্ত্র পরিধান করিয়াও দিগম্বর এবং অসামাল থাকিতে হয়, উহাদিগকে তেমন হইতে হয় না।

দক্ষিণী মহিলাগণ অন্তঃবাটীতে অবরুদ্ধা নহে, এবং অবগুণ্ঠন দ্বারা শ্রেষ্ঠ জ্ঞানেন্দ্রিয় নেত্রদ্বয়ের পরিচালন হইতে বঞ্চিত নহে। তাহাদের যথোচিত স্বাধীনতা আছে। ইহা নিঃসংশয় প্রতীত হয়, যে আমাদের বঙ্গাঙ্গনাগণের তাদৃশ স্বাধীনতা থাকিলে, অস্মদ্দেশের সভ্যতা ও উন্নতি দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইত। দক্ষিণী অবলাদিগের যেরূপ সাহস ও বিক্রম, আমাদিগের বাঙ্গালী বীরগণের মধ্যেও তাহার কণামাত্র লক্ষিত হয় না।

আমরা খাকলায় একদিন অবস্থিতি করিয়া পরদিন সেরপুরাভিমুখে যাত্রা করিলাম। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে সেরপুরে এক জাগ্রৎ দেবতা আছেন এবং তদ্দর্শন করা যায় বহু দূরের মঙ্গল। আমরা ভ্রমণ করিতে করিতে সন্ধ্যাকালে এক পর্ব্বত সন্নিকটে উপনীত হইলাম ঐ পর্ব্বতের অধঃস্থান দিয়া পথ। যখন অন্ধকারে ঐ দুর্গম মার্গে আমাদিগের যান সকল চলিতে লাগিল; তখন আমার মনের মধ্যে এই চিন্তার

উদয় হইল যে, যে বর্গীরা শত শত ক্রোশ দূরে গিয়া নির্ব্বিঘ্নে এবং অবলীলাক্রমে সমগ্র দেশ লুঠ করিয়া আসিত. এক্ষণে আমরা সেই বর্গী-দের দ্বার দিয়া অবাধে যাইতেছি। তাহারা এমন সুযোগ পাইয়াও অভিলিপ্সা চরিতার্থ করিতে পারিল না কেবল পিঞ্জর বদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় এক দৃষ্টে সৃক্কনিলেহন করিয়াই নিরস্ত হইল। যাহাউক এক্ষণে পুনরায় ইংরাজ শাসনের যশস্কীর্ত্তন না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। অনেকের এমন ইংরাজি ভাব হইয়া পড়িয়াছে যে তাহা-দের ইংরাজি ধরণে ভোজন, ইংরাজি সামগ্রী পান ইংরাজি ধরণে পরিধান, চলন, হাস্য করণ, ইত্যাদি তাবৎই ইংরাজি। তাদৃশ ব্যক্তিদিগের ইংরাজি নামেই মুখ হইতে লালা বিগলিত হইয়া অধর বহি-য়া ঝরিতে থাকে। তাহাদের দ্বারা পৃথিবীর অন্য কোন উপকার হউক বা না হউক কেবল এই মাত্র দেখা যায় যে ইংরাজদিগের উপহাস করিবার স্থলাভাব হইলে ঐ সকল ব্যক্তি দ্বারা তাহা সংপূ-রণ হয়। আর কতকগুলি লোক আছেন, তাহাদের ইংরাজি নামেই দ্বেষ। এই দুই প্রকার ভাবই অন্যায় এবং ভ্রমাত্মক। প্রথমটী সদ্দৃষ্টান্ত অনু-করণ পূর্ব্বক উন্নতি লাভের অযথা এবং অবোধ

ইচ্ছা হইতে সমুদ্ভূত এবং দ্বিতীয়টী অতিরিক্ত স্বদেশও স্বজাতি প্রিয়তা জনিত, এবং অত্মাভিমান ইহার মূলীভূত। যথার্থ বিধয়ে এ দুই পক্ষই দূষণীয় ও পরিহর্য্য। অতএব মধ্যভাব গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। সতের প্রশংসা ও উৎসাহ এবং অসতের অযশঃ ও দমন হওয়া উচিত; তাহা বিদেশীয় বা স্বদেশীয় বলিয়া বিশেষরূপে বিবেচনা করা উচিত নহে। বরঞ্চ স্বদেশীয় দোষ বিদেশীয় অপেক্ষা অধিকতর ঘৃণা বোধ করা কর্ত্তব্য। আমাদের দেশীয় রাজারা যথেচ্ছাচারে প্রজাদিগকে নিষ্পীড়ন এবং নভূত নভবিষ্যৎ রূপে তাহাদিগকে দুর্দ্দশাপন্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন; ইংরাজেরা তাহাদের উচ্ছেদ করিয়া শান্তি ব্যাপ্ত করায় যে কি পর্য্যন্ত মহোপকার করিয়াছেন তাহা অনির্ব্বচনীয়। ইহাদিগকে এক প্রকার আমাদের ঐহিক ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। যাহারা যোধপুর প্রভৃতি দেশীয় অধিরাজ কর্ত্তৃক শাসিত রাজ্য সকল পর্য্যবেক্ষণ করেন নাই তাহারা প্রণিধান পূর্ব্বক বিবেচনা না করিলে ইহার স্বরূপ তারতম্য অনুভব করিতে পারিবেন না। অধিক বলা বাহুল্য। সংক্ষেপে বিবেচনা করিয়া দেখুন আমাদের দেশের যে প্রকার উন্নতি হইয়াছে। তাহা

হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। সামান্যতঃ আমরা
যে রাজাকে দেবতা এবং তাঁহাকে দর্শন ও পূজা
করিলে পুণ্য হয় এই কথা জানিতাম আমাদিগা
তেঃ এ ভ্রমও দূরীকৃত হইতনা। আর সেই রাজাও
হয়তো কেবল তিন বিঘা ভূমির অধীশ্বর হইয়াই
আপনাকে দেবাংশ সম্ভূত পৃথ্বীনাথ এবং অপর
সাধারণকে নরলোক জ্ঞান এই মহাপাপ জনক
ভ্রান্তি হইতে মুক্ত হইতে পারিতেন না। পরন্তু
জ্ঞান গোচর অনুসারে প্রকৃত কথা বলিতে কি
আশা বিফল। কেহই স্বার্থশূন্য নন। দেশীয়
যথেচ্ছাচারী অধিরাজেরা প্রত্যক্ষভাবে মুদ্গর
প্রহারে নিরুপায় প্রজাদিগের প্রাণ বাহির করিতেছেন।
আর এক্ষণে জ্ঞান চাতুর্য্য কুশল ইংরাজ বাহাদুরের
বাহুবল এবং কৌশল যন্ত্র প্রয়োগ দ্বারা পরোক্ষ
ভাবে শোষণ করিতেছেন।

তদনন্তর আমরা দুই দিবস ভ্রমণ করিয়া তৃতীয়
দিবসে দেবপুরে উপনীত হইলাম। গ্রামের হীনা
বস্থা দেখিয়া মনে মনে নিরাশ হইতে লাগিলাম।
যেহেতুক জাগ্রৎ দেবস্থান হয় কোন সমারোহান্বিত
নগরের মধ্যে নচেৎ কোন নিবিড় বিজনের মধ্যে
হওয়ার সম্ভব। কিন্তু এই গ্রামটী তাহার কিছুই
বোধ হইলনা। যাহা হউক গ্রামের অভ্যন্তরে

প্রবেশ করিয়া কিঞ্চিৎ আশ্বাস জন্মিল, কারণ ভগ্ন প্রাচীরাদি বিলোকনে অনুমান হইল যে কাল বিপর্য্যয়ে এই স্থানের এবম্ভুত অধোগতি হইয়াছে বটে, কিন্তু পূর্ব্বে এতাদৃশ ছিল না। আমরা দেবালয়ের বহির্দ্দেশস্থ ধর্ম্মশালায় অবস্থিতি করিলাম। গ্রামের মধ্যে একটী ক্ষুদ্র দুর্গ আছে। কিন্তু ইংরাজ রাজ্যে তেমন দুর্গের কোন প্রয়োজন নাই, সুতরাং তাহার প্রতি কোন যত্ন বা সংস্কারও হয় নাই গতিকে তাহা ধ্বংশাবস্থায় পতিত হইয়াছে। ঐ দিবস যাত্রীর অত্যন্ত জনতা হওয়ায়, আমি আর প্রতিমা দর্শন করিতে গমন করিলাম-না। পরদিন প্রাতঃকালে মন্দির ও ঠাকুর দেখিতে চলিলাম। মন্দিরটি মৃত্তিকা খনন করিয়া তদভ্যন্তরে নির্ম্মিত এবং অত্যন্ত দৃঢ়, কিন্তু তাদৃশ কারু কার্য্য বিশিষ্ট নহে। ইহার বয়ঃক্রম প্রায় পাঁচ শত বৎসর হইবে। যে কুটিরের মধ্যে পরেশনাথ দেবের বিগ্রহ অধিষ্ঠিত আছে, তাহা অতি কঠিন প্রস্তর ময় স্থূল প্রাচীরে পরিবেষ্টিত এবং একে গাত্র লগ্ন তাহাতে আবার একটী মাত্র ক্ষুদ্র বাতায়ন ব্যতীত অন্য কোন আলোক প্রবর্ত্তক গবাক্ষ নাই, সুতরাং গৃহ মধ্যে ঘোর অন্ধকার, দীপ উজ্জ্বলন না করিলে

কছু মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়না। হ্রদের এক প্রান্ত হইতে একটি নিতান্ত ক্ষুদ্র প্রবেশ দ্বার আছে তন্মধ্য দিয়া এক অতি বক্র সোপান যোগে কুটিরের ভিতরে প্রবেশ করিতে হয়। গৃহ তলে এবং অলিন্দে পূর্ব্বকালীয় রৌপ্য মুদ্রা অব্যবহিত রূপে বিক্ষিপ্ত ও দৃঢ় রূপে সংলগ্ন আছে দেব মূর্ত্তি খানি বেল। পাথরে নির্ম্মিত এবং এমন কৌশল পূর্ব্বক সংস্থাপিত যে তাহা কিছুতে সংলগ্ন এপ্রকার সহসা বোধ করিতে পারা যায়না। ঠাকুরের নাম আন্ত্রিক পরেশ নাথ। জৈন শাস্ত্র মতে ইহার উপাখ্যান বর্ণনা করি। জৈনরা বলে যে রাবণ খরদূষণ প্রভৃতি রাক্ষসেরাও জৈন ধর্ম্মাবলম্বী ছিল। পৌরাণিক উপন্যাস হইতে সত্য মিথ্যা নির্ব্বাচন ও নির্ণয় করা অতি দুরূহ। পরন্তু তদ্রূপ আরোপ করিবার তাৎপর্য্য এমম ও হইতে পারে যে স্ব স্ব ধর্ম্মের প্রতি সাধারণের ভক্তি বর্দ্ধনার্থে তাহাতে পৌরাণিকত্ব ও ব্যাপ্তি প্রদান করা নিতান্ত বাঞ্ছনীয় হইয়া পড়ে, এবং অপ্রত্যক্ষ বিষয় অবলীলা ক্রমে যথেচ্ছরূপে ও আবশ্যক মতে ব্যক্ত করিতে পারা যায়। এমন স্থলে উহাদিগকে জৈন বলিয়া নির্দ্দেশ করা বিচিত্র নহে। প্রথিত আছে খর দূষণ একদা গোদাবরী নদীতে অবগাহন করিতে

গিয়া ছিল। তাহারা উপাস্য দেবতার প্রতিমা লইয়া যাইতে বিস্মৃত হয়; সুতরাং স্নানান্তে নদী তীরস্থ বালুকা হইতে তদানিন্তন ভবিষ্যৎ তীর্থঙ্কর পরেশ নাথের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করে। প্রতিমায় দেবাধিষ্ঠান হওয়ায় তাহা প্রস্তর রূপে পরিণত হয়। তদবধি ঐ ঠাকুর লক্ষ লক্ষ বৎসর মৃত্তিকা মধ্যে নিহিত ছিলেন। অনন্তর প্রায় পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে এলিচপুরাধিপতি ভক্তিমান রাজা অলকানন্দের প্রতি প্রত্যাদেশ করিলেন। অলকানন্দ পরেশ নাথকে উত্তোলন করিয়া রাজ পুরে লইয়া যাইতে ছিলেন, কিন্তু এই স্থানে আসিয়া নিষ্ঠাচারের কোন ব্যতিক্রম ঘটায় ঠাকুর রুষ্ট হইয়া আর গেলেন না, এই স্থানেই অবস্থি-ত হইলেন। ভূপতি অগত্যা এই স্থানেই মন্দির নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু পরেশ নাথ তাহার প্রতিষ্ঠিত মন্দিরেও থাকিতে অনিচ্ছু-হইয়া এক বণিকের নিকট স্বপ্নে আবির্ভূত হইলে-ন। ঐ বণিক এই বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া ঠাকুর স্থাপনা করিয়াছিল। রাজার কৃত মন্দিরও অদ্যাপি বিদ্যমান আছে, এবং তাহা অপেক্ষা-কৃত চারু দর্শন ও আড়ম্বর যুক্ত। কিন্তু সম্পূর্ণ হয় নাই এবং সংস্কারাভাবে ভগ্ন দশায় পতিত

হইয়াছে। পূর্ব্বকালে সংসারে এতাদৃশ পাপের আধিক্য না থাকায়, দেব মাহাত্ম্যেরও ন্যূনতা ছিল না। তৎকালে এই পরেশ নাথ শূন্যমার্গে এত উর্দ্ধে অবস্থিত ছিলেন যে অশ্বারোহী ব্যক্তিরাও তল দিয়া গমনাগমন করিতে পারিত। এক্ষণে পাপাতিশয্য বশতঃ দেব মহিমা ও হ্রাস হইয়া গিয়াছে তথাপি একেবারে লুপ্ত হয় নাই। এখনও পরেশ নাথ এক অঙ্গুলি পরিমাণ উচ্চে শূন্যমধ্যে আছেন। আমার একান্ত ইচ্ছাছিল তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখি, কিন্তু কার্য্যটী নিতান্ত অপ্রিয় হইবে এই ভাবিয়া বিরত হইলাম। ফলতঃ অনু-মান হইল ইহা পৃষ্ঠভাগে কোন স্থানে প্রাচীরের সহিত সংলগ্ন আছে। পাঠকবর্গ এমন বিবেচনা করিবেন না যে পুত্তলিকাটী লৌহময় এবং চুম্বকা কর্ষণে উর্দ্ধে সংরক্ষিত আছে, আমরা তদ্বিষয় উত্তম রূপ পরীক্ষা করিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছি-লাম।

ঐ দিবস অপরাহ্লে, বম্বে বাসী প্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠী রায় চাঁদ আর দুই তিন জন বণিক প্রবর সমভি-ব্যাহারে রায় বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। রায়চাঁদ প্রেমচাঁদের দানশীলতা আমাদিগের নিকট অপ্রকাশ নাই। যে কএক

দিবস এই স্থানে অবস্থিতি করা হইল তাহাতে এই সকল লোকের সহিত আলাপে ও আমোদ প্রমোদে প্রবাস জনিত নিরুল্লাস ভাব অপনীত হইয়া সুখে কাল যাপন হইল। অনন্তর ৯ই কার্ত্তিক আমরা সেরপুর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। সেরপুর কলিকাতা হইতে প্রায় সার্দ্ধ তিনশত ক্রোশ ঈষৎ দক্ষিণাংশ পশ্চিমে অবস্থিত। কিন্তু লৌহ বর্ত্ম তির্য্যগায়াত, সুতরাং আমাদিগকে অন্যূন ৫৫০ ক্রোশ ভ্রমণ করিয়া এই স্থানে উপনীত হইতে হয়।

আমরা রাকলাগ প্রত্যাগমন করিয়া তদ্দিবসই বম্বেগামী গাড়ীতে আরোহণ পূর্ব্বক প্রস্থিত হইলাম। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে এতৎ প্রদেশ সমৃদ্ধশালী বা বহুজনাকীর্ণ নহে। সুতরাং স্থানে স্থানে কেবল মৃণ্ময় কুটীর সমাকীর্ণ ক্ষুদ্র গ্রাম এবং পাহাড় পর্ব্বত ব্যতীত আর কিছুই নয়ন পথে পতিত হইল না। সন্ধ্যার পর বোশোয়ালে পৌছিলাম। বোশোয়াল বম্বে রেলওয়ের একটী প্রধান ষ্টেশন কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের সহিত তুলনা করিলে অতি যৎসামান্য বোধ হয়।

এ দেশটী এক্ষণে যেমন শ্রীহীন, পূর্ব্বে তাদৃশ

ছিল না। মোগল সম্রাট দিগের সময়ে এ দেশের অবস্থা অপেক্ষাকৃত অনেক উৎকৃষ্ট ছিল। জাহাঙ্গির বাদশাহের রাজত্ব কালে খানদেশ একটী শুবা, ও বুরহানপুর নগর তাহার রাজধানী ছিল। কুমার পার্ভিজ এখানকার শাসন কর্ত্তা ছিলেন। এবং সাজাহান বাদ শাহের সময় যখন আরঙ্গজীব দক্ষিণদেশের শাসন কর্ত্তা হন, তিনি অরঙ্গাবাদ নগরে স্বীয় রাজধানী সংস্থাপন করিয়াছিলেন। এই নগরটী তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। সিংহাসন অধিকার করিয়াও ইহা ভুলিতে পারেন নাই এবং মরণান্তে তাঁহার পূর্ব্ব আদেশ ক্রমে তদীয় দেহ এই স্থানেই সমাহিত হয়। আরাঙ্গবাদের অনতি দূরে দৌলতাবাদ। ইহার পূর্ব্বতন নাম দেবগিরি এই নগর বহুদিন পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্রীয় দিগের রাজধানী ছিল। ইহা পাঠান সম্রাট মহম্মদ টোগলকের এতাদৃশ মনোনীত হইয়াছিল, যে তিনি স্বীয় রাজধানী দিল্লি হইতে এই স্থানে আনিবার জন্য বারম্বার উদ্যোগ করিয়া ছিলেন। আমাদের দেশে মুগ্ধ বোধ ব্যাকরণের কথা প্রায় সর্ব্বসাধারণেই অবগত আছেন এবং অনেকে তাহার রচয়িতা বোপ দেবেরও নাম জ্ঞাত আছেন। কিন্তু এই অসামান্য ধীশক্তি সম্পন্ন মহাপুরুষ যে কোন্

দেশীয় তাহা বোধ করি অনেকেই জানেন না। বোপ দেব এই দেব গিরিতে বাস করিতেন। তিনি কেবল ঐ ব্যাকরণ দ্বারাই যে প্রকার বুদ্ধিকৌশল প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতেই তাঁহার নাম চির স্মরণীয় হইয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে ভাগবৎ গ্রন্থও তাঁহারই রচিত। গ্রন্থ খানির যে রূপ রচনা চাতুর্য্য তাহাতে তাঁহার বুদ্ধিমত্তা ও বিদ্যা বত্তার সহিত বিলক্ষণ সঙ্গত বটে।

আমরা অতঃপর প্রকৃত মহারাষ্ট্র রাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছি। প্রসিদ্ধ ভূপতি শালিবাহন এক কালে এই দেশের অধীশ্বর ছিলেন। মুসলমান সম্রাট দিগের রাজত্ব কালে মহারাষ্ট্র দেশ তাহাদের সম্রাজ্য সম্ভুক্ত হয়। তদনন্তর শিবজি কর্তৃক ইহা স্বতন্ত্র রাজ্যরূপে পুনঃ স্থাপিত হয়। ক্রমে ক্রমে পিসয়া দিগের অধীনে ইহা অতিশয় বিক্রান্ত হইয়া উঠে; এবং ইহার উপদ্রবে তাবৎ ভারত ভূমি যৎপরোনাস্তি উৎপীড়িত হইয়া ছিল।

ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি এবং এক কালে অত্যন্ত প্রবল হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে তাহা এমনই বিলুপ্ত হইয়াছে যে কোথাও কোন চিহ্ন পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হওয়া দুর্ঘট। এখান হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম চিন তাতার ব্রহ্মদেশ শ্যাম

প্রভৃতি যে সকল দেশে ব্যাপ্ত হয়, তথা তাহা বিলক্ষণ রূপে প্রচলিত আছে। এবং কোটী কোটী মনুষ্য সেই ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া রহিয়াছে; কিন্তু আমাদের দেশে এক্ষণে সাধারণে বৌদ্ধ ধর্ম্মের সামান্য পরিচয় পর্য্যন্ত অবগত নহে। মগধ দেশে তাহার জন্ম, বৃদ্ধি, এবং পুষ্টি হয়। কিন্তু সেই দেশেই গয়া ব্যতীত আর কুত্রাপি তাহার চিহ্ন লক্ষিত হওয়া দুর্লভ। পরন্তু মহারাষ্ট্রে ভূরি ভূরি কীর্ত্তি বিদ্যমান আছে যদ্দ্বারা কেবল বৌদ্ধ ধর্ম্মের নহে, তৎ কালীন ভারত বর্ষীয় দিগের শিল্প নৈপুণ্য ধর্ম্মবিষয়ক উৎসাহ সভ্যতা অধ্যবসায় প্রভৃতি বহুবিধ সগুণের প্রমাণ পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। এল্লোরা অজন্তা এবং ন্যাসিক ইত্যাদি স্থানে অতি অদ্ভুত কাণ্ড সকল প্রত্যক্ষীভূত হয়। এমন যে পাষাণ ময় পর্ব্বত তাহা উৎকীর্ণ করিয়া অতি পরি পাটী গৃহ মন্দিরাদি যথোচিত রূপে নির্ম্মিত হইয়াছে।

বোশোয়াল ষ্টেশনে কিয়ৎক্ষণ অবস্থিতি করিয়া বাষ্পীয় যান ধাবিত হইল। তাবৎ রাত্রি ভ্রমণ করিয়া ন্যাসিক রোড ষ্টেশনে প্রভাত হইল। এখান হইতে অনতিদূরে ন্যাসিক নগর। তথা গোদাবরী তীরে পঞ্চবটী। রামচন্দ্র এই স্থানে

তদীয় বনবাসের সময় কিছু দিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন, এবং তথা শূর্পনখার নিগ্রহ ও রাবণ কর্ত্তৃক সীতা হরণ হইয়াছিল।

ন্যাসিক রোড পরিত্যাগ করিয়া আমরা ইগুৎপুরা উপনীত হইলাম। তখন দিবাকর কিয়দ্দূর উন্নত হইয়াছেন। এই স্থান হইতে ঘাট পর্ব্বত আরম্ভ হইয়াছে। ইগুৎপুরা গিরিতলে সংস্থিত এবং ইহার দৃশ্য অতীব সুন্দর। সমুদায় বম্বে রেলওয়ের যে ভাগটী এই ঘাট পর্ব্বতের মধ্যে পড়িয়াছে তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত চমৎকার এবং রমণীয়। বাষ্পীয়যান যেমন এক একাণ্ড অজাগরের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিল; এবং মুহূর্ত্তেকের মধ্যে আমরা সমভূমি হইতে গিরি পৃষ্ঠে আরোহণ করিলাম। বোধ হইল বুঝি বাষ্পীয়যান সে কালের পুষ্পক রথের ন্যায় আকাশ পথেই চলিয়া যায়। অনন্তর আমরা ভূধর শিখর সকলের পরম শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলাম। নতোন্নত তাবৎ স্থানই নানা জাতীয় পাদপ সমূহে সমাবৃত থাকায় এক অভেদ ভাব মনোহর হরিদ্বর্ণ বিলোকনে নয়ন যুগল পরম প্রীত

হইল। এক এক বার বিষম গম্ভীর কন্দরের পার্শ্ব দেশ দিয়া যাইতে লাগিল। তখন অধোদৃষ্টি করিলে অন্তঃকরণ আতঙ্কে চমকিত হইতে থাকে। জামালপুরের সন্নিধানে যাদৃশ একটী পর্ব্বত সুড়ঙ্গ নিখাত হইয়াছে, এখানে তদপেক্ষা বৃহত্তর শতরটী সুড়ঙ্গ আছে। কোন কোনটী পার হইতে প্রায় তিন চারি মিনিট সময় লাগিল। যখন গাড়ী সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল তখন কি অন্ধকারই হইল। কিছু মাত্র দৃষ্ট হইল না। দর্শনেন্দ্রিয় সত্ত্বেও সম্পূর্ণ অন্ধের ন্যায় থাকিতে হইল। তাদৃশ নিবিড় অন্ধকার কখন কুত্রাপি প্রত্যক্ষীভূত হয় নাই। যাহাহউক শুভ্রকান্তি লোকেরা ধন্য! তাঁহারা বিদ্যার কতই আলোচনা ও বুদ্ধির কতই মার্জ্জনা করিয়াছেন। কেবল শরীরকে বহন করিয়া যে গিরিপুঞ্জ অতিক্রম করা একান্ত দুরূহ শ্বেতাঙ্গ লোকেরা সেই নগরাজিকে যথেচ্ছাপূর্ব্বক বিদীর্ণ ও নিখাত করিয়া সহস্র সহস্র মন ভার বাহী শকট শ্রেণী গমনের অতি সহজ এবং প্রশস্ত বর্ত্ম নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

আমরা পার্ব্বতীয় শোভা নিরীক্ষণ করিতে করিতে ক্রমে ঘাট পার হইয়া সমভূমিতে অবতীর্ণ হইলাম। কথিত আছে পুর্ব্বকালে এই প্রদেশ

পরশু রাম সমুদ্র হইতে উদ্ধার করেন, এই নিমিত্ত ইহা পরশুরামক্ষেত্র নামে অভিহিত ছিল। অধুনাতন ইহা কঙ্কন নামে উক্ত হইয়া থাকে। আমরা পরশুরাম ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া ক্রমশঃ বম্বের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম। কিন্তু যে, পশ্চম ভারতবর্ষের রাজধানী মহানগরীতে যাই-তেছি তদ্রূপ কোন লক্ষণ বিনোদিত হইল না। কেবল শিলাময় জলাভূমি ব্যতীত আর কিছুই নেত্রগোচর হইল না। বোধ হইল বুঝি কেবল বিজন সাগর নীরে অবগাহন করিবার উদ্দেশেই যাইতেছি। কল্যাণী ও টাণা নামক দুইটী মনুষ্য বাসস্থান দেখিলাম বটে, কিন্তু তাহা নগর আখ্যা-ভিধানের যোগ্য বলিয়া বোধ হইল না। পরন্তু সৌরাষ্ট্র ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে পূর্ব্বকালে কল্যাণী একটী বিক্রান্ত রাজ্যের রাজধানী ছিল। উল্লিখিত আছে যে তথা ভুবড় সোলঙ্কী নামে একজন প্রবল পরাক্রান্ত রাজা হইয়াছিলেন। তিনি বহুদেশ জয় করিয়াছিলেন এবং সৌরাষ্ট্রের উত্তর পঞ্চাসর পর্য্যন্ত স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই কল্যাণী যে এই স্থান তাহার বিশেষ নিদর্শন পাওয়া যায় না। ইহাও নির্দ্দিষ্ট আছে যে সেই নগর ইদানীন্তন দৌলতা-বাদ নগরের স্থানে অধিষ্ঠিত ছিল।

অনন্তর প্রান্তরে প্রান্তরে ভ্রমণ করিয়া পরে দুই একটী নারিকেল বাগান ও বাঙ্গলা দেখা গেল। তখনই জানিতে পারিলাম যে আমরা বম্বের উপনগরীতে আসিয়াছি। পরে বেলা এক টার সময় বাষ্পীয়যান বাইকালা ষ্টেসনে আগত হইল। তথা আমরা সকলে অবতরণ পূর্ব্বক বণিক-বর নরসিং নাথার উদ্যান বাটীতে গৃহীত হইলাম (১২ই কার্ত্তিক শুক্রবার)।

তদ্দিবস বিশ্রাম করিয়া পরদিন নগর দেখিতে বহির্গত হইলাম। প্রশস্ত রাজবর্ত্মে প্রবেশ করিয়াই দেখিলাম যে এখানে অশ্বযানের মধ্যে বগী গাড়ির চলনই অধিক। কলিকাতায় যে তাদৃশ ছক্কোরের প্রাদুর্ভাব এখানে তাহার অস্তিত্বই নাই। ছক্কোরের পরিবর্ত্তে বলীবর্দ্ধ উৎকৃষ্ট শকট ব্যবহৃত হয়। কিটনের ও বিলক্ষণ চলন আছে আর এক প্রকার অম্‌নিবাস নামক বৃহৎ গাড়ী ব্যবহৃত হইয়া থাকে অম্‌নিবাস গাড়ির বিবরণ অনেক ইংরাজী গ্রন্থে পাঠ করিয়া থাকিবেন কিন্তু সকলে দেখেন নাই। ইহা এক প্রকাণ্ড গাড়ী, তাহার ভিতরে ও উপরে উভয় স্থানেই বসিবার আসন আছে; এবং সমস্তাৎ ত্রিংশাধিক লোক বসিতে পারে। ইহা প্রধান প্রধান চক, চুপন্থা চতুষ্পন্থাতে

দাড়াইয়া আরোহী সংগ্রহ ও উত্তারণ পূর্ব্বক গমনাগমন করে। আমাদের ছক্‌ কোড়দ্বারা অম্‌নি-বাসের কার্য্য সাধিত হয়, কিন্তু ছক্‌ কোড় তাদৃশ সুখ জনক বা সুলভ নহে। পরন্তু অনেক বিষয়ে ছক্কোড় অধিকতর সুবিধা জনক, যথা ইহা যথেচ্ছা নয়নীয় এবং স্বল্প ব্যয় সাধ্য অথচ ইহা-তে অনেক স্বাধীনতা আছে। এক স্থানেই এই দুই প্রকার গাড়িই চলা দুষ্কর। কলিকাতায় অম্‌নিবাস প্রবর্ত্তিত করিলে, বোধ করি উত্তম রূপে চলে না। কলিকাতার সাধারণ ভাড়াটিয়া অশ্বযান অপেক্ষা বম্বের গুলি অপেক্ষাকৃত উৎ-কৃষ্ট, কিন্তু তাহাতে বম্বের বিশেষ গৌরব বর্দ্ধিত হয় নাই, কারণ তদ্বারা কেবল বম্বে বাসীদিগের অনুকরণ বৃত্তিরই আধিক্য দেখা যাইতেছে। অধি-কন্তু বগী গাড়ির মধ্যে বসিতেই ঘৃণা বোধ হয়, যেহেতুক অশ্ব চালকও আরোহীর সহিত একাসনে উপবেশন করে। গাড়ির সংখ্যাও তাদৃশ অধিক নহে। কলিকাতায় যেমন বেলা দশটার সময় এবং বৈকালে অজস্র গাড়ির গমনাগমনে নয়ন নিস্পন্দন দৃশ্য এবং শ্রুতি স্তম্ভন শব্দ সমুদ্ভূত হয়, এখানে তাহার কিছুই দৃষ্ট হইল না।

নগরের মধ্যে যে দিকে গমন করি প্রায় সেই

দিকই কেবল বাজারের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। বোধ হইল যেন বিদেশীয় লোকে কেবল বাণিজ্য করণাভিপ্রায়ে এই স্থানে সমাগত হইয়াছে। বাস্তবিক আদৌ তাহাই বটে। ঐশ্বর্য্য শালী স্থায়ী অধিবাসী সমাকীর্ণ নগরের যাদৃশ শোভা তদ্রূপ কোথাও দৃষ্ট হইল না। নগরের তাদৃশ শৃঙ্খলাও নাই। প্যার্সী, দক্ষিণী, গুজরাটী মাড়বারি এবং বিলাতী সকল লোকেই সম্মিষ্ট হইয়া বাস করিতেছে। এই প্রকার ব্যবস্থা অনেক বিষয়ে শুভ জনক ও উন্নতি ব্যঞ্জক বটে কিন্তু বড় বিশৃঙ্খল।

আমরা প্রথমতঃ কিল্লাভিমুখে চলিলাম। ঐ স্থানে প্রধান প্রধান বাণিজ্য নিলয় এবং কলিকাতার ধরণে নির্ম্মিত চারি পাচটী অভিনব অট্টালিকা আছে। তথা পূর্ব্বে একটী দুর্গ ছিল। কিন্তু তাহা ভগ্ন করিয়া তৎস্থানে গৃহাদি নির্ম্মিত হইয়াছে। কলিকাতার মধ্যে যেমন লাল দীঘী প্রভৃতি স্থান বম্বের মধ্যে ইহাও তদ্রূপ। পরন্তু লালদিঘী চকের সহিত ইহা কোন প্রকারেই তুল্য হইবার যোগ্য নহে। লালদিঘীর যে শোভা তাহার একাংশও লক্ষিত হইল না। আর্ম্মেনিয়ান গির্জার সমীপবর্ত্তী স্থানটী যদ্রূপ, ইহা তত্তুল্য,

হইলেও হইতে পারে, তবে বিশেষ এই যে আর্ম্মেনিয়ান গিরজার পার্শ্বস্থ বর্ত্ম অতিশয় সঙ্কীর্ণ এখানকার রাজ পথ প্রশস্ত। তদনন্তর আমরা সাগর তীরবর্ত্তী বিস্তৃত পন্থা যোগ জলধি কিল্লোল বিলোকোন করিতে করিতে কিয়দ্দূর গমন করিয়া পুনরায় নগরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম। এক্ষণে মাড়বাড়ি বাজারে আসিলাম। ইহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর জনাকীর্ণ। এই স্থানে মাম্বা দেবীর অধিষ্ঠান। কালীঘাটে যেমন কালীর সমারোহ এখানে মাম্বা দেবীরও প্রায় তদ্রূপই এই দেবীর নাম হইতেই বম্বে নগরের নামা করণ হইয়াছে। ইয়ুরোপীয় লোকেরা নগরের প্রকৃত নাম অপভ্রষ্ট করিয়া বম্বে রূপে আখ্যাত করিয়াছেন কিন্তু বাস্তবিক ইহার নাম বুম্বাই, এবং এই নামই দেশীয় লোকদ্বারা উক্ত হয়। মাড়বারি পরিত্যাগ করিয়া আমরা মহা লক্ষ্মীর মন্দির দর্শন করিতে চলিলাম। ইহা শিলাময় সিন্ধু পুলিনে প্রতিষ্ঠিত। সাগরোচ্ছ্বাস নিয়ত তীরে প্রতিঘাত হওয়ায় অবিরত গভীর নিস্বন সমুৎপাদিত হইতেছে, তদ্বারা নিরন্তর দেবীর উৎসব বাদ্য সমাধা হইতেছে। এখানে ভিক্ষুক মণ্ডলীর মধ্যে দুই এক জন বাঙ্গালী বৈষ্ণব বৈষ্ণবীও দৃষ্টিগোচর

হইল। মহালক্ষী স্থান হইতে মহা বালেশ্বর ও মালবার উপগিরি দর্শন করিতে প্রস্থিত হইলাম। এখানে বড় বড় সাহেব ও ধনাঢ্য বণিক দিগের আবাস গৃহ এবং বিলাস ভবন নির্ম্মিত আছে। এই স্থানটী অতি রমণীয় এবং ইহার দৃশ্য অতি চমৎকার। এক দিকে অদৃশ্য প্রতিকুল অর্ণবনীর নিবিড় নীল প্রভা বিস্তার করিয়া নয়ন রঞ্জন করিতেছে; অপর দিকে অব্যবহিত পরেই বিবিধ রাগ রঞ্জিত কাচ কার্য্য প্রধান উন্নত সৌধ বাজি ক্রমশঃ গিরি পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত শোভিত থাকায় এক নয়ন মনোহর পরম প্রীতিকর চারু দৃশ্য ধারণ করিয়াছে। এই স্থানে কিয়ৎক্ষণ বিচরণ করিয়া দিবাবসান কালে বাইকালা প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। কলিকাতায় যাদৃশ চৌরাঙ্গী, বম্বের পক্ষে বাইকালাও তাদৃশ বলিলে বলা যায়। কলিকাতার সহিত বম্বের সাদৃশ্য করা সর্ব্বতোভাবে সুসঙ্গত হয় না, যেহেতুক নগর দুইটী এক ভাবাপন্ন নহে; একটী সমগ্র ভারত ভূমির রাজধানী এবং এক বিত্তবশালী জন পদের উরোদেশে সংস্থাপিত; অপরটী পর্ব্বতময় মরু দেশের প্রান্তে অর্ণব কূলে দ্বীপের মধ্যে অবস্থাপিত বাহাহট্টিক রুক্ষকগুলি বিধায়ে বম্বে কলিকাতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। প্রথমতঃ দীর্ঘ প্রস্থে এবং

ঊর্দ্ধে, এই তিন প্রকারেই বড়। ঊর্দ্ধে ও বড়, এই কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে বম্বে নগরীতে অধিকাংশ গৃহই ত্রিতল এবং চতুর্তল, কলিকাতায় তদ্রূপ নাই। বম্বের মধ্যে লোক সংখ্যাও অপেক্ষাকৃত অধিক। দ্বিতীয়তঃ ইহা সমুদ্রতীরে অধিষ্ঠিত আর ইহার তলভূমি শিলাময়। তৃতীয়তঃ ইহার জল বায়ু উৎকৃষ্টতর। চতুর্থতঃ ইহা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং ইহার রথ্যা গুলিও বিলক্ষণ প্রশস্ত। বম্বের মধ্যে কুত্রাপি নাসা রোধ করিয়া গমন করিতে হয়না। কলিকাতার বাঙ্গালি টোলার যেমন নাক্কার জনক পূতি গন্ধে অন্নপ্রাসনের ভুক্ত তণ্ডুলও উদ্গীর্ণ হইয়া যায়, এখানে কোথাও তদ্রূপ হয়না। পরন্তু এতাদৃশ উৎকর্ষ ও সুবিধা থাকিলেও, বম্বে কোন ক্রমেই কলিকাতার সমতুল্য হইতে পারেনা, কোথায় বম্বে যেন কেবল বাজারের ন্যায় প্রতীয়মান হয়, আর কোথায় কলিকাতা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর রাজপুর। কলিকাতার প্রাসাদ শ্রেণী অবলোকন করিলে, কৃষ্ণ বর্ণ মানুষের নয়ন সার্থক বিবেচনা করা অবশ্য উচিত, কিন্তু বম্বের খাপরা-ময় ছাদ এবং সঙ্কীর্ণ কুটির বিশিষ্ট উচ্চ গৃহ সকল দেখিলে কৃষ্ণ বর্ণ হইয়াও আমাদিগের কৌতুক

জন্মায়। আর বম্বে বাসীদিগের স্থাপত্য শিল্প রস জ্ঞান কাচ কার্য্যেই প্রকাশ। তাহারা বুঝি মনে করে কতক গুলা শার্সী লাগাইতে পারিলেই অট্টালিকা সৌষ্ঠব যুক্ত হয়। কিন্তু কাচই দিউক আর যাহাই করুক খাপরাতেই সকল গৌরব নষ্ট করিয়াছে। আমাদের দেশে যদ্রূপ ঝড় বৃষ্টি হইয়া থাকে, বম্বে অঞ্চলে তদ্রূপ হইলে বোধ করি এই নগরকে প্রতি বৎসর আদ্যন্ত নূতন রূপে নির্ম্মাণ করিতে হয়। সমগ্র নগরের মধ্যে কেবল অভিনব মার্কেট বাটীই দ্রষ্টব্য।

অতঃপর সিদ্ধাচল আমাদিগের গন্তব্য স্থান। কথিত আছে এই পর্ব্বতে পূর্ব্বকালে জৈন দিগের আদি তীর্থঙ্কর ঋষভ দেব তপশ্চর্য্যা করিযাছিলেন তন্নিমিত্ত তাহা শত্রুঞ্জয় অথবা সিদ্ধগিরি নামে প্রসিদ্ধ। জৈন লোকে এই পর্ব্বতকে অত্যন্ত ভক্তি করে, এবং তদ্দর্শন, আরোহণ এবং পরিক্রম করাকে সর্ব্বপাপ ক্ষয় কারী মহাফলোপধায়ী জ্ঞান করে। এই গিরি দর্শনে পাপ রূপ শত্রুকে জয় করা যায়, তদর্থে ইহা শত্রুঞ্জয় নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহা সৌরাষ্ট্র উপদ্বীপে যাহার অধুনাতন নাম কাটিয়াড়, সেই দেশে পালিতানা নামক ক্ষুদ্র নগরের পার্শ্বে অবস্থিত। বম্বে হইতে দুই পথে ঐ

স্থানে যাওয়া যায়, যথা স্থল পথে বাষ্পীয় যান যোগে সুরাট অথবা আমেদাবাদ নগর হইয়া, এবং দ্বিতীয়তঃ একেবারে জলপথে অর্ণব যান যোগে ঘোঘা কিংবা ভাউ নগর বন্দরে উত্তীর্ণ হইয়া অবশিষ্ট ক্রোশ দশ বার স্থল যিমান যোগে গমন করিলেই হয়। শেষোক্ত পস্থানটাই মনোনীত হইল। যে হেওক তাহা অপেক্ষা কৃত ঋজু ও অল্পায়াস সম্ভব; এবং সংযাত্রী কৌতুহল ও তাহাই অনুমোদিত করিল। তদনুসারে ; সার বার্টল ফিয়ুর নামক এক বৃহত বাষ্পীয় পোত নিযুক্ত করা হইল।

রায়বাহাদুর বম্বে নগরে এই রূপ ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন, যে তদীয় ধর্ম্মাক্রান্ত যত লোক তাঁহার সমভিব্যাহারে সিদ্ধ গিরি দর্শন করিতে যাইতে ইচ্ছুক তৎ সমুদায়কে তিনি আপন ব্যয়ে তথা লইয়া যাইবেন। এই কথা শুনিয়া প্রায় এক সহস্র লোক প্রার্থী হইল। ঐ অর্ণবতরীর মধ্যে তত্তাবৎ লোকের স্বচ্ছন্দতা পুর্ব্বক সমাবেশ হওয়া অসম্ভব, সুতরাং অধিকাংশ যাত্রী বাষ্পীয় যান যোগে প্রেরিত হইল। তথাপি রায়বাহাদুরের স্বজন অনুচর বর্গ এবং অবশিষ্ট যাত্রী চারি শতাধিক লোক থাকিল পরন্তু তরণীখানিও প্রকাণ্ড। সারউ বেশনের পক্ষে ইহাদের কোন কষ্ট হইবার সম্ভাবনা ছিলনা।

১৮ ই কার্ত্তিক বন্দরে হইতে প্রস্থান করিবার দিন স্থির হইল। আমরা সকলে বেলা দ্বিপ্রহরের সময়ে পোতাশ্রিতাতে সমাগত হইলাম। সম্মুখে এবং দুইপার্শ্বে আগরোপ কুল যতদূর দৃষ্টিগোচর হইল দেখিলাম যে তত্তাবৎ ভাগই বিবিধ পোত রাজিতে সুশোভিত হইয়া রহিয়াছে। তৎকালীন নভোমণ্ডল নির্ম্মল ও নির্ব্বাত থাকায় সিন্ধু সলিল সমতল ভাবে তর তর করিতেছিল, এবং পূর্ণজ্যোতিঃ প্রভাকরের অংশুচ্ছটা প্রতিফলিত হওয়ায় অতিশয় চাকচিক্যময় রূপ ধারণ করিয়াছিল। তদুপরি ঐ সকল পোতমালা উদ্ভাবিত থাকায় দেখিতে অতি চমৎকার ও মনোরম হইয়াছিল। বন্দর ঘাট হইতে কিয়দ্দূর দক্ষিণ দিকে দীপ বাটীকা দৃষ্টি গোচর হইল। দীপ বাটীকা কি, এবং ইহা কি উদ্দেশে কোথায় সংস্থাপিত হয় তদ্বিষয়ে বোধ করি কেহ কেহ অনভিজ্ঞ থাকিতে পারেন। ইহা একটী অত্যুচ্চ গম্বুজ, তদুপরি এক প্রখর প্রভা বিশিষ্ট আলোক প্রজ্জ্বলিত করা হয়। ইহা পোতাশ্রিতাতে, নদীর সাগর সঙ্গমে, এবং জল সঙ্কট সময়ে স্থাপিত হয়। তাহার তাৎপর্য্য এই [illegible] অন্ধকারে নাবিকেরা ঐ সকল [illegible] পূর্ব্বক [illegible] স্ব স্ব পোত চালা-

হইতে পারে। দীপ বাটীকা স্থানে স্থানে, নির্দ্দিষ্ট থাকায়, নাবা কার্য্য অতি সুগম ও নিরাপদ হইয়াছে। এতদ্বারা সাগর পথও স্থল পথের ন্যায় পরিচিত হইয়া পড়িয়াছে। অর্ণবশৈল, বালুকা-পুলিন প্রভৃতি যাবতীয় বিপদজনক স্থানে পোত ভগ্ন ও জলমগ্ন হইবার বিঘটন সম্ভাবনা প্রায় নিরাকৃত হইয়াছে।

বম্বে বন্দর অতি প্রশস্ত। ইহার উত্তর পশ্চিম দিকে বম্বে দ্বীপ এবং দক্ষিণ দিকে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে, তন্মধ্যে লিক্যাণ্টা সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। এই দ্বীপের মধ্যে শৈল নিখাত করিয়া অতি পরিপাটী এবং সুদৃশ্য রূপে নানা প্রকার মূর্ত্তি সকল খোদিত আছে। তৎ সমুদায় বৌদ্ধ দিগের কৃত ভারতবর্ষে উৎ কীরণ বিদ্যার যে কীদৃশ উন্নতি হইয়াছিল, তদ্বারা তাহার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। সেই সমস্ত প্রতি-মূর্ত্তি গুলি এমন সুচারু রূপে খোদিত যে তাহার মধ্যে অনেকগুলি দূর হইতে দেখিলে জীবৎমান বলিয়া ভ্রম হয়। বম্বে বন্দরে, পোত সকলের আগম নির্গম পথ নৈঋত কোণ দিয়া।

সমভিব্যাহারী যাত্রী ও দ্রব্যাদি পোতে প্রেরণ করিবার নিমিত্ত অনেকগুণ বন্দর ঘাটে

অবস্থিতি করিতে হইল। তখন চতুষ্পার্শ্বস্থ কৃত্রিম ও নৈসর্গিক ব্যাপার সমস্ত বিলোকন করিতে করিতে অন্তঃকরণে যে কীদৃশ চিন্তা ও ভাবের উদয় হইল তাহা ব্যক্ত করা আমার সাধ্যাতীত। এক এক বার মনে হইতে লাগিল যে পুরাণ মধ্যে কবি গণ যাহাকে রত্নাকর এবং দধি ক্ষীর লবণ প্রভৃতির নিধান বলিয়া নানা অদ্ভুত উপাখ্যানে বর্ণনা করিয়াছেন, সেই সমুদ্র তো সম্মুখে বিদ্যমান দেখিতেছি, ওহ। ভাগ্যে ইংরেজ মনুষ্য এবং ইংরেজী বিদ্যা ও সভ্যতা ব্যাপ্ত হইয়াছে, তাই আমাদের জ্ঞান চক্ষুঃ কিঞ্চিৎ প্রস্ফুটিত হইয়া কতক কতক দর্শন শক্তি জন্মিয়াছে, নচেৎ আমরা কি গণ্ড গবাই থাকিতাম। বাসুকি সর্পও বিশ্রাম পাইয়াছে, নচেৎ তাঁকাকে অদ্যাপিও এই সপ্ত দ্বীপা দধি ক্ষীর সাগর বেষ্টিতা পৃথিবীকে বহন করিতে হইত। এই বিষয় আন্দোলিত হওয়ায় একটী বড় কৌতুক জনক কথা মনে হইল। একদা কোন গুলিখোর গুলির দোকানে বসিয়া গুলি খাইতেছিল এমন সময়ে ভূমিকম্প হওয়ায় চমকিত হইয়া নেশার আবেশে অন্য একজন গুলিখোরকে বলিল ভাই ছেলে পিলা নিয়ে সাপের মাথায় বাস; বড় সংকটেই থাকিতে হয়। কি জানি কোন

সময় বেট্‌া ফেলিয়া দিবে, তখন সর্ব্বনাশ হইয়া যাবে।

যাহা হউক এই প্রকার নানা রসের ভাবনায় আমার মোহ জন্মিল। আমি এক প্রকার বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া আপন খেয়ালেতেই মত্ত থাকিলাম। অনন্তর এক খানি নৌকা আরোহণ পূর্ব্বক পোতা-ভি মুখে চলিলাম। বাষ্পীয় তরণী খানি তট হই-তে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ অন্তরে নঙ্গর বদ্ধ ছিল। নৌকা যোগে যাইতে যাইতে দেখিলাম, যেমন নভো মণ্ডলে নক্ষত্র পুঞ্জ বিক্ষিপ্ত আছে, তদ্রূপ বন্দর মধ্যে পোত সকল দৃশ্য মান হইতেছে। ক্রমে পোত সন্নিধানে উপনীত হইলাম। ইহা অতি প্রকাণ্ড এবং উচ্চ। অধিরোহণী যোগে উপরে আরোহণ করিলাম। পোত খানি সুস-জ্জিত ইহার কলটী বিবল এবং দ্বিকুণ্ড সমন্বিত। ইহার অধস্তন ভাগে কল, তদুপরি মধ্যস্থলে দ্রব্যাগার, তাহার উপর তলে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কুটীর, আর অবশিষ্ট ভাগ তৃতীয় শ্রেণী তাহার উপর তলও পাল্লাধিকরণ। এই তলের, পশ্চাৎ ভাগে কর্ণধার কর্ণাবর্ত্তক ধারণ করিয়া থাকে। এবং পুরোভাগে [illegible] অধিষ্ঠান। ইহাতে দিগ্দর্শন যন্ত্র সংস্থাপিত আছে এবং

পোতাধ্যক্ষ প্রভৃতি নাবিকগণ দূরবীক্ষণ সংযো-
জনা পূর্ব্বক যথাপথে পোত চালিত করে। এই
স্থলের উপর পোতের ছাদ। ছাদ অতিশয় ঘন
জলাবরোধক ক্যান্ভাস দ্বারা মণ্ডিত। তদুপরি
গুণ বৃক্ষ গুলি উন্নত হইয়া রহিয়াছে।

বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহরের সময় বন্দর নায়ক
পোত চালাইয়া দিল। বন্দর মধ্য দিয়া যাইতে
যাইতে একখানি বিশাল রণ তরি দৃষ্টি গোচর
হইল। দূর হইতে বোধ হইতেছিল যেন একটা
প্রকাণ্ড শ্বেত শৈল সাগর গর্ভ হইতে উন্নত হইয়া
রহিয়াছে। যখন সমীপবর্ত্তী হইলাম, তখন দেখি
যে উহা এক বৃহৎ অর্ণবযান। তোপ সন্নিবেশ
ছিদ্র গুলি ও উত্তমরূপ দৃষ্ট হইল। রণতরি এক-
টী ভাব মান্ দুর্গ স্বরূপ।

প্রায় এক ঘণ্টার মধ্যে বাষ্পীয় পোত বন্দর
হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আরব্য সাগরে প্রবেশ
করিল। তখন বন্দর নায়ক প্রত্যাবর্ত্তন করিল,
এবং পোতাধ্যক্ষ উত্তর মুখে পোত চালাইয়া
দিল। কাটি বাড় দেশে যাওয়া আমাদের উদ্দেশ্য,
সুতরাং উপকূল হইতে দূর দিয়া পোত চালনের
প্রয়োজন ছিল না, তথাপি এক এক বার যখন তীর
অদৃশ্য হইতে লাগিল, তখন কেবল নীল বর্ণ বারি-

ত আর কিছুই লক্ষিত হইল না। তখন ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করিয়া দেখি; নীল প্রভ নভশ্চন্দ্রাতপ গোলার্দ্ধ সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। এবং তত্তলে অকূল সিন্ধু সলিল নিবিড় নীলি মায় রঞ্জিত হইয়া রহিয়াছে। এই সময়ে অন্তঃ করণে যে কি চমৎকার ভাবের উদয় হইল, তাহা বর্ণনাতীত।

কিয়ৎ ক্ষণ; পরে এক জন নাবিক আমাকে জিজ্ঞাসা করিল যে আপনি কেমন আছেন। আমি তাহার তাদৃশ আগন্তুক উদ্ধত প্রশ্নে একান্ত বিরক্ত হইতে হইতে যুগপৎ স্মরণ হইল যে অনভ্যাস্ত ব্যক্তি দিগের নূতন সংযাত্রায় এক প্রকার সামুদ্রিক পীড়া হয়, এবং নাবিক তদুপলক্ষেই আমাকে ঐ কথা প্রশ্ন করিয়াছে। অনতিবিলম্বেই দেখিতে পাইলাম যে অনেকের ভয়ানক বমন হইতেছে। কেহ কেহ তদবধি একবারে নির্জীব হইয়া পড়িল এক এক বার আমাদিগের শরীরও এমন হইল যে-বাঁম হয় আর কি। পরন্ত সেই সময় কিছু সাবধান হওয়ায় এবং দণ্ডায়মান হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ না করিয়া নিস্তব্ধ ভাবে ক্যাবিনের মধ্যে শয়ন করিয়া থাকায় সেই অসুস্থাবস্থার উপশম হইল।

অনন্তর একটু বেগবান বায়ু উত্থিত হইল। এপর্য্যন্ত পবন সঞ্চার অতি মৃদু ছিল, এবং যে সামান্য হিল্লোল উঠিতেছিল তাহা আমরা বিশেষ অনুভব করিতে পারিনাই। কিন্তু এক্ষণে ছয় সাত হাত উচ্চ হইয়া তরঙ্গ উঠিতে লাগিল, তদ্দ্বারা অর্ণবতরি এমনই দুলিতে থাকিল, যে নিরবলম্বন হইয়া দণ্ডায়মান থাকিতে পারা গেল না। তদ্দর্শনে কোন কোন, বাঙ্গালীর আতঙ্ক উপস্থিত হইল। যদি সেই অবস্থায় বাঙ্গালীরা একাকী পতিত হয় এবং চতুষ্পার্শ্বে অপরাপর লোককে তদ্রূপ অনা বিষ্ট ওনিশ্চিন্ত দেখিতে না পায়, তাহা হইলে তাহারা আসন্ন কাল বিবেচনায় স্ব স্ব ইষ্ট দেবতার নাম গ্রহণ অথবা আপন আপন অপত্য কলত্রাদির মুখাবলোকনে জন্মের মতন বঞ্চিত হইল ভাবিয়া হাহাকারে আর্ত্তনাদ করে। কিন্তু পশ্চিম [illegible] স্ত্রী পুরুষ গণ কিছু, মাত্র শঙ্কিত, উদ্বিগ্ন বা চঞ্চল হয় নাই। তাহারা পূর্ব্বমত স্বচ্ছন্দে আমোদ আহ্লাদ করিতে ছিল। আমাদের বঙ্গ দেশের মাটির যেমন গুণ এমন আর কুত্রাপি নাই। বঙ্গদেশে সকলই ভয়ানক এবং বিপরীত, তথা জল বায়ু প্রভৃতি নৈসর্গিক অবস্থা সমুদায়ও যেমন বিগুণ, তেমনই দেশাচার গুলিও চুড়ান্তরূপে

চমৎকার। ভারতবর্ষের [তাবৎ ভাগেই একই হিন্দু ধর্ম্ম চলিত, কিন্তু বঙ্গদেশে তাহার যত শাখা প্রশাখা এবং তজ্জনিত যত কুসংস্কাররূপ বিষময় ফল উৎপন্ন হইয়াছে, তত অন্য কোন প্রদেশেই হয় নাই। মহারাষ্ট্র, সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে হিন্দু ধর্ম্ম বিলক্ষণ প্রবল, কিন্তু তথা তাদৃশ উন্নতি বাধক কুসংস্কার প্রায় একটী ও নাই। আমাদের দেশে যে-মন সমুদ্র গমনে এবং যবন সংসৃষ্ট পোতে আহারা দি করিলে সমাজচ্যুত এবং জাতিভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা অদ্যাপি বিদ্যমান আছে; ঐসকল দেশে তেমন কদাপি নাই। আমাদিগের সঙ্গে ঐ দেশের বিস্তর নর নারী ছিল তাহারা অবলীলাক্রমে পান ভোজন করিতে লাগিল কিছু মাত্র দ্বিধা বা উৎকণ্ঠা লক্ষিত হইল না। আমি তাহাদের তদ্রূপ ব্যবহার দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। স্ত্রীলোকেরা নিরুৎকণ্ঠে পুরুষ দিগের সংসর্গে বসিয়া রহিয়াছে এবং তাহাদের সহিত অবাধে কথোপকথন ও হাস্যালাপ করিতেছে, অথচ কোন প্রকার দূষ্য ভাবের লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। আহা! আবার আমাদের দেশের দশা দেখ। এখানে অবলা গণ শান্তিপুরের স্বচ্ছ বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক অন্তঃপুরে আবদ্ধ আছেন আর যদি লজ্জা বাহিরে নির্লজ্জ হইতে

হয় তবে তাহাদিগকে যথা সাধ্য আচ্ছাদিত করিয়া স্বতন্ত্র রুদ্ধ রাখা হয়। কিন্তু যে উদ্দেশে তাদৃশ উৎপীড়ন তাহা যে কতদূর সুসিদ্ধ হইতেছে তদ্বিষয়ে বোধ করি কেহই অনভিজ্ঞ নন।

বাষ্পীয় পোতঅনবচ্ছেদে তাবৎ রাত্রি ধাবমান হইয়া পর দিন বেলা এক প্রহরের সময় তাপ্তি নদীর সঙ্গম সম্মুখে উপনীত হইল। ঐ নদীর মুখ বিজ্ঞানার্থ তথা একটা দীপ বাটিকা সংস্থাপিত আছে আমরা পোত হইতে তাহা উত্তম রূপে দেখিতে পাইলাম। এক্ষণে আমরা খাম্বাৎ খাড়িতে প্রবিষ্টহইয়া ছিলাম। আর কিয়দ্দূর উত্তরাভিমুখে গমন করিয়া পশ্চিম দিকে কাঠিবাড় কূল নেত্র গোচর হইল। কিঞ্চিৎ পরে দূর বীক্ষণ যন্ত্রের সহায়তায় আমাদিগের গন্তব্য স্থান সিদ্ধ গিরও দেখিতে পাইলাম

অনন্তর তাবৎ দিবা বাষ্পীয় পোত নিরন্তর ছড় ছড় শব্দ দ্বারা কর্ণ কুহরকে আঘাত করিতে করিতে রাত্রি এক প্রহরের সময় গোঘা বন্দরে সমাগত হইল। সেই রজনী যোগেই প্রায় সকলে তীরে উত্তীর্ণ হইলেন, কেবল আমরা কএক জন পোত মধ্যে রহিলাম এবং মন্দ মন্দ সৈন্ধব সমীরণ দ্বারা শরীর শীতল হওয়ায় পরম সুখে নিদ্রা গেলাম। পরদিন প্রাতঃকালে পোত হইতে নামিয়া

নগর মধ্যে শেট ভাইয়ের ধর্ম্মশালায় অবস্থিত করা হইল। ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রদেশে তীর্থ যাত্রী এবং পথিকদিগের অবস্থানের বিলক্ষণ সুবিধা আছে। প্রায় সর্ব্বত্র ধর্ম্মশালা নির্ম্মিত আছে। আমাদিগের দেশের ধনাঢ্য ব্যক্তিরা যাদৃশ অসৎপাত্রে দান এবং বৃথা আড়ম্বর ও ধুম ধাম দ্বারা যশো বিস্তারের অভিমানাত্মক বাসনায় রত থাকেন, এতদ্দেশীয় লোকেরা নিতান্ত তদ্রূপ নহে। ইহাদের দানশীলতা দ্বারা সমাজের অনেক বাস্তবিক উপকার দর্শে। আমাদের দেশের সমৃদ্ধিশালী লোকেরা যে প্রণালীতে অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন তাহা প্রকৃত বদান্যতা বলিয়া কখন গণ্য হইতে পারেনা, তাহা অমিতব্যয়িতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। এমন সচরাচর ঘটিয়া থাকে যে কোন ব্যক্তি হয়ত একটা শ্রাদ্ধ করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়া বসেন, শেষে অন্নাচ্ছাদনের নিমিত্ত মহাকষ্ট পাইতে হয়। এ দেশীয় লোক দিগের অর্থাতিশয্য কেবল তাদৃশ বৃথা আড়ম্বর যুক্ত কার্য্যে ব্যয়িত হয় না। তাহারা এমন সকল কীর্ত্তি স্থাপনে প্রবৃত্ত হয়, যদ্দ্বারা জন সমাজের স্থায়ী মঙ্গল সাধিত হয়। ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ এই সকল অনুষ্ঠানের এক উদাহরণ স্থল। অস্মদ্দেশে

কোন বিদেশীয় অথবা অপরিচিত লোক আসিলে তাহাদের অবস্থানের একান্ত অসুবিধা। তখন যদি তাদৃশ দোকান থাকে, তবে তন্মধ্যে অবস্থিতি, অথবা কোন গৃহস্থের বাটীতে আতিথ্য স্বীকার, আর এ সমুদায়ের অসদ্ভাবে বৃক্ষমূল আশ্রয় করিতে হয়।

আমরা ২০এ কার্ত্তিক ঘোঘা উপনীত হই। ইহা বম্বে হইতে এক শত ক্রোশ উত্তরে খাম্বাৎ খাড়ির পশ্চিম কূলে অবস্থিত, এবং কলিকাতার ৫৫০ ক্রোশ পশ্চিম। ইহা ইংরাজ অধিকার সম্ভুক্ত সম্প্রতি ভাউ নগর বন্দর প্রবল হওযায় ইহা অনেক শ্রীহ ন হইযাছে। এ দেশে স্বল্প বর্ষা হয়। মৃত্তিকা অত্যন্ত নীরস এবং মোড়া মাটির ন্যায় শ্লথ, এতন্নিবন্ধন ভয়ানক ধুলা হইযা থাকে। কি নগরে, কি গ্রামে, অথবা প্রান্তর অন্তর্গত পথে সর্ব্বত্রই অতিশয় ধুলা। যখন শকট যানাদি চলিতে থাকে, তখন অগাধ রেনু রাশি উত্থিত হইয়া দিঙমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, এবং দৃষ্টি রোধ হইবার উপক্রম হয়।

কাঠিবাড়ের যে অংশে ঘোঘা, সেই অঞ্চলে প্রধানতঃ কোলী লোক দিগের বাস। টোগলখ্ সাহ্ সম্রাটের সময়ে এই প্রদেশে পীরম নামে

এক পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তিনি কতিপয় দিল্লী বাসী বণিকের মহামূল্য পণ্য দ্রব্য লুট করায় বাদশাহ তচ্ছ্রবণে ক্রোধান্বিত হইয়া সসৈন্য ঘোঘা আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করেন। পীরম প্রাণ পণে যুদ্ধ করিয়া শেষে সমর শায়ী হন। তাঁহার পতন স্থানে কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মিত আছে এবং তাহা অতি পবিত্র বলিয়া গণ্য। ভাউ নগরাধিপতি যখন ঘোঘা আইসেন তখন তিনি প্রথমে পীরমের মন্দির দর্শন করেন, তবে অন্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হন।

আমরা অপরাহ্নে ঘোঘা হইতে প্রস্থান করিলাম। সমস্ত রজনী নিষ্পাদপ শিলাময় ভূমির উপর দিয়া ভ্রমণ করিয়া পরদিন বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইলে পালিতনায় উত্তরিলাম। পথি মধ্যে এক প্রকার অপূর্ব্ব দৃষ্ট জন্তু নয়ন গোচর হইল: ইহাদের অবয়ব প্রায় অশ্বের ন্যায় পুচ্ছ মৃগ পুচ্ছের ন্যায়, এবং গলদেশের অধিভাগে একটী কুজ আলম্বিত আছে। এই জন্তুর নাম নীলগো, সাধারণে রোস কহিয়া থাকে। ইহারা তৃণজীবী কিন্তু গ্রাম্য নহে; পরন্তু পালিত হইলে অনেক উপকারে আসিতে পারে। একটী কুসংস্কার প্রচলিত থাকায়, কেহ ইহাদিগকে পালন করে না।

পালিতানা নগর অতি ক্ষুদ্র এবং একটী সামান্য রাজ্যের রাজধানী। পুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, গৃহ গুলি প্রায় প্রস্তর অথবা ইষ্টক নির্ম্মিত বটে কিন্তু গঠন সৌষ্টব অথবা বাসসৌখ্য কিছুমাত্র নাই। রাজ প্রাসাদও তদনুরূপই। এ-দেশের গৃহ নির্ম্মাণ সম্বন্ধে আর একটী কথ বক্তব্য আছে। দ্বিতল এবং ত্রিতল গৃহের অধিরোহিণী প্রায় অবশ্যই কাষ্ঠ নির্ম্মিত। উহার তাৎপর্য্যও অনায়াস বোধ গম্য। পূর্ব্বে এতদঞ্চলে অত্যন্ত দস্যু-ভয় ও অরাজকতা বশতঃ সর্ব্বদাই লুঠপাট ও দৌরাত্ম্য হইত। এই কারণে কাষ্ঠময় সোপান প্রচলিত। যখন শত্রুরা আক্রমণ করিত তখন সোপান উত্তোলন করিয়া লইলে সহসা এবং সহজে লুঠ করিতে পারিত না। নগরের মধ্যে একটী অতি উচ্চ মসজিদ নির্ম্মিত আছে। তাহা অনেক দূর হইতে দৃষ্টিগোচর হয়। করর্ণেল টাড লিখিয়াছেন যে তাহা গয়াসুদ্দিন বুলবনের জ্যেষ্ঠ পুত্র কর্ত্তৃক স্থাপিত।

নগরের বহির্দ্দেশে ধর্ম্মশালায় আমাদিগের আবাস নির্দ্দিষ্ট হইল। ইহার দক্ষিণদিকে শত্রু ঞ্জয় নগ পুরুষ বিরাজিত আছে। সর্ব্বদাই এই পাহাড় দর্শন করিতে যাত্রী আইসে; বিশেষতঃ

কার্ত্তিক ও চৈত্র পূর্ণিমা রত্নদর্শনের বিশেষ মাহাত্ম্য থাকায়, তৎকালে বিস্তর যাত্রী সমাগত হয়। ২৩ এ কার্ত্তিক পূর্ণিমা উপলক্ষে নানাবিদেশ হইতে জৈন ধর্ম্মাবলম্বী সহস্র সহস্র ব্যক্তি সমবেত হইয়াছিল। কএক দিন এই ক্ষুদ্র নগরে বিলক্ষণ জনতা ও মহাসমারোহ থাকিল। তীর্থ যাত্রীর মধ্যে সর্ব্বত্র স্ত্রীলোকের ভাগই অধিক দেখা যায়। পূর্ণিমার দিবস প্রত্যুষাবধি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন যাত্রী দিগের গমনাগমন হইতে লাগিল আমিও তদ্দিবস মন্দির দর্শন করিতে পর্ব্বত আরোহণ করিলাম। নগর হইতে গিরিশিখর পর্য্যন্ত একটী প্রশস্ত বর্ত্ম নির্ম্মিত আছে। গিরি-সমীপবর্ত্তী হইয়া ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করিয়া এক চমৎকার দৃশ্য অবলোকন করিলাম নানা দেশীয় বিবিধ। পরিচ্ছদ পরিহিত বহু সংখ্যক নরনারী পুঞ্জ পুঞ্জে স্ব স্ব ভাষায় কথোপকথন এবং সংকীর্ত্তন করিতে করিতে পর্ব্বতে আরোহণ করিতেছে। বস্ত্রাবৃত উষ্ণীষ ধারী গুজরাটী, অপরূপ বেশ মারবাড়ী চূড়াঙ্কুর সমন্বিত শীর্ষক বাহক কচ্ছবাসী, বহুবর্ণী বাজালা ইত্যাদি নানারূপের নানা জাতীয় মনুষ্য উঠিতেছে। সকলেরই প্রাণেই উৎসাহ, এবং বদিত

উঠিতে উঠিতে অত্যন্ত হাঁফ ধরিতে ও ক্লান্ত হইতে লাগিল. তথাপি কাহারও তাহা লক্ষ্য হইল না। অধঃস্থল হইতে গিরি কুট পর্য্যন্ত পথের মধ্যে মধ্যে আরোহীদিগের বিশ্রামার্থ বিশ্রামাগার নির্ম্মিত আছে, এবং তৃষ্ণার্ত্ত দিগের জলপানার্থ পরিচারক নিযুক্ত আছে।

আমরা ক্রমশঃ পর্ব্বত শিখরের সমীপবর্ত্তী হইলাম। অন্তর হইতে দুই একটী উচ্চ মন্দিরের চূড়া দৃষ্ট হইতে ছিল, কিন্তু এক্ষণে কেবল একটী সুদৃঢ় দুর্গের প্রাচীর দেখিতে পাইলাম। স্থানে স্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে যে ইংরাজ আধিপত্যের পূর্ব্বে এতদ্দেশে ভয়ানক অরাজকতা ও উপদ্রব প্রাদুর্ভূত ছিল। বিশেষতঃ জৈনরা ভিন্ন ধর্ম্মী, তন্নিবন্ধন তাহারা হিন্দুদিগের বিদ্বেষ ভাজন। তাহাদের দেবালয় ইত্যাদি লুঠ করিতে হিন্দু মুসলমান কাহারও কিছুমাত্র সঙ্কোচ হইত না, বরঞ্চ সমধিক উৎসাহই হইত। সুতরাং জৈন দিগকে তন্নিমিত্ত সাতিশয় সাবধান থাকিতে হইত। যে যে স্থানে তাহাদের প্রধান প্রধান দেবালয়, তত্রাবৎই সংরক্ষিত দুর্গ সন্নিবিষ্ট। শত্রুঞ্জয় পর্ব্বতেও তদ্রূপ এক দুর্জ্জয় দুর্গ রচিত আছে; তাহার উত্তুঙ্গ গম্বুজ গুলিতে অদ্যাপি তোপ সকল আরোপিত আছে।

আমরা সিংহদ্বার দিয়া দুর্গমধ্যে প্রবেশ করি-লাম। দুর্গের অভ্যন্তরে অতি চমৎকার পরম সুশোভন মন্দির রাজি সারি সারি বিরাজিত রহিয়াছে। তৎসমুদায় অতি পরিপাটিরূপে গঠিত হইয়াছে, দেখিলে নয়ন সফল বোধ হয়। স্থাপত্য শিল্প কারুকার্য্যে জৈনরা এবং বৌদ্ধরা ভারতবর্ষে যাদৃশ উৎকর্ষ দেখাইয়াছে, বোধ করি ভূমণ্ডলে অপর কুত্রাপি তাদৃশ প্রদর্শিত হয় নাই। প্রস্তরকে কি চমৎকার রূপেই উৎকীর্ণ করিয়াছে!

গিরিকূটে যত দেবালয় আছে তন্মধ্যে আদি-সুরের মন্দির ও চতুর্ম্মুখ নামক মন্দির, এই দুইটীই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও প্রাচীন। কিঞ্চিদধিক পাঁচ শতাব্দ অতীত হইল ইহারা নির্ম্মিত হইয়াছে। মতি সাহার মন্দির ইহাদেরই অধস্পদবী। এত-দঞ্চলে মতি সাহার যে প্রকার কীর্ত্তি কলাপ দৃষ্টিগোচর হয় এবং যে প্রকার যশঃকীর্ত্তন শ্রুতি-গোচর হয়, তাহাতে বিলক্ষণ অনুভব হয় যে ভারতবর্ষে ইদানীন্তন কালে তত্তুল্য ধনাঢ্য লোক কেহ হইতে পারে নাই। উপরোক্ত কয়টী ব্যতীত আরও ছোট বড় প্রায় একশত মন্দির আছে। তৎসমুদায়ের আদ্যন্ত বর্ণনা করা আমার সাধ্য নহে, যেহেতুক কেবল দুই তিন বার দেখিয়াছিলাম,

তাহাও সমস্ত মর্ম্মরময় । আর বর্ণনা করিলেই থাকে পড়িবেনা। যাহাউক জিজ্ঞাসা সূত্রে অবগত হওয়া যায় যে সমুদয় মন্দির নির্ম্মিত হইতে প্রায় দুই কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। বাস্তবিক যেরূপ বৃহৎ ব্যাপার তাহাতে তাদৃশ অর্থব্যয় হওয়া অসম্ভব নহে।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে শক্রঞ্জয় পর্ব্বতে ঋষভদেব তপস্যা করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত ইহার এত মহাত্ম্য। ঋষভদেব বর্ত্তমান সময়ের আদি তীর্থঙ্কর, তজ্জন্য তিনি আদিশ্বর অথবা আদি নাথ নামেও খ্যাত। জৈন শাস্ত্রে উক্ত আছে যে তিনি নাভ রাজার পুত্র এবং অযোধ্যাতে তাঁহার জন্ম হয়। পরন্তু হিন্দু শাস্ত্রের সহিত মিলাইলে দেখা যায় যে তিনি স্বায়ম্ভুব মনুর বংশ সম্ভূত রাজা প্রিয়ব্রতের পুত্র, যাঁহার অন্যতর নাম আগ্নীধ্র। ঋষভদেবের মুক্তি হইলে তদীয় পুত্র ভরত অষ্টা-পদ নামক পবিত্র স্থানে তাঁহার এক স্বর্ণময় মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া ছিলেন। এক্ষণে জৈনরা সেই স্থানটী কোথায়, তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারেনা, কেবল এই বলিয়া নিশ্চিন্ত হয় যে তথা সাধারণ মনুষ্য যাইতে পারেনা, সেখানে কেবল দেবতা অথবা পুণ্যবান ব্যক্তি তপোবলে যাইতে পারে।

যাহা হউক সেই স্থান টীর যে প্রকার বর্ণনা আছে তাহাতে আমার বিলক্ষণ অনুভব হয় যে তাহা তি- ব্বত দেশের অন্তর্গত লাসা নগর। তিব্বত বাসিরা যে প্রধান লামার উপাসনা করে, বোধ হয় প্রবক্ত দেব সেই লামা।

একণে জৈন দিগের ঠাকুর পূজা সম্বন্ধে দুই এক কথা বলা যাউক। দেব সেবার নিমিত্ত লোক নিযুক্ত থাকে, মালি এবং শ্রীমালি ব্রাহ্মণ এই দুই জাতিই সাধারণতঃ ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত হয়। তাহাদের কার্য্য এই যে মন্দির পরিষ্কার রাখিবে, আমাদের ঠাকুর দিগকে যেমন ঘণ্টায় ঘণ্টায় ভোগ দিতেহয় এবং বিবিধ উপাচার সমন্বিত নৈবেদ্য প্রদান পুরঃ- সর পূজা করিতে হয়, জৈনদিগের তাদৃশ কোন গোলোযোগই নাই। তাহাদের দেবতা সকল যোগী বেশে উপবিষ্ট, এবং কৃষ্ণ বিষ্ণু মাকাল ষষ্ঠীর ন্যায় ঔদারিক নহে। আর আমাদের ব্রাহ্মণেরাই যেমন সর্ব্বে সর্ব্বা, কলে কৌশলে প্রব- ঞ্চনা করা যেমন তাঁহাদের ধর্ম্ম, জৈনদের তদ্রূপ নহে। জৈনদের গুরুরা তাদৃশ শঠধর্ম্মী নহে; এবং গুরুরা নিরপেক্ষ হইয়া জৈনরা স্বয়ং দেব পূজা করিতে পারে। মোহ ত্যাগ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় নিগ্রহ এবং ভক্তাত্মক প্রবৃত্তি দমন পূর্ব্বক জ্ঞানং সকলই

উহাদের ধর্ম্মের মূল অনুষ্ঠান। যাহাহউক এসকল কথা সংক্ষেপে বর্ণনা করিলে যথার্থ তাৎপর্য্য বোধক হইবে না, সুতরাং ক্ষান্ত হওয়া কর্ত্তব্য, তবে উপর উপর দুই চারি কথা বলা যাউক। অদ্য সিদ্ধচক্রের পার্ব্বণ পূজার উৎসব। ঘোর সমারোহ হইয়াছে এবং পুঞ্জ পুঞ্জ যাত্রীগণ মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেবার্চ্চনা করিতেছে। এখানে যদিও জৈনদিগের সকল দেবতারই বিগ্রহ আছে, তথাপি আদীশ্বরের অধিষ্ঠান মাহাত্ম্যই অধিকতর বলিয়া গণ্য এবং তাঁহার সেবারই বাহুল্য ও আড়ম্বর হইয়া থাকে। আদীশ্বরের মন্দিরের সম্মুখবর্ত্তী কুট্টিমে সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। সঙ্গীত শুনিতে মধুর হয় নাই বটে, কিন্তু দেখিতে ব্যাপারটী বড় চমৎকার হইয়াছিল। ওদিকে মন্দিরের অভ্যন্তরে ঘোর ঘটা পূর্ব্বক স্তুতি পাঠ ও আরতি হইতেছে, এবং যাত্রীরা বন্দনা করিতে করিতে ঠাকুরকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। কিয়ৎক্ষণ পরে নিবিড় বাদ্যোদ্যম শ্রুতি গোচর হইল, অনন্তর দেখিলাম যে কোন কোন আর্য্যা অথবা সীমন্তিনী শিরোপরি ঘট ধারণ পূর্ব্বক মন্দির পরিক্রমণ করিতেছেন। অবগত হইলাম যে তদ্রূপ অনুষ্ঠান অতি কল্যাণ কর। কিন্তু কার্য্য-বাহুল্য প্রযুক্ত

অতি অল্প মাসের ভাগ্যেই তাহা ঘটিয়া উঠিল।

তদনন্তর রথ যাত্রার আয়োজন হইতে লাগিল। রথখানি কাঞ্চন মণ্ডিত এবং তাহার চন্দ্রাতপ হেম-ময়-জরি সংযুক্ত ও মতি খচিত। ইহার কারুকার্য্যে অসাধারণ নৈপুণ্য প্রকাশ হইয়াছে আর ইহার সৌন্দর্য্য ছটাও চূড়ান্ত। অশ্ব চতুষ্টয় রজত মণ্ডিত। তদ্রূপ দুইটী হস্তী ও একখানি পালকীও আছে। রথ সচরাচর বাহির করা হয় না। রথ যাত্রার পর আর কএকটী অনুষ্ঠান হইয়া গেলে পূজা সমাপ্ত হইল। তখন যাত্রীগণ ক্রমশঃ অবরোহণ করিতে লাগিল। আমরাও গিরি পৃষ্ঠ হইতে উত্তরণ পূর্ব্বক আবাসে আগমন করিলাম। পর্ব্বতটী অতি ক্ষুদ্র। ইহার এমন কোন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য নাই যাহার বৃত্তান্ত বর্ণন যোগ্য।

শত্রুঞ্জয় মাহাত্ম্য নামক গ্রন্থে এই তীর্থ মাহাত্ম্য ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ের বর্ণনা আছে। ঐ গ্রন্থ মহাবীরের উক্তি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। সে যাহাহউক পরন্তু তন্মধ্যে মহাবীর এক স্থলে বলিয়াছেন যে তাঁহার মৃত্যুর ৪৭০ বৎসর পরে একটী নূতন শক অর্থাৎ সম্বৎ আরম্ভ হইবে। গ্রন্থখানির রচয়িতা যেই হউক, কলতঃ এই কথাটী নিতান্ত অসঙ্গত নহে। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে মহাবীর বর্ত্তমান

সময়ের ২৩৯৮ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। প্রবাদ আছে যে মহামুনি গৌতম তাঁহার শিষ্য ছিলেন। যাহাহউক ইহাতে এমন অনুমান হইতে পারে তাঁহারা সমকালীন ছিলেন। আবার ঐ গৌতম যদি অহল্যার স্বামী গৌতম হন, তাহা হইলে রামচন্দ্রও ঐ সময়ের হইয়া পড়িলেন।

পালিতানায় একটী ইংরাজি পাঠশালা এবং বালিকা বিদ্যালয় আছে। কাঠিবাড়ে বিস্তর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য আছে, তত্তাবতেই তদ্রূপ বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে কর্ণেল কিটিঞ্জ সাহেব এতদংশের রাজপ্রতিনিধি ছিলেন। তিনিই এই সমস্ত মঙ্গলপ্রদ অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত করেন নচেত রাজাদিগের এমন ইচ্ছা নাই যে তাহারা ব্যয় স্বীকার পূর্ব্বক তাদৃশ কার্য্যে ব্যাপৃত হন, কেবল না করিলে সাহেবদিগের অসন্তোষভাজন হইয়া বিপদগ্রস্ত হইতে হইবে, এই আশঙ্কাতেই অগত্যা স্থানে বিদ্যালয় ঔষধালয় প্রভৃতি স্থাপন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিটিঞ্জ সাহেব একজন অতি সুচতুর এবং বিলক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ কর্ম্মচারী। ইহার শাসনগুণে সমগ্র কাঠিবাড়ে শান্তি স্থাপন হয়, বাঘেরা লোকদিগের উপদ্রব নিবারণ হয় এবং রাজাদিগের স্বেচ্ছাচারিতা ও দৌরাত্ম্য

নিরাকৃত হয়। ইনি রাজাদিগের সহিত কিছুমাত্র অপ্রণয় করেন নাই অথচ সকলকেই কৌশল পূর্ব্বক আয়ত্তীভূত করিয়াছেন এবং যার লাঠি তার শির করিয়া রাখিয়াছেন। এই প্রকার নিতি কুশল ব্যবস্থা দেখিয়া বড় প্রীত হইলাম; এবং তন্মধ্যে মূর্খতা ও জ্ঞান বস্তুর কি ভয়ানক তারতম্য তদ্বিষয়ক একটী অনুপম উপমা প্রত্যক্ষ করিলাম। কিটিঞ্জ সাহেব এই স্থানে তাঁদৃশ দক্ষতার পরিচয় দেওয়ায় ত্বরায় পদোন্নতি পাইতেছেন।

পালিতানার বালিকাবিদ্যালয় নগরের দক্ষিণ দ্বারের বহির্দ্দিকে অবস্থিত। একদিন রায় বাহাদুরের সমভিব্যাহারে ঐ পাঠশালা দর্শন করিতে গমন করা হইল। কন্যাগণের লেখা পড়া দেখিয়া শুনিয়া পরম প্রীত হইলাম। আমাদের দেশে মূর্ত্তিমান কুসংস্কারের সহিত বহুদিবস বিবাদ বিসম্বাদ ও বিবিধ বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তবে কোথাও কোথাও এক একটী বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। এতদ্দেশে তদ্রূপ নহে। এখানে কন্যাগণকে লেখা পড়া শিখাইতে কোন বাধা নাই। আর অবলা গণকে অবগুণ্ঠন আচ্ছাদিত

করিয়া পুরুষ নেত্র হইতে অপহৃত করিয়া অন্তঃপুর মধ্যে আবদ্ধ রাখিবার রীতি না থাকায় কন্যারা কিঞ্চিৎ পরিণত বয়স পর্য্যন্তও অধ্যয়ন করিতে গিয়া থাকে। আমাদের দেশে অনেক টানা টানির পর যদি কেহ আপন কন্যাকে পড়িতে দেন তবে তাহার নয় বর্ষ বয়ক্রম না হইতেই তাহাকে বিদ্যালয় হইতে নিষ্ক্রান্ত করিয়া অন্তঃপুর মধ্যে অবরুদ্ধ করেন। যে রূপ গতিক তাহাতে আবার করিবেই বা কি। একে বঙ্গদেশে জল বায়ু বৈগুণ্য বশতঃ অতি অল্প বয়সেই পরিণতাবস্থা হইয়া দাঁড়ায়, দ্বিতীয়তঃ তদুপরি, জ্বলন্ত অগ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায়, বাল্য বিবাহ, তৃতীয়তঃ স্ত্রী পুরুষ অভেদ সংসর্গ নিষেধ নিবন্ধন পরস্পর দেখিবার ও আলাপ করিবার কৌতুহলি এবং চতুর্থতঃ অর্ব্বাচীন মাতা পিতার এবং অন্যান্য অভিভাবক দিগের অদূর দর্শিতা এবং অজ্ঞতা (যৎপ্রযুক্ত তাঁহারা স্বীয় সন্তান দিগকে যথোচিত রূপে লালন পালন করিতে এবং সুশিক্ষা দিতে পারেন না)—এই সমস্ত কারণ আমাদের দেশের নানা বিধ্বংসক হীনাবস্থার মূলীভূত ঐ প্রদেশে তদ্রূপ কুসংস্কার ও কুপ্রথা নাই; সুতরাং উন্নতির পক্ষেও তাদৃশ বাধা নাই। এই

বিদ্যালয়ে আমরা অনেকগুলি বড় বড় কন্যা দেখিলাম, তন্মধ্যে এখানকার রাজার পিতৃব্যের একটী ষোড়শ বর্ষ দেশীয়া অনূঢ়া দুহিতা অবাধে অধ্যয়ন করিতেছে। অস্মদ্দেশে যাদৃশ অবগণ্ড শিশুরা একান্ত সরল ভাবাপন্ন ইহারাও তদ্রূপ। ইহারা একান্ত ব্রীড়াবনত মুখ অথবা ইহাদের মধ্যে অপবিত্র কটাক্ষ পাত আদি কলুষাত্মক. ভাবেরও লক্ষণ দৃষ্ট হয় না। জনক জননীর নিকটে কন্যাগণ যেমন নিঃশঙ্কভাবে থাকে এখানেও তদ্রূপ রহিয়াছে। এদেশের ভাষা গুজরাটী। বঙ্গভাষার যেমন উন্নতি হইয়াছে, ইহাতেও প্রায় তেমনই হইয়াছে। পড়া শুনার প্রণালীও বড় মন্দ নহে। বালিকা দিগের পুস্তকাবৃত্তি ও ব্যাখ্যা ইত্যাদি শুনিলে পর, তাহারা আমাদিগের ভারত রাজেশ্বরী মহারাণীর নাম সঙ্কীর্ত্তন পূর্ব্বক একটী সুললিত সঙ্গীত মধুরস্বরে গান করিল। আমরা পাঠশালা সন্দর্শনে অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম। কিন্তু মনের মধ্যে স্বদেশের বিপরীত অবস্থার ভাব উদিত হওয়ায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলাম। অনন্তর রায় বাহাদুর শিক্ষক ও ছাত্রী দিগকে যথোচিত পুরস্কার প্রদান করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এতদ্দেশে যদিও জাতিভেদ বিলক্ষণ প্রবল

বটে; তথাপি ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপরাপর জাতির মধ্যে আহারাদি সম্বন্ধে তাদৃশ আঁটা আঁটি নাই। রায় বাহাদুর এখানে পেঁাছিয়া বধি প্রায় নিয়তই এখান কার লোক দিগেকে ভোজ দিতে ছিলেন,, তাহাতে দেখিলাম নানা জাতীয় সহস্র সহস্র নর নারী প্রায় অভেদে এক পংক্তিতে বসিয়াই পান ভোজন করিতে লাগিল। তাহাদের কিছু মাত্র সঙ্কোচ লক্ষিত হইলনা। আর এমন প্রথা ও চলিত আছে যে এক জাতীয় পাঁচ সাত জন এক পাত্রে বসিয়া ভোজন করে। কিন্তু এই ধারাটী আমাদিগের পক্ষে ঘৃণাকর এবং অরুচি জনক। ফলতঃ তাহা সর্ব্বতোভাবে সভ্যতা নুমোদিত না হইলে ও অনেক বিধায়ে কল্যাণ কর, স্বীকার করিতে হইবে। ইহাদ্বারা একতা বর্দ্ধিত ও বিস্তর অসুবিধা অপনীত হইয়া বিবিধ মঙ্গল সাধিত হয়।

পালিতানা হইতে দ্বারিকা অধিক দূর নহে, প্রায় এক শত ক্রোশ হইবে, ঐ পুরাণ প্রসিদ্ধ স্থান টী দর্শনার্থে অতিশয় কৌতুহল জন্মিল। যে শ্রীকৃষ্ণের কথা অহো রজনী আমা দিগের কর্ণ গোচর হয়, যাহার অসাধারণ কীর্ত্তি কলাপ মহাভারত হরি বংশ পুরাণে সংকীর্ত্তিত আছে, যাহার অদ্ভুত চরিত অধ্যায়ন করিলে একান্ত বিস্ময়া ন্বিত হইতে হয়,

এবং যাহাঁকে হিন্দুরা স্বয়ং ব্রহ্মের পূর্ণাবতার স্বরূপ জ্ঞান করেন, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মথুরা হইতে পলায়ন পূর্ব্বক একেবারে গুজরাট প্রান্তে সাগরান্তে এই দ্বারিকা পুরী নির্ম্মাণ করত তথা স্বীয় অসংখ্য পরিবার সহ বাস করিয়াছিলেন; অপরন্তঃ দ্বারিকা বহু দূর স্থিত, সহজে তাহা দেখিবার উপায় নাই, এবং লোকে ও তৎ সম্বন্ধে কত আশ্চর্য্য গল্প করিয়া থাকে, এই সকল কারণে তাহা প্রত্যক্ষ করিবার নিমিত্ত অত্যন্ত ঔৎসুক্য জন্মিল ১লা অগ্রহায়ণ বেলা দ্বিপ্রহরের সময় এক শকট বাহনে যাত্রা করিলাম। পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতে করিতে সায়ং কালে গাড়িয়াধরে উপনীত হইলাম এই স্থানেই পালিতানা রাজ্যের শেষ, তদন্তর গুজরাট পতি গাইক বাড়ো খাস রাজ্য। গাড়িয়াধরে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া এবং অবোলা বলীবর্দ্দ যুগ্মকে পান ভোজন দ্বারা বিগত ক্লম করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলাম। প্রায় তাবৎ রজনী পর্য্যটন করত; পরদিবস বেলা এক প্রহরের সময় আমরেলী নামক এক নগরে উপস্থিত হইলাম। আমরেলী পালিতানা হইতে প্রায় ২০ ক্রোশ পশ্চিমে। শৈশবস্থায় উপকথায় শুনিতাম এবং পুরাণাদি পাঠেও অবগত হওয়া যায় যে সেকালে কত কত

বীর, কত কত রাক্ষস প্রভৃতি সাত রাজার রাজ্য আক্রম করিয়া দিগ্দেশান্তরে গমন করিত, এবং সেই অজ্ঞানাবস্থায় তৎসমুদয় আকর্ণন করিয়া যৎপরোনাস্তি ভয় বিস্ময় চকিত শরীরে রোমাঞ্চ হইত এবং হয়ত কখন কখন ভয়ে জড় শড় হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী অভিভাবকের আশ্রয় লইতাম। এক্ষণে দেখিতেছি যে আমরাও কত শত রাজার দেশ পার হইয়া আসিয়াছি। অধিকন্তু পালিতানা হইতে দ্বারিকা ঊর্দ্ধ সংখ্যা এক শত ক্রোশ হইবে, কিন্তু এই পরিসরের অন্যূন দশটী স্বতন্ত্র রাজ্য আছে যাহা হউক সে কাল কার রাজ্য গুলা কি বড় বড়ই ছিল; তাদৃশ এক সহস্র রাজ্য, একত্র সংযোগ করিলেও তইদানীন্তন ইংরাজ রাজ্যের তুল্য হইতে পারিবে না।

আমরেলী পরিত্যাগ করিয়া দুই দিবস ভ্রমণানন্তর জুনাগড়ে উপনীত হইলাম। নিখিল কাঠিবাড়ের মধ্যে এই রাজধানিই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত শ্রেষ্ঠ এবং প্রাচীন। ইহার অধীশ্বর এক নবাব বর্ত্তমান নবাবের নামমহবৎ খাঁ। এই ব্যক্তী নিতান্ত নবাব আখ্যা ধিকারীদের ন্যায় নহে। ইহার জ্ঞান গোচর আছে, এবং ইহার শাসনে কি মুসলমান এবং কি জৈন সকলেই সন্তুষ্ট আছে। সম্প্রতি ইংরাজ দিগের তাড়নায় শাসন প্রণালী ক্রমশঃ

আরও উৎকৃষ্ট হইতেছে এবং বিবিধ হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতেছে। দেখিলাম একটী প্রশস্ত রাজ বর্ত্ম নির্ম্মিত হইতেছে।

আমাদিগের দূরহইতে জুনাগড় নগরের চারু দৃশ্য উত্তাল সিংহ দ্বার দৃষ্টিগোচর হইল এবং দুর্গটী একখণ্ড বিশাল শৈলের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। দ্বারে প্রবেশ করিয়া নানা জাতীয় এবং বিবিধ প্রকারের অস্ত্র শস্ত্র নিরীক্ষণ করিয়া অন্তঃকরণে রামায়ণোক্ত পৌরাণিক ভাবের উদয় হইল প্রথমেআরবীয় সিপাহী প্রহরী ইহাদের অবয়ব অতি ভয়ানক। কেশ কৃষ্ণ মেষ লোমের সদৃশ এবং বর্ণ শাঁওতালের অপেক্ষা কাল। গঠন আমাদিগের দেশের শ্যামা ঠাকুরাণীর অপেক্ষাও ভীষণ। ইহাদের রূপ দেখিয়া রামচন্দ্রের নীল কপি কটকের কথা স্মরণ হইতে লাগিল। প্রথম প্রহরা অতিক্রম করিয়া পুরুবিয়া * এবং কাঠি বাড়ী সিপাহীর থানা। ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া প্রান্তর মধ্যে পড়িলাম পশ্চাতে নগর প্রাচীর এবং অপর পার্শ্বে ক্রমে নিরব ছিন্ন আতাবন দৃষ্টি গোচর হইতে লাগিল। এদেশে আতাকে সীতা ফল বলে। যাহা হউক এতাদৃশ রাশি রাশি আতা বৃক্ষ কুত্রাপি এক স্থানে দেখি

* পশ্চিম দেশীয় লোক এতদঞ্চলে পুরুবিয়া নামে খ্যাত

মাই প্রায় দুই তিন ক্রোশ ভূমি ব্যাপিয়া আতা গা-
ছের ভয়ানক জঙ্গল হইয়া রহিয়াছে। প্রাচীরের ম-
ধ্যে তাদৃশ বিজন দেখিয়া বোধ হইল যে নগরটী
এক কালে বহু জনাকীর্ণ ও বিস্তৃত ছিল পরন্তু অনে
ক দিবসাবধিই শ্রী ভ্রষ্ট এবং সৌভাগ্য চ্যুত হইয়া-
ছে। প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ বনে বনে গমন করিয়া দুই এক
টী অট্টালিকা দৃষ্ট হইতে লাগিল। প্রথমে বিখ্যাত
মতিশাহার ধর্ম্মশালা। তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া
দেখি যে প্রাঙ্গন স্থিত এক বেদির উপর তণ্ডুল
বাবারী প্রভৃতি শস্য সকল প্রচুর রূপে বিক্ষিপ্ত
রহিয়াছে. এবং চটক টুণ্টুনি প্রভৃতি বিবিধ
বিহঙ্গম মহা আমোদ পূর্ব্বক সেই সমস্ত ভক্ষণ
করিতেছে। জীবের প্রতি দয়া জৈন ধর্ম্মের একটী
প্রধান অঙ্গ কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে মনু
ষ্যের প্রতি তাহাদের তাদৃশ দয়া লক্ষিত হয় না।-
এখানে অবস্থানের সুবিধা না হওয়ায়, অগ্রসর
হইতে লাগিলাম, ক্রমে নিবিড় বসতির মধ্যে
প্রবেশ করিলাম। চতুষ্পার্শ্বে নিরবচ্ছিন্ন সৌধরাজি
শোভিত রহিয়াছে। আমাদিগের একান্ত বৈদেশিক
অবয়ব ও বেশভুশা দেখিয়া পুরবাসিরা মহা
কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া অবলোকন করিতে লাগিল।
অন্দরের চক অতিক্রম করিয়া রাজভবনে সম্মুখে

উপনীত হইলাম। প্রাসাদ অতি বৃহৎ এবং উচ্চ ও বটে আর তাহাতে কারুকার্য্যেরও অভাব নাই কিন্তু উপযুক্ত পারিপাট্যও নাই। এবং গঠন প্রণালী ও ভাব শুদ্ধ নহে; সুতরাং দেখিতে তেমন শোভনীয় বা আড়ম্বর বিশিষ্ট নহে। নবাব বাটির পার্শ্বেই জৈনদিগের মঠ। ইটীও বড় সামান্য কার-খানা নহে। জৈনদিগের দেবালয়ের কথা বারম্বার উল্লেখ করাই বাহুল্য তৎসমুদায় সর্ব্বত্রই অতি পারিপাটি এবং বহুব্যয় সাধিত এবং তদনুসঙ্গিক ভাণ্ডার এবং ধর্ম্মশালাও অতি উৎকৃষ্ট। এই মঠের অনতিদুরে ধর্ম্মশালায় অবস্থিতি করিলাম।

"জুনাগড়" এই নাম দ্বারাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে এই নগর ও দুর্গ অতি প্রাচীন। আমি যে স্থানে আবাস গ্রহণ করিয়া ছিলাম তাহার পার্শ্বেই দুর্গ। গড়টী বিষম কাঠিন এবং অধিকাংশই শৈল নিখাত ইহার দ্বারও অতি চমৎকার, যথা দুর্গ প্রাচীর হইতে এক খণ্ড বিশাল শৈল সম্মুখে ব্যাপ্ত আছে তাহারই তল দিয়া একটী অতি সঙ্কীর্ণ অনুচ্চ কুটি-ল সুড়ঙ্গ যোগে দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে হয়। ইদানীন্তন বিদ্যোন্নতি সহকারে ঈদৃশ অদ্ভুত অদ্ভুত যুদ্ধাস্ত্র এবং বিচিত্র রণকৌশল প্রবর্ত্তিত না

হইলে, এই দুর্গটী একান্ত দুরাক্রম্য ও সম্পূর্ণ রূপে অজেয় থাকিত। যদি পূর্ব্ব কালের ধনুর্ব্বান, অসি চর্ম্ম, মুষল, মুদ্গর, শেল, শূল প্রভৃতি অস্ত্রই অদ্যাপি সমর ক্ষেত্রের এক মাত্র উপকরণ হইত, তাহা হইলে পর্য্যাপ্ত আহার্য্যাদি সংগ্রহ করিয়া তন্মধ্যে আশ্রয় লইলে সহস্র বৎসর শরবর্ষণ করিলেও শত্রু হস্তে পতিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু এক্ষণে যে প্রকার আগ্নেয় অস্ত্র এবং যাদৃশ কল কৌশল প্রয়োগ হইয়া থাকে, তাহাতে কিছুতেই পরিত্রাণ নাই। বিশেষতঃ দুর্গটী পর্ব্বতের উপত্যকায় নির্ম্মিত থাকায় আরও অরক্ষণীয় হইয়াছে, যে হেতুক পর্ব্বতের উপর হইতে বোমা নিক্ষেপ করিলে আর রক্ষার উপায় নাই।

গড়ের সম্মুখে অনতিদুরে একটী প্রস্তর ময়, বিশাল অট্টালিকা মধ্যভাগ ভগ্ন হইয়া রহিয়াছে। শুনিলাম যে পূর্ব্বে একজন ভাটিয়া বণিক বিপুল ঐশ্বর্য্য মদে উন্মত্ত হইয়া রাজদ্রোহিতাচরণে প্রবৃত্ত হওয়ায় তদানীন্তন নবাব দুর্গ হইতে তোপ দ্বারা ঐ গৃহ ভগ্ন করিয়া দিয়াছিলেন, এবং দুর্বৃত্ত প্রজাদিগকে ভয় প্রদর্শনের নিমিত্ত অট্টালিকাটী তদ্রূপ অবস্থাতেই রাখা হইয়াছে।

সময়া ভাবে এযাত্রায় গির্ণার গিরি আরোহণ ও

তাহার সৌন্দর্য্য এবং উপরিস্থ মন্দির সকল দেখি
তে পারিলাম না। ৬ই অগ্রহায়ণ জুনাগড় পরিত্যাগ
করিয়া ধোরাজি নামক এক ক্ষুদ্র নগরেতে উপনী-
ত হইলাম। ইহা গোণ্ডল রাজ্যান্তর্গত, একটী নাবা
লক শিশু রাখিয়া সম্প্রতি গোণ্ডল রাজের মৃত্যু
হওয়ায় গভর্ণমেণ্ট অ'ল স্বরূপ স্ব হস্তে রাজ শাসন
গ্রহণ পূর্ব্বক দুই জন ইংরাজ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করি
য়াছেন। সাহেবেরা ইংরাজি উন্নতি সকল প্রবর্ত্তিত
করিতেছেন। এবং আন্তবিক অনেক গুলি মঙ্গলজনক
অনুষ্ঠান করিয়াছেন তদনন্তর পর দিবস ধোরাজি
হইতেপ্রস্থান করিয়া কুতিয়ানা নামক নগরে উপনীত
হইলাম। এই স্থানে জুনাগড় রাজ্যের শেষ, বর্ত্ত
মান নবাব মহবৎখাঁর এক ভ্রাতা,মুসলমান রাজন্য
সুলভ এক কুচক্র করায় বন্দী হইয়া এই স্থানে কা-
রাবদ্ধ আছেন। কুতিয়ানায় কিয়ৎ ক্ষণ বিশ্রাম ও
আহারাদি করিয়া বলী বর্দ্দ যোজনা পূর্ব্বক সারথী
কে রথ চালাইতে বলিলাম। সমস্ত যামিনী ভ্রমণা-
নন্তর প্রাতঃকালে এক নদী কূলে সমাগত হইলাম
তদ্দিবস বাল্য ভোগের অসংস্থান বশতঃ জঠর
জ্বালায় অস্থির হইয়া পড়িলাম; কিন্তু সেই প্রান্তর
মধ্যে আহার্য্য মিলিবার সম্ভাবনা কোথায়! দেখি-
লাম অনতিদূরে গোরক্ষকেরা গবাদি চারণ

করিতেছে। তাহাদের নিকট দুগ্ধ ক্রয় করিবার নিমিত্ত লোক প্রেরণ করিলাম। এদেশীয় গোপ গণ দুগ্ধ বিক্রয় করে না, কিন্তু সাধ্য মত দান করিয়া থাকে। দুগ্ধ হইতে ঘৃত মাখন প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া তৎসমুদায় বিক্রয় করিয়া থাকে। যাহাহউক বিনা মূল্যে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ পাওয়া গেল। তদনন্তর গোষ্ঠপতি আমাদিগকে একান্ত বৈদেশিক তীর্থযাত্রী দেখিয়া নিকটে আসিয়া বিস্তর বিনয় করিয়া তদীয় গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিবার নিমিত্ত স্বীয় কার্ষিকীয় সারল্য ভাবে অনুরোধ করিতে লাগিল। দ্বারিকার নিকটবর্ত্তী কৃষিজীবী লোকেরা অতিশয় সরল, সত্যনিষ্ঠ, এবং দয়াল স্বভাব। প্রত্যুত আবার বাঘেরি অথবা কাবা নামাভিধেয় এক প্রকার ভয়ানক দুরন্ত দস্যু দলও আছে। তাহাদের উৎপাতে এপ্রদেশ নিতান্ত দুর্গম ছিল। কিন্তু তাহারা এক্ষণে ইংরাজ কর্ত্তৃক শাসিত হইয়া আসিয়াছে।

তথা হইতে প্রস্থান করিয়া অপরাহ্নে সাগর তীরে পুরবন্দর নগরে উপনীত হইলাম। ইহার অন্যতর নাম সুদামা পুরী। পুর্ব্বকালে সুদাম নামে এক অতি দরিদ্র ভিক্ষু ব্রাহ্মণ বাস করিত। শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাহার সখ্য ছিল, এবং কৃষ্ণ

তাহাকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন ও তাঁহার পর্ণ কুটীরে অবস্থিতিও করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত এই স্থানটী পুণ্যধাম এবং সুদামাপুরী নামে খ্যাত হয়। পুরবন্দর নগর একটী ক্ষুদ্র দ্বীপের মধ্যে সংস্থিত। ঐ দ্বীপ একটী স্বল্পতোয় অপ্রশস্ত প্রণালী দ্বারা উপদ্বীপ হইতে বিচ্ছিন্ন আছে। নগরটী সমুদ্রের এত সন্নিহিত যে সাগরোচ্ছাস প্রাচীরে প্রতিঘাত করে; পুর মধ্যে অনেক গুলি অতি উৎকৃষ্ট অট্টালিকা আছে এবং নগরটী সমৃদ্ধ শালী বলিয়া বোধ হইল। এ প্রদেশে গৃহ নির্ম্মাণোপযোগী অতি উৎকৃষ্ট প্রস্তরাদি উপাদান যাদৃশ প্রাপ্ত হওয়া যায় তদ্রূপ আমাদের দেশে থাকিলে তথা ইন্দ্রপুরী অপেক্ষাও অধিকতর রমণীয় এবং স্থায়ী হর্ম্ম্য সকল নির্ম্মিত হইত তাহার সন্দেহ নাই।

নগরের মধ্যভাগে রাজপুরী এবং উত্তর পূর্ব্ব দিকে কারাগার; বন্দরটীও মন্দ নহে। কিন্তু পোতাধিষ্ঠান খাড়ি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হওয়ায় তন্মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ অর্ণব যানের সমাবেশ হইতে পারে না। তৎ সকলকে বাহিরে নঙ্গর করিয়া থাকিতে হয়।

পুরবন্দর অধিপতির উপাধি রাণা। এই ব্যক্তি এতদ্দেশীয় প্রথম শ্রেণীর অধিরাজ ছিলেন। কিন্তু

কোন অপরাধির প্রতি বাগান্বিত হইয়া অবিচারে তাহার প্রাণ দণ্ড করায় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পদচ্যুত হইয়া তৃতীয় শ্রেণী ভুক্ত হইয়াছেন। রাজার বিলাসিতা বা আড়ম্বর কিছু মাত্র নাই, এবং তাহাকে সহসা দেখিলে একজন পরিচ্ছন্ন সিপাহী ব্যতীত আর কিছুই বোধ হয় না। গলদেশে রুদ্রাক্ষ মালা পরিধানে শুভ্র চাপকান ও পাজামা, ললাটে ঊর্দ্ধ ত্রিপুণ্ড্র, এবং করে করবাল। যদি স্তুতিবাদক অনুচর এবং পারিসদগণ সমভিব্যাহারে না থাকে তবে তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয় ঠিক যেন কোন বাবুর বাটীর জমাদার। রাজা শিব পূজায় অতিশয় অনুরক্ত।

আমরা যৎকালীন পুরবন্দরে অবস্থিত করিতে ছিলাম সেই সময়ে বম্বে হইতে চারিশত গোরা আসিয়া বন্দরে উত্তীর্ণ হয়। রাজকোটে দরবার হইতে, তাহারা সেই স্থলে প্রেরিত হইতেছিল। এখানকার রাজা একে সম্প্রতি গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক তাদৃশ নিগ্রহিত হইয়াছেন সুতরাং একান্ত ব্যস্ত এবং ত্রস্ত হইয়া দিন রাত্র আহার পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাহেব দিগের প্রীতি সম্বর্দ্ধনার্থে সমুদ্র কূলে দণ্ডায়মান থাকিয়া গোরা ও তৎসমভিব্যাহারী দ্রব্য ও অশ্বাদি উত্তারণ বিষয়ে তত্ত্বাবধারণ করি-

তে লাগিলেন। রাজা হওয়াও সামান্য দুঃখজনক নহে। যাহা হউক তবুত ইংরাজের রাজত্ব। নচেৎ বাদ্সাহি আমল হইলে এমনতর রাজাদের মাথার খর্পর পর্য্যন্ত উড়িয়া যাইত। ইংরাজরাও বাদ সাহি শিখিয়া উঠিলেন।

এই স্থান হইতে দ্বারিকা প্রায় ত্রিশ ক্রোশ হইবে। যতই নিকট বর্ত্তী হইতে লাগিলাম, ততই পৌরাণিক ইতিবৃত্ত সকল মনের মধ্যে জাগরূক হইতে লাগিল! কিন্তু ক্রমাগত মরুভূমি ও নিস্পাদপ প্রস্তর ময় প্রান্তর দেখিয়া অন্তঃকরণে তাদৃশ উৎসাহ হইল না। মনে মনে আশা ছিল কতই অপরূপ কাণ্ড দেখিব, কিন্তু সেই আশা ক্রমশঃ অপ্রতিভাত হইতে লাগিল।

পুরবন্দর হইতে প্রস্থান করিবার কোন সুযোগ হইতে ছিলনা। দৈব যোগে একখান বাণিজ্য বাষ্পীয় পোত মাণ্ডবী যাইতেছিল। আমরা সেই পোতা রোহণ করিয়া প্রায় ছয় ঘণ্টা কালের মধ্যে দ্বারিকা উপকূলে উত্তরিলাম। তীরে উঠিতে অনেক বিলম্ব হইল। তখন নগরের সকল দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু অর্ণবপোত আসিয়াছে জানিতে পারিয়া, শুল্ক সংগ্রাহক রাজ কর্ম্মচারী এবং দুএকজন পাণ্ডা ও যাত্রীর প্রত্যাশায় সাগর পুলীনে অপেক্ষা

করিতেছিল। পাণ্ডারা আমাদিগকে পাইয়া মহা সমাদর পূর্ব্বক এক ধর্ম্মশালায় লইয়া গেল। তথা শয়ন করিয়া মনে মনে কতই প্রাচীন কথা আন্দোলিত হইতে লাগিল। যে ত্রিকোটী লোকের যিনি প্রধান দেবতা তাঁহার পুরীতে আসিয়াছি। প্রভাত হইলে না জানি কতই অদ্ভুত ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া নয়ন সফল করিব। এই প্রকার ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রাগত হইলাম।

অনন্তর নিশাবসান হইতে না হইতে পাণ্ডারা আসিয়া কলরব করিতে থাকায় আমরা জাগরিত হইলাম। গয়া, কাশি, পুরুষোত্তমক্ষেত্র, কালিঘাটে এবং প্রয়াগ ইত্যাদিতে যাদৃশ পাণ্ডা এবং ভিক্ষুক দিগের প্রাদুর্ভাব এখানেও প্রায় তদ্রূপই। তবে যাত্রীর অল্পতা বিশেষতঃ অধিকাংশ যাত্রীই বৈরাগী অথবা সন্ন্যাসী, এই কারণে কিছু কম। দ্বারিকা যদিও অপরাপর মহাতীর্থের সম্পূর্ণ সমতুল্য তথাপি এখানকার পথ অতি দুর্গম এবং ইহা বহুদূরে ভারতবর্ষের এক প্রান্তে অবস্থিত। এই সকল কারণে অধিকাংশ গৃহস্থ লোকে আসিতে পারে না।

যাহা হউক শ্রীকৃষ্ণ মথুরা হইতে পলায়ন করিয়া এমন স্থানে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন

যে তথা সহসা আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা ছিলনা। তিনি আক্রমণ কারীদের দ্বারা যেরূপ তাড়িত হইয়াছিলেন তাহাতে এমন নিরাপদ স্থান মনোনীত করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছিল। দ্বারিকা একটী দ্বীপের মধ্যে নির্ম্মিত, তৎকালে হিন্দুদিগের পোত চালনাদি কার্য্যে পারদর্শিতা না থাকায় জল পথে দ্বারিকা আক্রমণের ভয় ছিলনা। আর স্থল পথে তাদৃশ গিরি, গহন, মরুভূমি, অতিক্রম করিয়া এবং প্রবল শত্রুর প্রতিঘাত সহ্য করিয়া এখানে পৌঁছান বড় সহজ ব্যাপার নহে। শ্রীকৃষ্ণ রণে পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করেন, এনিমিত্ত "রণ ছোড়জি" নামেও প্রসিদ্ধ। প্রথিত আছে তিনি জরাসন্ধ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া মথুরা হইতে পলায়ন করিয়া আরবলি পর্ব্বতের দক্ষিণ ভাগে হৃষীকেশ নামক দুরাক্রম্য স্থানে প্রথমে আশ্রয় লইয়াছিলেন। পরন্তু সেখানেও শত্রু দ্বারা একান্ত উৎপাড়িত হইয়া পুনরায় দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করেন। তদনন্তর আমেদাবাদের নিকটে ডাকুর নাথ নামক স্থানে একটী কূপের মধ্যে লুকায়িত হন। তাঁহার পরাক্রমে সৌরাষ্ট্র উপদ্বীপের পশ্চিম প্রান্তে আসিয়া দ্বারিকা পুরী নির্ম্মাণ করতঃ রাজত্ব করিয়াছিলেন।

ধর্ম্মশালা হইতে বহির্গত হইয়া গোমতী দর্শন করিলাম; ইহা বাস্তবিক একটী সমুদ্রের খাড়ী, কিন্তু কথিত আছে যে ইহা বশিষ্ট দেবের কন্যা, পরে এই স্থানে নদীরূপে পরিণত হইয়া সাগরের সহিত মিলিতা হইয়াছে। এরূপ মানব নদী ভারতবর্ষে আরও আছে। কৌশিকাও বিশ্বামিত্রের ভগ্নী। যাহা হউক গোমতির অবগাহন মাহাত্ম্যও সামান্য নহে। ইহাতে স্নান করিলে একেবারে গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, নর্ম্মদা, পুষ্কর প্রভৃতি তীর্থের ফল হয়। ব্রাহ্মণ এবং বৈরাগীরা বিনাশুল্কে স্নান করিতে পায়, কিন্তু অপরাপর লোকদিগকে ৪৷৷০ টাকা কর দিতে হয়। ইহার যে পার্শ্ব নগর সন্নিহিত, তাহা অতি পরিপাটী রূপে সোপান রাজিতে বদ্ধিত। ইহার জল দুই তিন হাত গভীর হইবে, এবং অতি পরিষ্কার ও স্বচ্ছ হওয়ায় তল পর্য্যন্ত উত্তম রূপে দৃষ্ট হয়। ইহাতে নানা বর্ণের অসংখ্য মৎস্য অকুতোভয়ে পুঞ্জে পুঞ্জে ক্রীড়া করিতেছে, তাহা দেখিতে অতীব রমণীয়, চিত্ত প্রসন্ন হয়। আমাদের দেশে হইলে তদ্রূপ থাকিবার যো কি, তিন দিনেই উদরস্থ হইয়া যাইত।

কিয়ৎক্ষণ পরে পাণ্ডারা আমাদিগকে মন্দির দর্শন করাইতে লইয়া গেল। পথ হইতেই ভিক্ষু-

কেরা আমাদিগকে [আক্রমণ করিয়া] অনুধাবন করিল। প্রথমে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির বাসী সামান্য দেবতা দর্শন করিয়া রণ ছোড়জির আলয়ে প্রবিষ্ট হইলাম। মন্দিরটী অতিশয় প্রকাণ্ড এবং তাহাতে কারুকার্য্য ও পারিপাট্যের ও অসম্ভাব নাই। এইরূপ উক্ত আছে যে নয়া নগরাধিপতি যমরাজা কর্তৃক প্রায় পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহা অপেক্ষা পূর্ব্ব-কালের আর কোন চিহ্ন দেখা যায় না। শ্রীকৃষ্ণ যে সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, সে সময়ের কিছুই দেখিতে পাইলাম না। মনে মনে যে এত আশা করিয়া তাদৃশ ক্লেশ ভোগ করতঃ এখানে আসিলাম, এক্ষণে সে আশায় একে বারে নিরাশ হইলাম। এই একটী প্রধান দেবালয় ভিন্ন আর এখানে প্রায় কিছুই অপরূপ নাই। যাহা হউক কিন্তু মন্দিরটী সামান্য কাণ্ড নহে। ইহার মধ্যে বলভদ্র, রেবতী, শ্রীকৃষ্ণ, রুক্মিণী সত্যভামা প্রভৃতির বিগ্রহ সকল এক এক স্বতন্ত্র২ কুঠরীতে অধিষ্ঠিত আছে, সর্ব্ব প্রধান কুঠরীতে রণ ছোড় মহারাজের মূর্ত্তী। এখানকার ভাব দেখিয়া তাঁহাকে চেনা যায় না; এখানে সে ত্রিভঙ্গ ঠামও নাই, সে মোহন মুরলীও, নাই এবং

মস্তকেও তিন্তিড়ি চারার ন্যায় চূড়াও নাই। এখানে রাজ বেশ পট্টাম্বরাদি রাজ পরিচ্ছদ পরিহিত, শীর্ষ দেশে রাজোচিত উষ্ণীষ ধারণ এবং তদুপরি রাজছত্র উত্তমিত। বৃন্দাবন বাসিনী গোপাঙ্গনা গণের তাদৃশ প্রাদুর্ভাব দেখিলাম না। মন্দিরটী কঠিন প্রস্তরে নির্ম্মিত, এবং যদি কোন অসাধারণ ঘটনা দ্বারা বিনষ্ট না হয়, তবে আরও বহুকাল স্থায়ী হইবে। কোন্ ব্যক্তি কর্ত্তৃক কোন্ সময়ে ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা অনুসন্ধান করিয়া বিশেষ অবগত হইতে পারিলাম না। স্থানে স্থানে প্রস্তরে লিপি সকল উৎকীর্ণ করা আছে বটে, কিন্তু তাহার অধিকাংশই আধুনিক; যে দুই এক স্থানে পুরাণ লিপি আছে, তাহা কাল ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া নিতান্ত অস্পষ্ট হইয়াগিয়াছে; পড়িতে পারিলাম না।

দ্বারিকা এবং তন্নিকটবর্ত্তী ভূভাগ গুজরাট পতির খাস রাজ্য। নগরের বাহিরে ইংরেজদিগের শিবির সংস্থাপিত আছে। গোমতী হইতে সাত ক্রোশ দূরে রামড়ানামে গ্রাম। সেই স্থানে যাত্রী দিগের অঙ্গে ছাপ দিয়া থাকে। তদ্দর্শনোৎসুক হইয়া আমরা তথা চলিলাম। পথি মধ্যে কতক গুলি জনশূন্য গ্রাম দেখিতে পাইলাম। এই স্থানে

দুর্দ্ধর্ষ বাঘেরি লোকেরা বাস করিত। ইংরাজেরা তাহাদের গ্রাম উৎসন্ন করিয়া দিয়াছেন। রামড়া অতি সামান্য গ্রাম, দর্শন যোগ্য কিছুই নাই। অনন্তর ছাপ দেওয়ার ব্যাপারটী অবলোকন করিলাম। আমাদের দেশে বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধে অবলা নিরুপায় গোবৎসকে যাদৃশ দাগিয়া দেয়, ইহাও তদনুরূপ। তবে প্রভেদ এই যে দুর্ভাগা গোবৎসকে কেবল দুই পার্শ্বে দুইটা দাগ দেওয়া হয়, কিন্তু এখানে সচরাচর দুই হস্তে চতুরঙ্ক দাগিয়া দেয়। রামড়া হইতে একটা প্রায় তিন ক্রোশ প্রশস্ত খাড়ি পরে বেটদ্বীপ। অনেকে কহিয়া থাকেন যে এই স্থানেই আদি দ্বারিকা ছিল। যাহা হউক এখানে বিস্তর প্রাচীন মন্দিরও ঘোরে সমারোহ ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে সেই সমস্ত দেবালয় সমুলে বিনষ্ট হইয়াছে। কএক বৎসর পুর্ব্ব পর্য্যন্ত এপ্রদেশে বাঘেরি লোক দিগের ভয়ানক উপদ্রব ছিল। গাইকবাড় তাহাদিগকে শাসন করিতে অশক্ত হইয়া ইংরেজদিগের সাহায্য প্রার্থনা করেন। অবাধ্য বিক্রম ইংরাজ সৈন্য তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবন পুর্ব্বক নানা স্থানে পরাভূত ও নিষ্পীড়িত করিলে, অবশেষে তাহারা এই বেটদ্বীপ

পাষাণময় বিশাল মন্দিরে আশ্রয় লয়। তাহারা মনে করিয়াছিল যে শিলাময় দৃঢ় প্রাচীরের অন্ত- রালে নিরাপদে থাকিয়া অমোঘ ইংরাজ বীর্য্যে প্রতিঘাত করিবে। কিন্তু হইল কি, না, তাহাদের ত সর্ব্বনাশ তখনই হইল, অধিকন্তু ভারত বর্ষের এক প্রধান তীর্থ স্থানের অতি প্রাচীন এবং বিপুল অর্থাপগমে সমাহিত আর স্থপতি বিদ্যার কীর্ত্তি স্বরূপ মন্দির গুলিও একেবারে সমভূমি হইয়া গেল। তদনন্তর ভাটিয়া লোকেরা এবং গাইক- বাড় ও ষাম রাজা কর্ত্তৃক তৎস্থানে নুতন মন্দির সকল নির্ম্মিত হইয়াছে। কিন্তু শুনিতে পাইলাম পুর্ব্বমত হয় নাই। যাহা হউক এখনও যে প্রকার ঘটা বিদ্যমান রহিয়াছে তাহাও সামান্য নহে।

এক্ষণে আমাদিগের দ্বারিকা ক্ষেত্র দেখা হইল বটে, কিন্তু আদৌ সেই নগর কোথায় ছিল নিশ্চয় নাই। অনেকে নির্ণয় করেন যে গোম তী তীরবর্ত্তী স্থানেই তাহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। আবার কেহ কেহ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে বেট দ্বীপই দ্বারিকা পুরীর অধিষ্ঠান। অন্যান্য লোকে আবার অন্যান্য স্থানে নির্দ্দিষ্ট করেন। যাহা হউক সৌরাষ্ট্র উপদ্বীপের এই প্রান্তে যে দ্বারি কাপুরী ছিল তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

তবে এমন হইতে পারে যে যথায় দ্বারিকা ছিল, সেই স্থানটী কোন প্রাকৃত কারণে সাগর তলে অধোনত হইয়াছে।

'দ্বারিকা মাহাত্ম্য' গ্রন্থে উক্ত আছে, যে দ্বারিকা ক্ষেত্রের পূর্ব্বতন নাম কুশদ্বীপ বা কুশাবর্ত্ত দেশ। পুরাকালে কুশ নামে এক দৈত্য এই স্থানে রাজত্ব করিত, তন্নিমিত্ত ঐ নাম খ্যাত হয়। ভাগবৎ গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে আনর্ত্ত নামে এক সূর্য্য বংশীয় রাজা আসিয়া এই স্থানে বাস করিয়া ইহা আনর্ত্ত দেশ নামে অভিহিত হইয়াছিল। যদি ও কোন পুস্তকে ইহার সীমাহদ্দের স্পষ্ট বিবরণ নাই, তথাপি নিঃসংশয় অনুমান হয়, যে এই তিনটী নামই একদেশের, এবং সেই দেশটী সৌরাষ্ট্র উপদ্বীপের এই প্রান্তভাগ। বেট দ্বীপের পুরী সম্বন্ধে ইহাও প্রথিত আছে, যে তথা শঙ্খাসুর নামে এক দুর্দ্দান্ত দৈত্য বাস করিত। শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে বিনাশ করিয়া এই পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। প্রভাস খণ্ডে উক্ত আছে যে দ্বারিকা ক্ষেত্র বার যোজন বিস্তৃত ছিল। অধুনাতন যে স্থানটী দ্বারিকা বলিয়া নির্দ্দেশ করে, তাহা কলিকাতা হইতে প্রায় ৬৫০ ক্রোশ পশ্চিম। এক্ষণে যে

সকল বাঘের লোক আছে, বোধ হয় ইহারা সেকালকার দৈত্য দানব দিগের বংশ। ইহাদের প্রকার চরিত্রে বেলুচী দিগের সহিত অনেক সাদৃশ্য আছে।

১৪ অগ্রহায়ণ আমরা স্থলপথে শকট বাহনে দ্বারিকা ক্ষেত্র হইতে প্রস্থান করিলাম। অনেক দূর পর্য্যন্ত সাগরের কূলে কূলে আসিতে আসিতে স্থলভাগে কেবল শিলা, শৈল, প্রান্তর এবং মধ্যে মধ্যে দুই চারি খানি কুটীর সমন্বিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম নয়ন পথে পতিত হইল। আর তাহার পার্শ্বেই দেখিতে লাগিলাম যে নীল রাগ রঞ্জিত অপার অগাধ জলধি যেন ভূভাগকে গ্রাস করিবার নিমিত্ত ঘোর ভীষণ গর্জ্জন পূর্ব্বক আক্রমণ করিতেছে। এবং তাহার বিশাল পৃষ্ঠে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাসমান পোত সকল শুক্ল পক্ষ খেচরের ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইতেছে। এদেশের মৃত্তিকা এমন কঠিন ও নীরস যে না গাছও তেজে পত্র নির্গত করিতে পারেনা। অধিবাসী লোকেরা বিলক্ষণ বলবান্, দৃঢ়কায়, সাহসী ও সহিষ্ণু। তাহাদের শরীরে মেদ ও রসের আধিক্য নাই। তাহারা যৎপরোনাস্তি কষ্ট সহ্য করিতে পারে। বণিক সম্প্রদায় ব্যতীত অপরাপর লোকের মধ্যে

মিথ্যাকথন, চাতুর্য্য প্রভৃতি সভ্য পদবী সমাজের মণিময় ভূষণ গুলি অদ্যাপি প্রবর্ত্তিত হইতে পারে নাই। ইহাদের পরিচ্ছদ প্রণালী যদিও দেখিতে অতি উৎকৃষ্ট নহে কিন্তু কর্ম্মিষ্ঠতার পক্ষে সর্ব্বতোভাবে উপযোগী এবং শরীরের কোন অঙ্গও অনাবৃত থাকেনা। আমাদের দেশে যেমন বস্ত্র লইয়াই অসামাল এবং তদ্বারা নগ্নতা দূর না হইয়া বরঞ্চ সেই ভাবটী অধিকতর ঘৃণ্য রূপে প্রতীয়মান্ হয়, ইহাদের তদ্রূপ নহে। এদেশের প্রধান খাদ্য বাজ্‌রি, দুঃখী লোকেরা ভুট্টা ও জোয়ারা খাইয়া থাকে। গোধূম, চণক এবং কোন কোন স্থানে ধান্য ও উৎপন্ন হয়, কিন্তু এই সকল শস্য দুর্মূল্য আর সাধারণে তাহা খাইতে পায়না। অপরাপর দ্রব্যের মধ্যে কার্পাসের চাসই বিস্তর। আমেরিকার যুদ্ধের সময় তথা হইতে তুলার নির্গম বন্ধ হওয়ায় ভারতবর্ষে তুলার আবাদ অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়, এবং তদবধি গুজরাট মধ্য ভারতবর্ষ এবং দক্ষিণে প্রচুর তুলা উৎপন্ন হইতেছে।

আমরা যে পথে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে ছিলাম, তাহার উত্তরে খাম্বালিয়া ও যাম নগর নামে

রাজ্য অতি প্রাচীন, এবং পূর্ব্বে বিস্তীর্ণ ও বিক্রমশালী ছিল। এক্ষণে যাম রাজার ধুম ধামের ত্রুটি নাই। তাবৎ কাঠিবাড়ের মধ্যে বহ্বাড়ম্বরে ইনি অদ্বিতীয়। যাম নগর অথবা নয়ানগর অতি সুশোভিত, তবে শৃঙ্খলা সুভাব এবং পরিচ্ছন্নতা অভাবে, এতদ্দেশীয় অপরাপর নগর অপেক্ষা তাদৃশ বিশেষ রূপে বিখ্যাত হইতে পারে না।

অনন্তর রাবেল প্রভৃতি কএকটী স্থান অতিক্রম করিয়া, পুরবন্দরের উত্তর দিকদিয়া পুনরায় জুনাগড়ে আগমন করিলাম। পর দিবস প্রাতঃকালে গির্ণার গিরি আরোহণ করিবার কল্পনা করিতে লাগিলাম। আমার বঙ্গ দেশ স্বভাব জাত অসার অবচার ময় মেদস্পূরিত প্রকাণ্ড দুশ্চল শরীর দেখিয়া এক ব্যক্তি কহিল "আপ্‌সে পাহাড় কা উপর তক্ চড়া নেহি যাগা, চড়াই বহুৎ হ্যায, বড়ি কঠিন"। তাহার কথা শুনিয়া বড় খিন্ন হইলাম। যাহা হউক রাত্রি প্রভাত হইলে একটী লোক সমভিব্যাহারে লইয়া গির্ণারোহণ করিতে চলিলাম। নগরের পশ্চিম দ্বার দিয়া বাহির হইয়া অন্যূন অর্দ্ধ ক্রোশ গমন করিয়া দামোদর কুণ্ডে উপনীত হইলাম। তথা পর্ব্বত জাত একটী প্রস্রবণকে কিয়দ্দুর পর্য্যন্ত বদ্ধ রাখিয়া

একটী কুণ্ডের মত করিয়াছে, এবং তন্মধ্যে স্নান করা মহা ফলোপধায়ক বলিয়া বর্ণনা করে। পাণ্ডার ও অভাব নাই। কুণ্ডের উপরেই তিনটী মন্দির আছে, তাহাতে কৃষ্ণ বলভদ্র রুক্মিণি এবং বীর পুঙ্গব হনুমন্তের মূর্ত্তি আছে। এই স্থান অতিক্রম করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে চলিলাম। দুই পার্শ্বে নিবিড় জঙ্গল এবং পুরোভাগে উত্তুঙ্গ গিরি শৃঙ্গ সকল দৃশ্যমান হইতে লাগিল। ক্রমে নগাধোভাগে পৌঁছিলাম। এখানে ভবেশ্বর শিবের মন্দির, ও তৎপার্শ্বে মৃগকুণ্ড। কথিত আছে পূর্ব্বকালে একটী মৃগ ঐ কুণ্ডে পতিত হওয়ায় সেই চতুর্ভুজ হইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করে। তদবধি ইহার নাম মৃগ কুণ্ড হইয়াছে, এবং যদিও ইহার জল অতিশয় কদর্য তথাপি লোকে অকাতরে তন্মধ্যে অবগাহন করিয়া থাকে। এই স্থান হইতে পর্ব্বতের উচ্চতা আরম্ভ হইয়াছে। আমরা আরোহণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। পথটী উত্তম রূপে নির্ম্মিত, মধ্যে মধ্যে এক একটী বিশ্রাম কুটীর নির্ম্মিত আছে। প্রথম প্রথম উৎসাহ পূর্ব্বক উঠিতে লাগিলাম, কিন্তু কিয়দ্দূর গমন করিয়াই হস্ত পদ নিতান্ত ভার বোধ হইতে লাগিল। এক একবার কোন বনস্পতির ছায়ায়

আশ্রয়ে শিলাতলে উপবেশন পূর্ব্বক বিশ্রাম ও পার্ব্বতীয় শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিলাম। বিবিধ জাতীয় বন্যপাদপ এবং আম জাম প্রভৃতি বৃক্ষ সকল স্বভাবতঃ অপর্য্যাপ্ত রূপে উৎপন্ন হইয়া তাবত পর্ব্বতকে নিবিড় হরিদ্বর্ণে বিভূষিত করিয়া রাখিয়াছে। কোথাও গিরিশৃঙ্গ গগণ উদ্ভেদ করিয়া করীকর সদৃশ ক্রমে সূক্ষ্ম হইয়া উত্তাল রূপে উন্নত হইয়া রহিয়াছে; এবং তাহর পার্শ্বেই অতি গভীর ভীষণ গহ্বর আতল আনত হইয়া রহিয়াছে। এই রূপে দেখিতে দেখিতে ক্রমশঃ উর্দ্ধে উঠিতে লাগিলাম পথটী কুটিল হওয়ায় আরোহীদিগের পক্ষে বড় সুগম হইয়াছে, নচেত সরল হইলে উপরে উত্থান করা যৎপরোনাস্তি কঠিন হইত। আমারা উঠিতে উঠিতে বক্রতা অনুসারে এক একবার পর্ব্বতের একান্ত প্রান্ত ভাগে আসিয়া পড়িলাম।তখন অধোদৃষ্টি করিলে হৃদকম্প হয় এবং স্বতঃই নেত্র নিমিলিত হইয়াযায়। এবম্প্রকারে চলিতে চলিতে ভূধরের প্রথম শিখরে আরোহণ করিয়া জৈন মন্দিরের সম্মুখে উপনীত হইলাম। মন্দির সম্বন্ধে জৈন দিগের সর্ব্বত্রেই জিত। কি গঠন সৌষ্ঠব, কি কারু কার্য্য কি রহস্ত, কিসংখ্যা,

কি পারিপাট্য এবং কি সৌন্দর্য্য তাবৎ বিষয়েই ইহাদের দেবালয় শ্রেষ্ঠ। এতাদৃশ দুরারোহ ঊর্দ্ধে ইহারা কেবল মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, তাহার সংলগ্ন ধর্ম্মশালাও নির্ম্মাণ করিয়াছে এই স্থান অতিক্রম করিয়া কিয়দ্দূর উচ্চে উঠিয়া গোমুখী কুণ্ডে উপনীত হইলাম। ইহাও একটী বদ্ধ করা উৎস। কিন্তু এই প্রস্রবণের জল অতি নির্ম্মল ও শীতল আর তৃষিত পথ শ্রান্ত লোক দিগের পক্ষে অমৃত তুল্য মিষ্ট। কুণ্ডের দুই দিকে দুইটী শিব মন্দির। এই স্থানে অনেকগুলি সন্ন্যাসীকে শিবরাধনা করিতে দেখিলাম। অনন্তর ক্রমশঃ আরোহণ করিয়া অম্বাদেবীর মন্দিরে পৌঁছিলাম। মন্দিরটী অতিশয় প্রকাণ্ড এবং হিন্দুদিগের একটী কীর্ত্তি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। মন্দিরের অভ্যন্তরে নিতান্ত অন্ধকার। যেখানে দেবীর বিগ্রহ, তথা দীপালোকের সাহায্য ব্যতিরেকে কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। মূর্ত্তি খানিও অতি ভীষণ, শীতলা মূর্ত্তির ধরণে গঠন। এখান হইতে প্রায় ক্রোশার্দ্ধ গমন করিয়া এই শিখরের চূড়া প্রাপ্ত হইলাম। তথা হইতে চতুর্দ্দিকে কেবল পর্ব্বত শৃঙ্গ নয়ন পথ অবরোধ করিল এবং ঘোর গভীর কন্দর নিরীক্ষণ করিয়া

মস্তক ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। এই গিরিকূটে গোরক্ষ নাথের চরণাঙ্ক আছে। তাহার সম্মুখে শৈল শিখরের নিতান্ত প্রান্তভাগে এক খণ্ড বৃহৎ শিলার মধ্যে একটী একান্ত স্বল্পায়ত সুড়ঙ্গ আছে, তাহার বহির্ম্মুখ পর্ব্বতের ঠিক কিনারায়, সেখান হইতে পদস্খলিত হইলে অন্যূন সহস্র হস্ত নিম্নে পতিত হইতে হইবে। কথিত আছে যে মনুষ্য এই সুড়ঙ্গ দিয়া বাহির হইতে পারে, সে চৌরাশী নরক হইতে পরিত্রাণ পায়।

অনন্তর এই স্থান অতিক্রম করিয়া একটী কন্দর পারে গির্ণারের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ। ইহাতে মৃত্তিকার লেশ মাত্র নাই, কেবল বিশাল পাষাণ স্তূপ মাত্র। ইহা লম্ব দণ্ডের ন্যায় উন্নত, এবং ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইয়া উঠিয়াছে। আমরা মধ্যস্থিত কন্দর পার হইয়া ইহা আরোহণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এখানকার পথ সোপানের ন্যায় নির্ম্মিত এবং অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। উপরে উত্থান করা নিরতিশয় দুঃসাধ্য। দুই পা না উঠিতেই ঘর্ম্মাক্ত কলেবর এবং ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস বহিতে থাকে। উঠিবার সময় এমন সাহস হইল না যে একবার দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিক অবলোকন করি। কোন কোন স্থলে বৃক্ষারোহণের ন্যায় দুই হাত ও দুই পা প্রয়োগ

দ্বারা উঠিতে হয়। একবার দৈবাৎ পদস্খলিত হইলে আর দেখিতে শুনিতে নাই। যাহা উক্ত বহুকষ্টে উপরে উঠিলাম। উপরের পরিসর অতি অল্প। ঊর্দ্ধ্ব সংখ্যা সার্দ্ধ দুই হস্ত চতুরস্র পরিমিত হইবে। ইহার উপরি দণ্ডায়মান থাকিতে পারা যায় না। শরীর কাঁপিতে থাকে। এই স্থানে একটী বেদির উপর গুরু দত্তাত্রয়ের চরণচিহ্ন আছে। কথিত আছে তিনি এই স্থানে কিছু কাল তপস্যা করিয়াছিলেন। ঐ বেদির পার্শ্বে অধোভাগে জৈনদিগের ভগবান নেমনাথ স্বামীর মূর্ত্তি উৎকীর্ণ আছে।

এই শিখরের সম্মুখে একটী বহুবায়ত কন্দর ব্যবধানে আর একটী শৃঙ্গ। তাহার কূটদেশে ভদ্রকালীর অধিষ্ঠান। এখান হইতে মন্দিরের ধ্বজা দৃষ্ট হইল, কিন্তু তথা যাইবার পথ নাই, আর লোকেও সচরাচর গমনাগমন করে না। এক ইচ্ছা ছিল, ভদ্রকালী দেখিয়া আসি; যেহেতুক কেবল তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্তই এত কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক পর্ব্বতে আরোহণ করিয়াছিলাম। কিন্তু শরীর এমন ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়াছিল যে আর এক পদ চলিবার সামর্থ ছিল না; অধিকন্তু পথ নাই! এই সকল ও অন্যান্য কারণে এখান হইতেই প্রতি নিবৃত্ত হইলাম। কএক বৎসরাবধি

ভদ্র কালী আর পূর্ব্বকার মত ভোগ পান না। পূর্ব্বে অঘোরী অথবা অঘোর পন্থী সাম্প্রদায়িক লোক তাহার সম্মুখে অজস্র নরবলি প্রদান করিত এবং তদন্তে সেই মাংস ভক্ষণ করিত। চিরন্তন কালাবধি এই রূপ চলিয়া আসিতেছিল। শুনা যায় যে পূর্ব্বে এই পর্ব্বতে যত যাত্রী আসিত, অঘোর পন্থীরা তাহার অধিকাংশই ধরিয়া লইয়া যাইত। সম্প্রতি ইংরাজ বাহাদুরেরা এই ভয়ানক হত্যাকাণ্ডটী নিবারণ করিয়াছেন, নচেৎ আরও যে কত মনুষ্যকে ভদ্র কালীর নৈবেদ্য হইতে হইত, বলা যায় না। এক্ষণে অঘোরী দিগের আর প্রাদুর্ভাব নাই; তাহারা নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে আর ভয়ে কোথায় কোন অত্যাচার করিতে পারে না। তাহাদের বিকট মূর্ত্তি ও ভীষণ বেশ ভূষা দেখিলে, বাঙ্গালির প্রাণ উড়িয়া যায়।

গির্ণারে আর একটী আলোচনার যোগ্য বিষয় আছে। মগধাধিপতি প্রসিদ্ধ ভূপতি অশোকের একটী দীর্ঘ অনুশাসন পত্র খোদিত আছে। তাহাতে অশোক রাজা এই রূপ উপদেশ লিপি বদ্ধ করিয়াছেন, যে হিংসা করিবে না, শ্রমণও ব্রাহ্মণ দিগকে যথেষ্ট সম্মান করিবে, মাতা পিতা

ও আত্মীয় বন্ধু গণকে মান্য করিবে এবং তাহা-দিগের সহিত স্নেহ এবং রাগ করিবে, কোন ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ করিবে না, পরন্তু যে ধর্ম্ম যুক্তির অনুকূল তাহাই অবশ্য গ্রহণ করিবে, সকল মনুষ্য এবং প্রাণী মাত্রের প্রতি দয়া করিবে আর সর্ব্ব-প্রকারে ধর্ম্ম ও সুনীতি আচরণ করিবে। তন্মধ্যে ইহাও উল্লিখিত আছে যে তিনি প্রজা দিগের হিতার্থ প্রশস্ত রাজ-বর্ত্ম কূপ এবং মনুষ্য ও অন্যান্য জন্তু দিগের আশ্রয় স্থান নির্ম্মাণ করিয়া-ছিলেন। তদানীন্তন পশ্চিমাঞ্চলে যে যে প্রধান রাজা ছিলেন, তাঁহাদিগের সহিত তাঁহার মিত্রতা ছিল এবং তাঁহাদিগকে উপরোক্ত ধর্ম্ম প্রণালী প্রতিপালন ও প্রচার করিতে অনুরোধ করিয়া-ছিলেন। তাঁহাদিগের ও নাম উল্লিখিত আছে, যথা এণ্টিওকাস, টেলমী, মগা, আলেকজণ্ডর এবং এণ্টিগোনস। ইহারদ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম ইজিপ্ত গ্রীস ও ইটালী পর্য্যন্ত প্রচার হইয়াছিল।

গির্ণার পর্ব্বতের অধোভাগে পূর্ব্বকালে গিরি নগর নামে একটী নগর ছিল। তথা যদুবংশ সম্ভূত চুড়া সমা বংশীয় রাজারা রাজত্ব করিয়া-

ছিলেন। ইহাদের আদি সম্বন্ধে কর্ণেল টড এই রূপ বর্ণনা করিয়াছেন, "অফ্রিকা খণ্ডে ইথিওপিয়া দেশে শোণিত পুর নামে এক নগর ছিল। তথা বাণাসুর রাজা ছিল। কৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের সহিত বাণাসুরের কন্যার বিবাহ হয়। অসুর পতির পুত্র সন্তান না থাকায়, অনিরুদ্ধের বংশই শোণিত পুরে রাজত্ব করিতে থাকেন। অনন্তর মুসলমান পয়গম্বর মহম্মদ যখন প্রাদুর্ভূত হন তৎকালে সেখানে দেবেন্দ্র নামে রাজা ছিলেন। তাঁহার চারি পুত্র মহম্মদের ভয়ে পলায়ন পূর্ব্বক সিরিয়া দেশে এক পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মহম্মদ এখানেও তাহাদিগকে আক্রমণ করায় তাহারা নিরুপায় হইয়া পড়ল। তখন তাহাদের মধ্যে অশ্বপতি নামে এক ভাই ইচ্ছা পূর্ব্বক মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। দ্বিতীয় ভ্রাতা নরপতি আসিয়া গজনী অধিকার করিল। তৃতীয় ভ্রাতা গজপতি সৌরাষ্ট্রে আসিয়া এই চুড়াসমা বংশ স্থাপন করিলেন; এবং চতুর্থ ভূপতি মেবাড় রাজ্যে গিয়া ভট্টি বংশ স্থাপন করিলেন। অপিচ স্থানান্তরে কর্ণেল বাকার সাহেব লিখিয়াছেন যে 'যাদব স্থলীতে যদু বংশ নাশ হইলে তাহাদের মধ্যে চারি জন পলায়ন করিয়া সিন্ধু দেশ প্রান্তে

হিংলাজ দেবীর নিকট আশ্রয় লয়, এবং তাহাদের এক জন হইতে চুড়া সমা বংশের উৎপত্তি হয়"। প্রথমোক্ত কাহিনী টী কত দূর সম্ভব তাহা বিচার করা অতি দুরূহ পরন্তু দ্বিতীয় টী অপেক্ষা কৃত সঙ্গত।*

গিরি নগরে এক্ষণ ও বিস্তর বংশাবশেষ দৃষ্ট হয় এবং তাহা হইতে অদ্যাপি প্রস্তরাদি লইয়া জুনাগড়ের অট্টালিকাদি নির্ম্মাণ হইয়া থাকে।

প্রাচীন কালে গির্ণার গিরির সমীপে বামন স্থলী নামে এক প্রসিদ্ধ নগর ছিল। ইহা বহু দিন পর্য্যন্ত এই প্রদেশের রাজধানী ছিল।

জুনাগড় হইতে প্রায় ত্রিশ ক্রোশ দক্ষিণে সমুদ্র তীরে প্রভাস। এক্ষণে তাহা নানা নামে আখ্যাত হয়, যথা, বেরাবল পাটন, প্রাচী পাটন, প্রভাস পাটন, এবং সোম নাথ বা সোমেশ্বর পাটন। ইহাকে একটী দ্বীপ বলিলেই হয়, কেন না ভূমি সংলগ্ন ভাগটী এক প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। বর্ত্তমান নগরটী ক্ষুদ্র, পরন্তু বন্দরটী উৎকৃষ্ট। এই স্থানে প্রসিদ্ধ সোম নাথ দেবের অধিষ্ঠান। ইতিহাসের মধ্যে দেবালয় এবং দেব পূজার আড়ম্বর সম্বন্ধে যত বর্ণনা আছে, তন্মধ্যে সোম নাথের অদ্বিতীয়। ভারত বর্ষের ইতিহাসে

ইহার বিবরণ আছে, এবং এস্থলে পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই। গজনী পতি মহম্মদ ১০২৪ খৃষ্টাব্দে সোম নাথের স্বৎপরোনাস্তি নিগ্রহ করেন ও মন্দিরাদি সমস্ত চূর্ণ করিয়া ফেলেন। তদনন্তর প্রায় ১০৫ বৎসর পরে, অনহিলবাড় পাটনের রাজা কুমার পাল ভাউ বৃহস্পতি নামক এক ব্রাহ্মণকে নিযুক্ত করিয়া মন্দির পুনর্নির্ম্মিত ও সোমেশ্বরকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রভাস ক্ষেত্রেই যদুবংশ ধ্বংশ হয়। কথিত আছে যে হিরণ্য নদী যথা সাগরের সহিত মিলিত হইয়াছে, সেই স্থানে যদুবংশীয়েরা মধু পানে (সুরা পানে) উন্মত্ত হইয়া পরস্পর প্রহার পুর্ব্বক কাল প্রাপ্ত হয়। প্রভাস অতি পবিত্র তীর্থ। ইহার এতাধিক মাহাত্ম্য যে শত বার কাশী দর্শনে যে ফল না হয়, এক বার প্রভাস যাত্রায় সেই ফল হয়।

অনন্তর পালিতানা অভিমুখে যাত্রা করিলাম। রাজকোটে বম্বের গভর্ণর সাহেবের দরবার হইবে, রায় বাহাদুর সেই দরবার দেখিতে আসিতেছিলেন পথিমধ্যে মিলিত হইয়া আমিও তাঁহার সহিত চলিলাম। কএক দিনের মধ্যে রাজকোটে উপনীত হওয়া গেল। এই নগরটী স্বনামখ্যাত এক কাঠীবারীর রাজ্যের রাজধানী ব্রিটিশ এজেন্ট নিধিও এই

স্থানেই অবস্থিতি করেন। নগরের সম্মুখস্থ প্রান্তরে রাজারা স্ব স্ব শিবির সংস্থাপন পূর্ব্বক প্রায় দুই ক্রোশ পর্য্যন্ত স্থানটি অতি সমারোহান্বিত করিয়াছিলেন। ছোট বড় একশত আটত্রিশ জন রাজা সমবেত হইয়াছিলেন। রাজপুত্র দেশে এবং অন্যান্য প্রদেশে যাদৃশ বড় বড় করদ রাজা আছে ইহাদের রাজা তদ্রূপ নহে। বাস্তবিক জুনাগড়ের নবাব ব্যতীত ইহারা কেহই রাজা নহে। সকলেই গুজরাট পতি গাইকবাড়ের অধীন যাইগীর দার মাত্র। অদ্যাপি গাইকবার দরবার হইতে ইহারা পটেল অর্থাৎ পাট্টওয়ালা নামে অভিহিত হন। গাইকবাড় হীন বল হইয়া পড়ায় ইহারা স্ব স্ব প্রধান হইতে ও ঘোর উৎপাত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন তৎসূত্রে ইংরাজ বাহাদুরেরা হস্তক্ষেপ করেন এবং প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। সেই অবধি ইহারা শাসিত হইয়াছেন ও আপন আপন নির্দ্দিষ্ট কর প্রদান করিতেছেন। পরন্তু অনেক পরিমাণে স্বাধীনতাও রক্ষিত পাইয়াছেন। গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক ইহারা শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। প্রথম শ্রেণীতে জুনাগড়, যামনগর ভউনগর এবং ধ্রাংধ্রার রাজা দ্বিতীয় শ্রেণীতে সাত জন তন্মধ্যে পালিতানার ঠাকুরও এক জন। ইত্যাদি

সাত আট শ্রেণী আছে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর রাজারা আপন প্রজাদিগের প্রাণ দণ্ড বিধান পর্য্যন্ত করিতে পারেন। পরন্তু কেহ যে দৌরাত্ম্য অথবা অবিচার করিয়া অব্যাহতি পাইবেন, তাহার উপায় নাই। সাক্ষাৎ কালান্তকের ন্যায় ব্রিটীশ প্রতিনিধি সকলের উপর পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, কাহার সাধ্য একাংশ রূপে অন্যায় করেন।

রাজ চক্রবর্ত্তিনী ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রতিনিধি শাসন কর্ত্তাকে সার্ব্বভৌমিক অর্ঘ্য প্রদান করিতে তাবৎ রাজাই সজ্জ হইয়া এই স্থানে সমাগত হইয়াছিলেন। সকলের মধ্যে যমরাজারই অধিক আড়ম্বর ও ধূম ধাম। অনর অশ্ব যান পর্য্যন্ত সম্বল ইহার তদতিরিক্ত দুই খানি গজ বিমান আছে। একখানি এক্কা অর্থাৎ এক গজারূঢ় আর এক খানি জুড় অর্থাৎ দ্বিগজ রূঢ়। জুড় খানি অতি বৃহৎ, চক্রগুলি এক তলা প্রমাণ উচ্চ। গঠনে কিছুমাত্র কৌশল নাই, কেবল কতক গুলা কাষ্ঠ সংযোগ দ্বারা স্তূপাকার করিয়াছে মাত্র। রথ্যা সমতল না হইলে, তদারোহণে গমনাগমন করা অতি বিপদ জনক ও অসুখকর। এই সমস্ত শুদ্ধ বৃথা ও অবোধ অভিমান মূলক। যাহা হউক দেখিতে কাণ্ডটা বড় মন্দ নহে। হেমময় মুকুট কারু কার্য্য সমন্বিত

চন্দ্রাতপ, এবং তদ্রূপ আচ্ছাদন ও অন্যান্য ভূষায় ভূষিত থাকায় দেখিতে অতি গৌরবান্বিত ও কৌতুক জনক।

প্রায় এক মাস কাল এই প্রান্তটী এক অপূর্ব্ব দৃশ্য ধারণ করিয়াছিল। এক জন রাজা এক স্থানে থাকিলেই সেখানে কত শোভা হয়, তাহাতে এখানে গণ্ডা গণ্ডা রাজা আসিয়াছেন। যাহার যে ঐশ্বর্য্য ব্যঞ্জক বস্তু ছিল তিনি তাহা লইয়া আসিতে ত্রুটি করেন নাই। অনেকে এই উপলক্ষে নিশ্চয় ঋণগ্রস্ত হইয়া থাকিবেন। যাহাহউক বহুদূর পর্য্যন্ত শিবির সকল সংস্থাপিত থাকায় বস্ত্র গৃহ নির্ম্মিত এক অপরূপ নগরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। এক দিকে গবর্ণর সাহেব ও তদীয় সভাসদ এবং অনুচর বর্গের অধিষ্ঠানার্থ তাম্বু সকল অতি সুশৃঙ্খলা পূর্ব্বক সংস্থাপিত; তাহার সম্মুখে বিচিত্র কাগজাদি দ্বারা বিশাল সিংহদ্বার নির্ম্মিত ও সুরঙ্গ পতাকা সকল উড্ডীন হইতেছে। তত্তুল্য আড়ম্বর সহকারে বড় বড় রাজাদিগের শিবিরও স্থানে স্থানে স্থাপিত হইয়াছিল। এই সমস্ত ব্যাপার অতিশয় নয়ন রঞ্জক ও শ্রুত চমক তদ্রূপ রাজগণ প্রকাশ রসব্যঞ্জক বেশ ভূষা পরিহিত, সাদা পদাতিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া ধজাডঙ্কা

বন্দি প্রভৃতি সমভিব্যাহারে সর্ব্বদা গমনাগমন করায়, কেবল গভীর রজনীতে সুসুপ্তি কালে ব্যক্তি নেত্র যুগল আর বিশ্রাম পাইল না, তদ্রূপ সহস্র সহস্র তুরঙ্গম চয়ের হেষারব ও পদটককার ধ্বনি, উত্তুঙ্গ মাতঙ্গ যুথের বৃংহনাদ, পদাতী গনের চরণ দর্প, অশ্বযানের ঘিড় ঘর ঘর শব্দ, ডঙ্কা বাদ্য এবং তুরীত পটহ ইত্যাদি বিবিধ শব্দ অবিরত কর্ণ কুহরকে বিলোড়িত করিতে লাগিল।

এই রূপে রাজগণ দরবারের প্রতীক্ষা করিতে ছিলেন অনন্তর ২৯ এ অগ্রহায়ণ গবর্ণর সাহেব রাজকোটে উত্তরিলেন। রাজারা তাঁহাকে যথোচিত সৎকার পুরঃসর আহ্বান করিয়া শিবিরে আনয়নার্থ যথা-সাধ্য সমারোহ-পূর্ব্বক অগ্রসর হইলেন। গবর্ণর সাহেব যায় রাজার গজরথারোহণে দুই একটী প্রধান অধিরাজকে সঙ্গে লইয়া স্বীয় শিবিরে উপ-নীত হইলেন। অন্যান্য রাজারাও পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া তাঁহাকে আশ্রমে রাখিয়া বন্দনা পূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পর দিন বেলা চারিটার সময় দরবার বসিবে। রায় বাহাদুরের সমভিব্যাহারে আমি ও দরবার দে-খিতে গমন করিলাম। দরবারের তাম্বু খানি এক বৃহৎ অট্টালিকার ন্যায় উচ্চ ও প্রশস্ত। তন্মধ্যে

উত্তম গালিচা দ্বারা মণ্ডিত। তাম্বুর মধ্যস্থলে গবর্ণর সাহেবের আসন। ইহা অতি পরিপাটী রূপে সজ্জিত একখানি অত্যুচ্চ খুরশী। ইহার দুই অব্যবহিত পার্শ্বে দুই দুই খানি অপেক্ষা কৃত ক্ষুদ্র খুরশী সংস্থাপিত। তাহা প্রথম শ্রেণীর রাজা দিগের উপবেশনার্থ। তদনন্তর দক্ষিণ ও বাম দিকে পরস্পর সম্মুখবর্ত্তী করিয়া দুই পংক্তিতে দ্বিতীয় তৃতীয় ইত্যাদি শ্রেণীর রাজ দিগের বসিবার নিমিত্ত খুরশী সকল সংস্থাপিত। তৎ পশ্চাতে রাজ পারিসদ গণের বসিবার আসন। গবর্ণর সাহেবের বাম পার্শ্বে বিশিষ্ট দর্শক ও রাজ কর্ম্মচারী দিগের নিমিত্ত কতকগুলি আসন ছিল। বেলা তিনটার সময় অবধি রাজ গণ আসিতে লাগিলেন এবং স্বস্ব পদ মর্য্যাদা অনুসারে অভ্যর্থিত হইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর চারিটার সময় গবর্ণর সাহেব আগমন করিলে দরবার সভা সম্যক রূপে সমাসীন। হইল। সভার কিদৃশ শোভা হইয়া ছিল, তাহা সকলেই অনুভব করিতে পারেন। প্রথমেই বিবেচনা করুন, যে যাঁহার যে উত্তম পরিচ্ছদ এবং অলঙ্কারাদি ছিল বা সংগ্রহ করিতে পারিয়া

ছিলেন, তিনি তাহাই পরিধান করিয়া আসিয়াছি লেন। মধ্যস্থলে সর্ব্বোচ্চ এবং শ্রেষ্ঠ আসনে, গম্ভীর মূর্ত্তি প্রশান্ত ভাব গবর্ণর সাহেব আসীন আছেন, এবং তদীয় অব্যবহিত দক্ষিণ পার্শ্বে কিঞ্চিৎ নিম্নতর আসনে জুনাগড়ের নবাব ও তাঁহার পরে ভাউনগরের রাজা, এবং বাম পার্শ্বে যাম রাজা ও তাঁহার পর পুলিশাধ্যক্ষ। তদনন্তর বাম পার্শ্বে বিবিধ পরিচ্ছদ পরিহিত দেশী বিলাতী দর্শক গণ এবং উজ্জ্বল বাস সামরিক রাজ পুরুষ গণ অধ্যাসীন ছিলেন। অন্যান্য রাজাগণ পূর্ব্বোক্ত নির্দ্দেশ মতে যথা ক্রমে দক্ষিণ দিক হইতে বাম দিকের পংক্তিতে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। ও দিকে গবর্ণর সাহেবের পশ্চাতে সুশোভিত মঞ্চোপরি নারী কুল প্রধানা, লোক ললামা, দুগ্ধ ফেণ নিভাননা ইংরাজ ললন গণ উপবেশন পূর্ব্বক দরবার শোভা সম্বর্দ্ধন করিতেছিলেন।

অনন্তর অর্ঘ্য প্রদান আরম্ভ হইল। প্রথমে পলিটীকাল এজেণ্ট এবং পলিটীকাল সেক্রেটরি জুনাগড় পতি নবাবকে গবর্ণর সাহেবের সম্মুখে লইয়া আসিলেন। নবাব বিবিধ উপহার সমন্বিত অর্ঘ্য পাত্র রাজ চক্রবর্ত্তিনী ইংলণ্ডেশ্বরীর উদ্দেশে তস্য প্রতি নিধির পাদ পার্শ্বে সংস্থাপিত

করিলেন। গবর্ণর সাহেব গাত্রোত্থান করিয়া নবাবের সহিত হস্তকম্পান্বিত করিলেন। এই রূপ প্রথম শ্রেণীর অধিরাজগণ অর্ঘ প্রদান করিলেন। তদনন্তর দ্বিতীয় শ্রেণীর রাজগণ আনীত হইলে তাঁহারা অর্ঘ প্রদান করিলেন। ইহাদের সময়ে গবর্ণর গাত্রোত্থান করিলেন না বসিয়া বসিয়া হস্ত কম্পন করিলেন। এই রূপ রাজগন স্ব স্ব পদ মর্যাদা অনুসারে নীত হইতে লাগিলেন। শেষে ছোট ছোট রাজাদিগের দুর্দ্দশা দেখিয়া বড় দুঃখ হইল তাহাদিগকে লইয়া আসিতে রাজপ্রতিনিধি কেহই গেলেন না, গবর্ণরের জমাদার তাহাদিগকে পালে পালে সঙ্গে করিয়া আনিতে লাগিল ও তাহারা দূর হইতে শিরোনমন পূর্ব্বক প্রণতি করিয়া বিরস ভাবে স্ব স্ব স্থানে প্রতিগমন করিলেন।

অর্ঘ্যাপর্ণ কার্য্য সমাপন হইয়া গেলে, এক জন বহুবারক্ত উষ্ণীষধারী গুজরাটী, গবর্ণর সাহেব রাজকোটে শুভাগমন করিয়া রাজকুমার কলেজ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি যে সকল অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন তৎ সমুদয় কীর্ত্তন পূর্ব্বক এক বক্তৃতা পাঠ করিলেন।

অতঃপর গবর্ণর সাহেব দণ্ডায়মান হইয়া এক বক্তৃতা করিলেন। তাহার মর্ম্ম এই যে রাজগ

মহারাণীর প্রতিনিধিকে তাদৃশ সম্মান পূর্ব্বক অভ্যর্থনা করায়, এবং চক্রবর্ত্তিনীর প্রতি তদ্রূপ বিনয় এবং বশ্যতা প্রকাশ করায় গবর্ণমেণ্ট অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন, এবং গবর্ণার তাহাদিগকে এই অভয় প্রদান করিলেন যে তাঁহারা যদি মহারাণীর বশ থাকিয়া প্রদর্শিত নিয়মানুসারে রাজ্য শাসন, প্রজা পালন এবং রাজ্যের উন্নতির বিধান করেন, তাহা হইলে তাঁহারা নিরুদ্বেগে আপন আপন সত্ত্বাধিকার ভোগ করিতে থাকিবেন, পরন্তু অন্যথা করিলে মহা রাণীর বিরাগ ভাজন হইয়া বিপদ্গ্রস্ত হইতে হইবে। বক্তৃতা করিয়া সাহেব অধ্যাসীন হইলে, গোলাব উদক সিঞ্চিত ও আতর দেওয়া হইল, একএকটী কুসুম স্তবক বিতরণ করা হইল। তদনন্তর দরবার ভঙ্গ হইল।

পরদিন রাজাদিগের সহিত দরবার হইল, এবং তৎ পর দিন গবর্ণর সাহেব প্রথম ও দ্বিতীয় অধিরাজ গণের শিবিরে পদার্পণ পুরঃসর আপ্যায়িত করিয়া আসিলেন। পরে কএক দিন ঘোড়দৌড় হইলে গবর্ণর সাহেব এবং রাজ গণ প্রস্থান করিলেন। আমারাও পালিতানায় প্রত্যাগমন করিলাম।

দিন কএক পরে রায় বাহাদুর পালিতানা পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য তীর্থ পর্যটনার্থে উত্তরাভি-

মুখে চলিলেন। ক্রমে অনহিল্ বাড় পাটনে উপনীত হইলেন। অনেকে এই নগরের বিবরণ ইতিহাসে পাঠ করিয়া থাকিবেন ইহা ভারত বর্ষের তাবৎ প্রাচীন নগরের মধ্যে একটী অগ্রগণ্য নগর ছিল কিন্তু এক্ষণে ধ্বংশাবশেষ মাত্র পড়িয়া রহিয়াছে। সংবৎ ৮০২ অব্দে বনরাজ কর্ত্তৃক ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল যৎকালে গজনীপতি মহম্মদ সোমেশ্বর পাটন লুট করিতে আইসেন, তখন চামুণ্ড নামে রাজা ঐ স্থানে রাজত্ব করিতেন। এখান কার সকল রাজার মধ্যে রাজা কুমার পাল ই অধিক বিখ্যাত। তিনি জৈন ধর্ম্মে ভক্ত ছিলেন এবং মহা প্রসিদ্ধ পণ্ডিত হেম চন্দ্র আচার্য্য তাঁহার গুরু ছিলেন। তিনি ১১৪৩ খৃষ্টাব্দে সংহাসনে আরূঢ় হন। তাঁহার সময়ে শঙ্করাচার্য্যের সহিত হেম চন্দ্র আচার্য্যের ধর্ম্ম বিষয়ে ঘোরতর তর্ক হইয়াছিল।

অনহিল বাড় নগরের ধ্বংশ হইলে, সুরাট, আমেদাবাদ এবং বরদা এই তিনটী নগর নির্ম্মিত হয়।

পাটনের দেবালয় সকল দর্শন করিয়া রায় বাহাদুর তথা হইতে উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিয়া রাধান পুরের সমীপবর্ত্তী সংখ্যেশ্বরে উপনীত হইলেন। এই স্থানটী জৈন দিগের এক প্রসিদ্ধ

তীর্থ। সংখ্যেশ্বর দর্শন করিয়া উত্তর পূর্বাভিমুখে পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। একণে যে সমস্ত প্রদেশ ভ্রমণ করিতেছিলেন তত্তাবৎ পূর্ব্বকালে কাম্য বন নামে উক্ত ছিল। কাম্য বন যমুনা তীর হইতে গুজরাট প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অনন্তর রায় মহাশয় গুজরাট অতিক্রম করিয়া মেবাড় দেশে প্রবেশ করিলেন এবং কেশরিয়া নাথে উপনীত হইলেন। এই স্থানের দেবমূর্ত্তী ভয়ানক বিশাল এবং পূজার যৎপরোনাস্তি ধুম ও আড়ম্বর কেশরিয়া নাথ সন্দর্শন করিয়া তিনি আবু পর্ব্বতাভিমুখে যাত্রা করিলেন। আবু পর্ব্বত আর্বলি গিরি পুঞ্জের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। ইহা প্রায় চৌদ্দ ক্রোশ অায়ত। গিরিতলে অনাদারা নামক একটী গণ্ড গ্রাম আছে। এই স্থান হইতে পর্ব্বতে আরোহণ করিবার পথ। পথটী প্রশস্ত এবং এমন কৌশল পূর্ব্বক নির্ম্মিত যে আরোহী দিগের বিশেষ রূপ সুবিধা জনক হইয়াছে। আরোহণার্থে সাং-বাহন আছে। তাহাতে আরোহীগণকে সাংএ বসাইয়া চারি জন অথবা শরীরের গুরুভার হইলে ছয় জন কুলিতে তুলিয়া লইয়া যায়। গিরিপাদ হইতে প্রায় তিন ক্রোশ ক্রমোচ্চ আয়ত পথ অতিক্রম করিয়া ইংরাজ নিবাস। এই স্থানটী এক

শুদ্ধিপত্র।

এই গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কনের সময় আমি দূর স্থানান্তরে থাকায় স্বয়ং প্রুফ সংশোধন করিতে পারিনাই, সুতরাং বিস্তর বর্ণাশুদ্ধি রহিয়া গিয়াছে। তাহাতে কোন২ স্থানে অর্থের বিপর্য্যয়ও ঘটিয়াছে। এমন কি, পুস্তক দেখিয়া আমারই অত্যন্ত ঘৃণা বোধ হইতেছে, না জানি পাঠক বর্গের কীদৃশ জঘন্য বোধ হইবে। কিন্তু পুনর্মুদ্রিত করা আমার পক্ষে অসাধ্য বিবেচনায় ক্ষমা করিবেন।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
অষ্টবিংশতি	অষ্টাবিংশতি	২	১
দগের	দিগের	১	১৬
জান	যান	৩	২
সাগর দিঘী	সাগরদীঘী	ঐ	১৯
নৈষদ	নৈষধ	৫	৮
পুষ্প	পুষ্প	৬	২১
সতন্ত্র	স্বতন্ত্র	৯	১৮
সারথী	সারথি	ঐ	ঐ
রজনি	রজনী	১০	২২
কৃতবদা	কৃতাবিদা	১২	৫
শুতরাং	সুতরাং	১২	৪
কেশরির	কেশরীর	১৩	২১
কটিদশ	কটিদেশ	১৫	৫
সুত্রে	সূত্রে	১৬	২
ষষ্ঠি	ষষ্ঠী	১৬	৬

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
মুমুর্ষুর	মুমূর্ষুর	১৬	৭
স্বীকার	শিকার	১৭	২০
এবং	হইতে	১৯	৩
সুর্পনখা	শূর্পণখা	ঐ	১৩
ইদানিন্ত	ইদানীন্তন	২১	২
হিন্দীকৃত	হিন্দুকৃত	ঐ	৮
পরিবেষ্টিত	পরিবেষ্টিত	২৩	১২
বড়	বর	ঐ	২০
অস্থর	অসুর	২৪	৯
শ্রীকৃষ্টের	শ্রীকৃষ্ণের	২৫	৫
দুর্দ্দন্ত	দুর্দ্দান্ত	২৫	৫
কংশাসুরের	কংসাসুরের	২৫	৬
আপনশ্রেণী	আপণশ্রেণী	২৭	২১
শুধাংশু	সুধাংশু	২৮	১২
সুশুপ্ত	সুষুপ্ত	৩০	৭
বানিজ্যপ্রধান	বাণিজ্যপ্রধান	৩১	১৬
জরাসিন্ধু	জরাসন্ধ	৩৩	৩
সর্ব্বভৌম	সার্ব্বভৌম	৩৩	১২
চানক্যের	চাণক্যের	৩৩	৯
শোনভদ্র	শোণভদ্র	৩৬	১৬
মূর্ত্তী	মূর্ত্তি	৩৭	১১
স্বশিষ্য	সশিষ্য	৩৮	৬
মুগুন	মুণ্ডন	৪০	২২

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
মৈথীলিকে	মৈথিলীকে	৪৪	১০
ভারত	ভরত	ঐ	১৮
চিত্রকুটের	চিত্রকূটের	ঐ	১১
ফাল্গুনদীর	ফল্গুনদীর	ঐ	১২
পুন্যাং	পুণ্যাং	৪৫	১৬
বিধিয়তাং	বিধীয়তাং	ঐ	২০
বচনাচ্ছিন্ন	বচনাচ্ছীঘ্র	ঐ	২১
বণিতা	বনিতা	৪৬	৩
পিতৃস্বশৃয	পিতৃস্বস্রীয়	৪৭	৫
ক্রক্ষু	ক্ষুদ্র	৪৮	১৬
ইদানিং	ইদানীং	৬১	১৭
তৃসিন্ধ	ত্রিসিন্ধ	৬২	৯
দাক্ষিণাত্বের	দাক্ষিণাত্যের	৬৬	১২
বৃহত্ব	বৃহত্ত্ব	৬৭	৭
কুপ	কূপ	৬৮	২
তদ্বারা	তদ্দ্বারা	ঐ	১২
ভাগবৎ	ভাগবত	৭৯	৬
বিলোদিত	বিলোকিত	৮৩	৭
তৃপস্থা	ত্রিপস্থা	৮৬	৯
লালদিঘী	লালদীঘী	ঐ	১৮
নামাকরণ	নামকরণ	৮৭	১১
নিম্বন	নিম্বন	ঐ	১৯
তৃতল	ত্রিতল	৮৯	৩

ভূমিকা।

ইতি পূর্বে আজিমগঞ্জ নিবাসী প্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠী এবং ভূম্যধিকারী রায় ধনপতি সিংহ বাহাদুর তীর্থ পর্য্যটনার্থে ভারত বর্ষের পশ্চিম প্রদেশে গমন করেন। তিনি আমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া যান। তাঁহার প্রসাদে এই উপলক্ষে এবং পূর্ব্বেও অন্যান্য কারণে ভারতবর্ষের অনেক জনপদ আমার দৃষ্টি গোচর হইয়াছে। সম্প্রতি মনে মনে হইল যে যাহা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি তৎ সমুদয়ের বিবরণ সাধারণ সমীপে প্রকাশ করি। তদর্থে এই পুস্তক প্রণয়নে প্রবৃত্ত হই। নিতান্ত কর্ম্মাধীনতা ও অনবকাশ বশতঃ বিশেষ রূপ অনুসন্ধান কিছুই করিতে পারি নাই। সুতরাং গ্রন্থ খানি যে অসার হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার মধ্যে প্রায় কোন নূতন কথাও নাই। তবে ইহা প্রকটনের তাৎপর্য্য এই যে যদিও ইদানীং স্বদেশীয় ভ্রাতৃ গণ দেশ দেশান্তরে গমন করিতেছেন, তথাপি অধিকাংশেই কোণ বাসী বোধ করি অদ্যাপিও অনেকে এমন আছেন যে তাঁহারা গ্রামান্তরও দেখেন নাই। অতএব তাঁহারা যদি কিঞ্চিৎ আলস্য ত্যাগ পূর্ব্বক অবসর ক্রমে ইহা অধ্যায়ন করেন, তাহা হইলে বোধ করি তাঁহারা ভারত বর্ষের পূর্ব্বাপর অবস্থার বৃত্তান্ত,

কতক কতক অবগত হইলেও হইতে পারেন। এই উদ্দেশ্যেই আমি ইহা প্রকাশ করিতেছি। তাহাতে যদি কথঞ্চিৎ সফল হই, তাহা হইলে। যথেষ্ট।

গ্রন্থ খানি দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছি। প্রথম খণ্ডে ভ্রমণ বিবরণ ও তদনুসঙ্গে প্রদেশ সকলের পূর্ব্বাপর বৃত্তান্ত ঘটিত দুই চারি কথাও আছে। দ্বিতীয় খণ্ডে ঐ সকল প্রদেশের ও তদধিবাসি দিগের প্রাকৃতিক বৈলক্ষণ্য ইত্যাদি সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

আজিমগঞ্জ

২৫এ অগ্রহায়ণ সম্বৎ ১৯২৮। শ্রীকেদারনাথ দাস